# কল্কি-অবতার গীতাভিনয়।

প্রসিদ্ধ বৌকুণ্ডু-নামীয় যাত্রা-সম্প্রদায়ে অভিনীত—

# কলির অবসান

বা

# কল্কি-অবতার-গীতাভিনয়।

"হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জ্জয়ত্যপঃ।"

মগধবিজয়, পুত্রপরিচয় প্রভৃতি-প্রণেতা—মিত্র-ইন্‌ষ্টিটিউসনের হেড্‌পণ্ডিত

শ্রীঅঘোর চন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত।

কলিকাতা

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ বেঙ্গলমেডিকেল লাইব্রেরী হইতে—

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩০৯ সাল।

মূল্য ১॥০ টাকা।

কলিকাতা

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

"কালিকা যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত।

# ভক্ত্যুপহারঃ।

পরমারাধ্যতম—

কলিকাতানগরীস্থ রাজকীয়সংস্কৃতবিদ্যালয়স্য ভূতপূর্ব্বাধ্যাপক মহা
মহোপাধ্যায় পদলাঞ্ছন সকলসুধীকুল পঙ্কজবান্ধব মদুপাধ্যায়—

শ্রীলশ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয়

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু

দেব।

'তে হি নো দিবসা গতাঃ'; যত্র চ, তত্রভবতো ভবতঃ পূতমুখ নিঃসৃত-পীযূষপূর্ণ-কাব্যকথা শ্রবণেন, সুদুর্লভ ছাত্র জীবনস্য মে, কিয়দংশঃ সুখেনাতিপাতশ্চাভূৎ ইদানীমপি তৎ স্মৃতিরেব, মাং সংসার সংগ্রাম ব্রণিতহৃদয়ং নিতরাং প্রীণয়তি ন হি খলু জগতি মে মন্দভাগ্যস্য কিমপি সুলভং; যেনৈব ভবৎ স্নেহাতিরেকস্য লবমপি পরিশোধয়িতু মলমস্মি। কুতো মে তাদৃশং সৌভাগ্যং, যৎ ভবৎ পদাম্বুজ পূজনেনৈব, সফল মাত্মান মবগচ্ছামঃ সর্ব্বথা, দরিদ্র মনোরথস্য নাম ঈদৃগেব পরিণতি র্জায়তে। অথবা, কা বা চাস্মিন্ দুঃখানুভূতি রস্মাকং; পূজোপকরণ-পরিশূন্যস্য ভক্তজনস্য ভক্তিমাত্রামেব, ন কিং পরিগৃহ্ণাতি তদভীষ্ট—দেবতা? মমাপি তাবদকিঞ্চনস্য মনসি, এতাবানেব বিশ্বাসঃ সঞ্জায়তে, যৎ, মৎপ্রদত্তং হি অকিঞ্চিদপি, "স্ব রোপিততরোঃ ফলমিব" সর্ব্বথা ছাত্র-প্রেম্না দেবপাদানাং পরাং প্রীতি মুৎপাদয়িষ্যত্যেব তৎ গৃহাণ দেব। ভবদন্তেবাসিনঃ প্রথমং ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি মিমং 'কল্কি অবতার নাম-গীতাভিনয়ং"।

ভবদাশীর্ভাজন বিনয়াবনতস্য—

অঘোর চন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ

# ভূমিকা।

'কল্কি অবতার গীতাভিনয়খানি' কল্কিপুরাণের ছায়া অবলম্বনেই লিখিত হইয়াছে। অভিনয়োপযোগী করিবার জন্য, এই পুস্তকের স্থানে স্থানে, আমাকে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে; তবে যতদূর সাধ্য এবং যতদূর সম্ভব, পুরাণের সহিত কল্পনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে, প্রয়াস পাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা পাঠকগণের বিচার্য্য

প্রায় চারিবৎসর কাল যাবৎ 'কল্কি-অবতার গীতাভিনয়', কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ 'বৌকুণ্ডুনামীয় যাত্রাসম্প্রদায়ে' অভিনীত হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি, 'ঘোষ কোম্পানি' নামক একটি নূতন যাত্রাসম্প্রদায়ও, উক্ত পুস্তকের অভিনয় করিতেছেন। এই নব সম্প্রদায়ের সুনিপুণ অভিনেতৃগণের এবং গায়কবৃন্দের, অসাধারণ নৈপুণ্য বশতঃই, পুস্তকখানি আশাতীত প্রশংসা-লাভে সমর্থ হইয়াছে, এবং মফস্বলের অনেকানেক যাত্রাসম্প্রদায় কর্ত্তৃক সুযশের সহিত অভিনীত হইতেছে জানিনা কোন্ গুণে, মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই, পুস্তকখানির এরূপ বহুল প্রচার হইল! কারণ যাহাই হউক, ইহাতে যে, এই ক্ষুদ্র লেখকের কিঞ্চিন্মাত্রও কৃতিত্বের পরিচয় আছে, তাহা এই অজ্ঞ লেখক, স্বপ্নেও কল্পনা করিতে সাহসী হয় নাই, তবে, ভগবন্মাহাত্ম্য যে ভাবেই কীর্ত্তিত হউক না কেন, ভক্তগণের নিকটে, তাহা সকল সময়েই মাধুর্য্যময় বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে। কল্কি-অবতারের সমাদরের কারণ—ইহাই আমি কেবল মনে করি

এত অল্পসময়ের মধ্যেই যে, কল্কি-অবতার মুদ্রিত হইয়া, জনসমাজে প্রচারিত হইবে, এ আশাকেও আমি কখনই মনে স্থান দি নাই, কারণ, এই বহুব্যয় সাপেক্ষ মুদ্রাঙ্কন-ভার বহন করা, এ দীন ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব; আবার এইরূপ পুস্তক বিক্রয়ের দ্বারা লাভবান্ হইবার আশা করাও ততোধিক অসম্ভব ও বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু ভগবদিচ্ছায়, কলিকাতা 'বেঙ্গল মেডিকেল-লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়', নিতান্ত আগ্রহ-সহকারে, এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি, আমার নিকট হইতে লইয়া, নিজ অর্থ-ব্যয়ে, পুস্তকখানি

মুদ্রিত করিয়াছেন এই পুস্তকের প্রচার দ্বারা, শিক্ষিত পাঠকবর্গের বিশেষ উপকার না হইলেও, বিদেশস্থ যাত্রাসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষগণ যে, বিশেষরূপে উপকার প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই কারণ, যাঁহারা বহু তোষামোদে,অথচ, অধিক অর্থব্যয়ে, উক্ত পুস্তকের অভিনয়কারিগণের নিকট হইতে, সঙ্গোপনে, অসম্পূর্ণ এবং ভ্রম দুষ্ট পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ দ্বারা, কেবল অভিনয়ের সৌন্দর্য্য নাশ এবং গ্রন্থকারকে অযথা বিড়ম্বিত করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এ পুস্তকের প্রচার, অতীব সুবিধাজনক। পুস্তক প্রচারের—ইহাও একটি অন্যতম কারণ।

এই 'কল্কি-অবতার পুস্তকই', আমার ক্ষুদ্র লেখনী হইতে প্রথম প্রসূত, এবং যাত্রাসম্প্রদায়েও প্রথম অভিনীত আমার ন্যায় ভিন্ন ব্যবসায়ীর পক্ষে, এরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যে, নিতান্ত চপলতার কার্য্য, তাহাতে আবার যেরূপ অল্পসময়ের মধ্যে ইহা লিখিত হয় তাহাও যে, এ নব লেখকের পক্ষে অসম সাহসিকতার পরিচায়ক, একথা জানিলেও, আমি দুরাশার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই নাই; অথবা মানুষ মাত্রই, ঘটনার বিচিত্রবিধানে চির-বদ্ধ। ভবিতব্যতাকে লঙ্ঘনকরা মানবশক্তির অতীত; তাই এই অনির্ব্বার্য্য চপলতাকে ত্যাগ করিতে পারি নাই।

এই পুস্তক লিখিবার উৎসাহদাতৃগণের মধ্যে, আমার পরম আত্মীয়—যশোহর জয়পুর-নিবাসী বাবু 'যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের' নাম আমার চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, আরও একটি উৎসাহদাতা মহাত্মার নাম এস্থলে প্রকাশ না করিয়া পারিলাম না। ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্টইঞ্জিনিয়ার বাবু 'জয়গোপাল রক্ষিত', এই মহাত্মা আমার কলিকাতাবাসের আশ্রয়দাতা, ইঁহার স্নেহ, এবং এই পুস্তক-প্রণয়নে ইঁহার উৎসাহ-দান, আমি জীবনে কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবনা। আরও একটি মহোদয়—যাঁহার যত্নে,আমার এই পুস্তক, কলিকাতার যাত্রা সম্প্রদায়ে, প্রথম অভিনীত এবং সম্প্রতি জনসমাজে প্রচারিত, সেই মহানুভব মহাত্মার নিস্বার্থ উপকার এবং অকৃত্রিম ভালবাসা—আমার আজীবন,হৃদয়-ফলকে অঙ্কিত থাকিবে। ইনি অন্য কেহই নহেন, সুবিখ্যাত সাঁতরা কোম্পানির সুলেখক খ্যাতনামা বাবু 'অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য', যাঁহার বিরচিত দণ্ডিপর্ব্ব, তুলসী-লীলা গীতাভিনয় সকল, পাঠকবর্গ পাঠ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতেছেন।

আর একটি কথা—এই কল্কি-অবতারে 'কলি ও দুরুক্তির' কথোপকথনপাঠ বা ইহার অভিনয় দর্শনে, কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি কোনও সম্প্রদায় বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছি; যিনি একথায় বিশ্বাস স্থাপন না করিবেন, তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক "কাল্কপুরাণ" হইতে কলির বংশবর্ণনাটি পাঠ করেন; তাহা হইলেই আমার বাক্যের সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন। একথাটি বলিবার আমার বিশেষ কারণ এই যে, কিছুদিন পূর্ব্বে কোনও সাময়িকপত্রে এই কল্কি-অবতারের কিয়দংশ প্রকাশিত হয় প্রকাশিত অংশ-মধ্যে, 'কলি ও দুরুক্তি'র কথোপকথন পাঠে, অন্য একটি মাসিকপত্রিকার লেখক, ঐরূপ মহা-ভ্রমে পতিত হইয়া, সেই পত্রিকায় আমাকে অযথা তিরস্কার করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। আমি সেই রুচিবাগীশ মহাশয়ের ভ্রমদূর করিবার জন্য, তখন কোনও চেষ্টা পাই নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, সেই কূপ-মণ্ডূক মহাশয়ের পুরাণাদির সহিত কস্মিন্‌কালেও চাক্ষুষসম্বন্ধ হইবার অবসর জুঠে নাই। আমার লিখিত 'ভগিনীর প্রতি প্রেমসম্ভাষণ' পাঠ করিয়াই রুচিবাগীশ মহাশয়ের, "রুচিবিকার" উপস্থিত হইয়াছিল; এরূপ বিকারের ঔষধি দুষ্প্রাপ্য না হইলেও, কেবলমাত্র সমাজ এবং শালীনতার দিকে চাহিয়া, উপযুক্ত ঔষধির ব্যবস্থা করিতে পারি নাই।

আর একটি কথা বলিয়াই নিরস্ত হইব। এই পুস্তক লিখিবার সময়েও যেমন সময়াভাব, আবার এই মুদ্রাঙ্কন কালেও ততোধিক এই চিররুগ্ন গ্রন্থকার-স্কুল-শিক্ষা এবং গৃহ শিক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, সুচারু-রূপে মুদ্রাঙ্কণের ভ্রম সংশোধন করিতে অসমর্থ হইয়াছে; ইহার জন্য পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনীয়। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই কলি-কলুষিত কলিযুগে, কল্কি-অবতারের প্রচার দ্বারা সমাজের যদি—বিন্দুমাত্রও উপকার সাধিত হয়, তাহা হইলেই আমার সকলশ্রম সফল জ্ঞান করিব। "অলমতি পল্লবিতেন"

কলিকাতা মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউসন
সাং—যশোহর, মল্লিকপুর। } শ্রীঅঘোর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

# নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

## পুরুষগণ

| | |
|---|---|
| কল্কি | বিষ্ণুযশার কনিষ্ঠপুত্র, (বিষ্ণুর দশম অবতার) |
| নারায়ণ | বৈকুণ্ঠপতি |
| শিব | কৈলাসপতি |
| ব্রহ্মা | বিধাতা |
| নারদ | ব্রহ্মা পুত্র। |
| সত্য, ধর্ম্ম | দেবদ্বয়। |
| ভৃগুরাম | হিমালয়স্থ তপোনিরত জামদগ্ন্য। |
| সদারাম | ঐ শিষ্য। |
| বৃহদ্রথ | সিংহলাধিপতি |
| শুক | নররূপী বিহঙ্গ |
| বিষ্ণুযশা | সম্ভলপুরবাসী হরিভক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ |
| কবি, প্রাজ্ঞ, সুমন্ত্র | ঐ পুত্রত্রয় |
| গোবিন্দ পাগল | ছদ্মবেশী গোবিন্দজী। |
| হরিবোলা | হরিভক্ত অনাথ ব্রাহ্মণ বালক |
| কলি | বিশসনপুরের অধিপতি (পাপ-বংশধর) |
| মন্ত্রী | ঐ মন্ত্রী। |

কলি-সেনাপতি, বয়স্য, ঘাতুক, দূত, প্রহরী, সৈনিকগণ, অধ্যাপক, ছাত্র ন'দেরচাঁদ, স্বয়ম্বরস্থ নৃপতিবৃন্দ, অধর্ম্ম, দম্ভ, লোভ ইত্যাদি

## স্ত্রীগণ

| | |
|---|---|
| দুর্গা | কৈলাসেশ্বরী। |
| লক্ষ্মী | কমলা |
| সরস্বতী | বিণাপাণি। |
| পদ্মা | বৃহদ্রথের কন্যা (লক্ষ্মীর অংশরূপিণী) |
| সুমতি | বিষ্ণুযশা-পত্নী। |
| বিমলা | পদ্মা সখী |
| বিধবা রমণী | পতিহীনা ব্রাহ্মণবালা। |
| দুরুক্তি | কলির সহোদরা, 'অথচ পত্নী'। |

নর্ত্তকীগণ, দিব্যাঙ্গনা চামরধারিণীগণ, সহচরীগণ, মিথ্যা, হিংসা ও ভৃতি।

রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি।

# কল্কি-অবতার

বা

কলির অবসান গীতাভিনয়।

# প্রস্তাবনা ।

## গীত ।

ভাব ভবারাধ্য ভবারাধ্য ধন
সেধনে সাধনে, হবে নিদানের দিনে, শমন দমন
দেখ, কলিকালের গতি ধর্ম্ম হ'ল অধোগতি,
বেদাচার, দেশাচার গিয়ে, একাকার হ'ল যত নরগণ
গোলকপুরী পরিহরি, গোলক বিহারী হরি,
পতিতে তারিতে ক'রবেন, "কল্কি' রূপে "কলির" ভয় বারণ

# কল্কি-অবতার গীতাভিনয়।

## প্রথম অঙ্ক।

( গিরি সঙ্কট )

দুরুক্তির হস্তধারণ পূর্ব্বক কলির প্রবেশ।

কলি। ( সহাস্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে )
ভগিনি লো! আজি বড় আনন্দের দিন।

দুরুক্তি। কি আনন্দ প্রাণেশ্বর! বলনা আমায়?

কলি। দ্বাপরের অবসান আজি।
পৃথিবীতে হবে এবে মম অধিকার,
করিব রাজত্ব আমি হ'য়ে অধীশ্বর।
আমার প্রতাপে ধর্ম্ম পালাবে নিশ্চয়।
দান, ধ্যান, তপ, যপ, শান্তি, শ্রদ্ধা যত,--
আজি হ'তে দূর হবে সবে,
কলিতেজে নারিবে তিষ্ঠিতে।
স্বেচ্ছাচার হবে জীব;
বেদাচার শুদ্ধাচার না মানিবে আর

জাতিভেদ, দেবসেবা, অতিথি সৎকার—
করিবেনা জীবে আর।
শুনলো কুরুক্তি!
না মানিয়ে পরকাল—
সদাকাল মাতিবে আমোদে
বারাঙ্গনা সহবাস স্বর্গ সুখ মানি—
ধনরাশি বিতরিবে গণিকা চরণে।
দেখিলে বৈষ্ণবদল কাড়ি ভিক্ষাঝুলি—
দিবে তাড়াইয়া নিজ ভবন হইতে।
শুনলো সুমুখি!
মদ্য পানে প্রমত্ত যুবক—
না বিচারি ভগিনী-সম্বন্ধ—
প্রণয়িণী করিবে তাহায়।
মোহ-রোগে দৃষ্টিহীন মূঢ় নরগণ,
সূক্ষ্ম সে ধর্ম্মের মার্গ নারিবে দেখিতে।
তাইত বলিনু প্রিয়ে কি সুখের দিন।
রাজ্যেশ্বরী হবে তুমি প্রাণের ভগিনী,
প্রেমালাপে দিবা রাতি যাপিব উভয়ে;
হৃদিপরে রাখিব লো তোরে।
এইরূপে চারু কর করিব মর্দ্দন।

(কর-মর্দ্দন)

কুরুক্তি। আর নাথ! নারীগুলা রহিবে কি সতী?
কলি। কখনই নহে।
সে ভাবনা নাই লো সুন্দরি!
সতীত্ব কাহাকে বলে জানিবে না নারী।

সধবা বিধবা ভেদ রহিবেনা আর।
একাদশী, ব্রত, উপবাস না করিবে কেহ
ইচ্ছামত যাবে তাবে করিবে বিবাহ।

দুরুক্তি হবেত স্বাধীন নাথ রমণী সকল?

কলি। তা না হ'লে বিধুমুখি কি হইল আর?
কলির রাজত্ব তবে কিসের লাগিয়া।
বিদ্যাবলে বুদ্ধিবলে রমণী নিকটে—
হইবে পরাস্ত সব পুরুষের দল
করযোড়ে দিবানিশি নারী পদতলে—
থাকিবে পুরুষজাতি সভয় অন্তরে।
নানা রূপে ধন, রত্ন করি আহরণ—
তুষিবে রমণী-মন সদা সযতনে।

দুরুক্তি। ভাল হ'ল বাঁচা গেল' নাথ!
বিলম্ব না করি আর—
ত্বরা করি তাড়াও ধর্ম্মেরে।
পোড়ার মুখী শ্রদ্ধা, শান্তি আদি—
দূর হ'য়ে যাউক সকলে।
মনঃসাধে ভবে মোরা করিব বিহার!

কলি। দিয়াছি সংবাদ আমি সকলের কাছে,
এখনি আসিবে মম পারিষদ্ যত—
মুহূর্ত্তের মাঝে সব দলে, দলে, দলে,
প্রেরিব জগতে প্রিয়ে! স্বকার্য্য সাধিতে।
আর দুঃখ নাহিলো ভগিনি!
এতদিনে ঘুচিল দুর্দ্দিন

দুরুক্তি। কত যে আনন্দ আজি দিলে প্রাণেশ্বর!
ধরে না অন্তরে মম আনন্দের স্রোত!!

যাই আমি কহি গিয়ে সখীদের কাছে।
সবাই হইবে খুসী এ সংবাদ শুনি।

(ভুরুক্তির প্রস্থান)

অধর্ম্ম, দম্ভ, লোভ, ক্রোধ, মিথ্যা ও হিংসার প্রবেশ

কলি শুভদিনের সুসংবাদ পেয়েছ'ত সবে ?
সকলে হাঁ পেয়েছি সকলে,
কি কায করিব এবে ?
কলি কহিতেছি একে একে কর অবধান
(অধর্ম্মের প্রতি) তুমি হে অধর্ম্ম
মিথ্যা সহচরী সনে একত্র হইয়া—
ফিরিবে সংসার মাঝে দিবা বিভাবরী।
যথায় জানিবে তুমি ধর্ম্মের সঞ্চার ;
যাইবে তথায় তুমি মিথ্যার সহিত।
তোমায় হেরিলে ধর্ম্ম পলাইবে দূরে ;
আর না হইবে সেথা ধর্ম্মের সঞ্চার।
অধর্ম্ম। কেমনে জানিব কোথা ধর্ম্মের সঞ্চার ?
কলি। যথায় বেদের চর্চ্চা, হরি গুণ গান,
ব্রাহ্মণেরা করে যথা হোম, যজ্ঞ, দান;
সন্ধ্যাহ্নিক, শুদ্ধাচার, সত্য-আলপন,
অতিথি সৎকার যথা যোগের সাধন,
দেবার্চ্চনা, রাজভক্তি, সংসার বিরক্তি,
ক্ষমা, দয়া যথা আছে পতি অনুরক্তি,
রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, দ্বেষ, অহঙ্কার,
সম্ভোগ, লালসা, ক্ষোভ, আর ব্যভিচার,

উৎপীড়ন, প্রতারণা, মাদক সেবন,
নাই যথা এই সব মম সেনাগণ ;
আর যথা শান্তি-স্রোত বহে অনিবার ;
তথায় জানিবে তুমি ধর্ম্মের সঞ্চার।

অধর্ম্ম — জানিলাম এবে তবে ধর্ম্মের সন্ধান।

কলি — আর শুন কিবা তব কার্য্যের বিধান
"সতী ব্যভিচারিণী হবে, ব্রাহ্মণ পতিত,
বিপ্রশিরে শূদ্র পদ করিবে প্রদান
স্বকর্ম্ম ত্যজিয়া সবে ম্লেচ্ছ দাস হবে।
অখাদ্য হইবে খাদ্য, আদ্য শ্রাদ্ধ লোপ,
পাদ্য অর্ঘ ব্যবহার রহিবে না আর
ভিক্ষুক হইবে দস্যু, দাতা দান হীন ;
বৈদ্যের ঔষধে হবে ঘৃণার উদ্রেক।
অর্থকরী বিদ্যা হবে, অর্থ বলে বল,
পণ্ডিত পাষণ্ড হবে, ভণ্ড যোগী সব,
পিতৃবাক্য অবহেলা করিবে সন্তানে,
জননী হইবে দাসী স্বপুত্র বধূর,
শ্যালকে কর্ত্তৃত্ব পদ পাইবে সংসারে,
সুরা স্রোতে অভিষিক্ত হবে দেবালয়,
উদ্যান হইবে গুপ্ত অভিসার স্থান,
গঙ্গাবক্ষে মল, মূত্র হইবে পতিত,
না করিবে পান কেহ জাহ্নবী সলিল।
কুকর্ম্মে যে হবে লীন সে হবে কুলীন,
ভ্রূণ হত্যা-পাপ হবে প্রতি ঘরে ঘরে,
এই সব কার্য্য তুমি করিবে সাধন,
কোন রূপে দে'খ যেন না হয় অন্যথা।

স্বকর্ম্মে নিপুণ তুমি মহা বলবান।
প্ৰেয়সী তোমার অই মিথ্যা স্বরূপসী,
সহায় হইবে তব কর্ত্তব্য সাধনে
সর্ব্বত্র মিথ্যার জয় হইবে সংসারে।
তব পুত্র দম্ভ অই কোপন স্বভাব,
তব কার্য্যে সহায়তা করিবে নিয়ত।
লোভ, ক্রোধ, মায়া, হিংসা এরাও সবাই—
তব সনে সাবধানে পালিবে আদেশ
( তবে ) যাও সবে নিজকর্ম্মে বিলম্বে কি ফল ?

অধর্ম্ম। রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য

( অন্য সকলের প্রতি )

চল সবে বীরগণ সহচরী সনে।
আনন্দে সাধিবে সব কলির আদেশ।

## গীত।

চলহে চল সবে চল যাই বঙ্গে।
সুরত রঙ্গিণী, সুরত-সঙ্গিণী, দিবস যামিনী থাকিবে যে সঙ্গে।
ধরার ধর্ম্ম, কর্ম্ম করিয়ে বিনাশ, পুরাব কলির মর্ম্ম অভিলাষ,
ক'রব সর্ব্বনাশ সতীত্ব বিনাশ, পাপের আবাস হবে নর-অঙ্গে॥
ম্লেচ্ছ আর্য্য সব করি একাকার, ঘুচাব সবার মনের বিকার,
যাবে বেদাচার, সব দেশাচার, ভাসিবে সংসার পাপ তরঙ্গে

কলি। ( স্বগতঃ )

একভাবে কার দিন সমান না যায়।
চক্রবৎ সুখ দুঃখ করিছে ভ্রমণ,

কালি যে ভিক্ষার ঝুলি করিয়া স্কন্ধেতে—
ভ্রমিত ধনীর দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা-তরে ;
কাল চক্রে আজি সে ভিক্ষুক
রাজ চক্রবর্ত্তী হ'য়ে বসে সিংহাসনে।
আজি যে নৃপতি আছে ;
কাল আবর্ত্তনে পুনঃ হবে সে ভিক্ষুক।
আজি যে কুসুম কোরক আকার।
কালি তাহা হবে বিকসিত।
আজি যে চন্দ্রমা হাসিছে আকাশে,
নিশা শেষে কালি আর হাসিবেনা সে।
ছিল ধর্ম্ম বলীয়ান্ অবনী মাঝারে,
তিন যুগ কাটাইল প্রবল প্রতাপে।
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে ভাবিল পামর,
চিরদিন এই ভাবে যাইবে তাহার
দূর হ'তে হেরি তার গর্ব্বিত বদন—
ধমনীতে দ্রুত মোর ছুটিত শোণিত।
অতুল ঐশ্বর্য্য তার হেরিয়া নয়নে—
হিংসা নলে দগ্ধ মম হইত অন্তর।
ধর্ম্ম ভয়ে ভীত সব নর নারীগণ—
ঘৃণায় আমার পানে চাহিত না কভু।
পাপ কথা কোথা যদি হইত কখন ;
সে স্থান করিত ত্যাগ সাধু সাধ্বীগণ।
ঘৃণায় লজ্জায় আমি হ'য়ে ম্রিয়মাণ—
থাকিতাম সদা কাল বিষাদ-অন্তরে
কাল চক্রে এবে সেই ধর্ম্মের প্রতাপ—
নিস্তেজ হইবে মম প্রবল প্রতাপে।

স্বপব হইলে গত, ধর্ম্মের বিলয়,
কলির প্রভাব এবে হইবে বর্দ্ধিত!
উদিত হইবে মম সৌভাগ্য-তপন,
প্রকৃতির রীতি এই কে করে খণ্ডন।
টুটিবে সে অহঙ্কার ধর্ম্মের এখন ;
পথের ভিখারী হ'যে কাটাবে সময়।

গীত।

ধর্ম্ম গর্ব্ব হবে খর্ব্ব মম প্রতাপে এবার
পথের ভিখারী হ'য়, ভ্রমিবে সে অনিবার
এক ভাবে কার দিন, যায় নাকে চির দিন,
সুখ দুঃখ নিশি দিন, ভ্রমে যেন চক্রাকার

কলি। ( স্বগতঃ ) আমি কলি ;

কি অসাধ্য আছে মম,
ঘটাইতে পারি আমি অঘট ঘটন।
নিষধাধিপতি নল বিখ্যাত ভুবনে,
রাজ্য-ভ্রষ্ট বনবাসী করিলাম তারে।
জানে সে নিষধরাজ আমার প্রতাপ,
কত ক্লেশ কত দুঃখ পেয়েছিল বনে।
"পাপ-বংশে জন্ম মম, ক্রোধ মোর পিতা,
পিতৃ-স্বসা হিংসা-গর্ভে জনম আমার।
পিতামহ লোভ মম, দম্ভের তনয়,
ভগিনী দুরুক্তি, মোর প্রেয়সী হইল।
ভয়, মৃত্যু, পুত্র কন্যা উভয় আমার,
মৃত্যু-গর্ভে ভয়-পুত্র নিরয় জন্মিল ;

নিরয় ভগিনী সেই যাতনা সুন্দরী ;
তার গর্ভে, নিরয়ের অযুত অযুত—
হইল তনয়, তারা মহা বলশালী"।
পাপ কর্ম্মে সুদীক্ষিত, পাপ বংশধর,
নাহি মানি কভু মোরা শাস্ত্রীয় বচন।
স্বর্গ, নরকের কথা শুনি, হাসি পায়,
উপন্যাস জ্ঞান করি পুরাণ সকলে
ঈশ্বরে অস্তিত্ব, নাহি বিশ্বাস মোদের ;
প্রত্যক্ষ-অতীত মোরা কিছু নাহি জানি ;
ভাগ্য লিপি কভু মোরা না করি প্রত্যয়।
জগতের স্রষ্টা আছে এসব বচন—
উন্মত্ত প্রলাপ সম জ্ঞান করি মোরা।
স্বভাবে উৎপত্তি হবে, স্বভাবে বিলয়,
এক রূপ চির দিন কিছু না রহিবে,
এই জ্ঞান স্থির জানি এই জ্ঞান সার,
( আবার ) এই জ্ঞান নরলোকে করিব প্রচার।
যাই এবে প্রিয়া সহ বিশসন পুরে
রাজধানী তথা আমি করিব স্থাপন॥

( কলির প্রস্থান )

## দ্বিতীয় অঙ্ক।

---

( গোলোকপুরী )

বিরক্তি-ভাবে সরস্বতীর প্রবেশ।

সরস্বতী। ( স্বগতঃ ) না, লক্ষ্মীর অহঙ্কার আর দেখ্‌তে পারিনে "একে মনসা তাতে আবার ধুনোর গন্ধ" একে রাজার মেয়ে তাতে আবার স্বামী সোহাগ পেয়েছে, গরব আর ধরে না, ধরাকে যেন একেবারে শরাব মত জ্ঞান করে। আমি ভিখারী ভোলার মেয়ে ব'লে আমাকে আর গ্রাহ্যই করে না, দিন রাত কেবল ঠাট্টা কেবল ঠাট্টা, দেখা হ'লেই অমনি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, "কিলা সরস্বতি! তোর বাপের বাড়ী থেকে এবার কি তত্ত্ব এসেছে? স্বপত্নী ব'লে যেন আমাদের বঞ্চিত করিস্‌নে" এসব গা পোড়ান কথা কি কেউ সইতে পারে? একে স্বপত্নী, তাতে আবার বাপের বাড়ীর কথা নিয়ে বিদ্রূপ, নারায়ণকে ব'ল্লে তিনি অমনি হেসেই উড়িয়ে দেন, বলেন যে, "লক্ষ্মী ছেলে মানুষ, চঞ্চলা, ওর কথায় তুমি রাগ ক'র না"। আঃ—কি কথা গো। লক্ষ্মী ছেলে মানুষ, আর আমি হ'লেম, বুড় মানুষ, কি সান্ত্বনাই ক'রে দিলেন, ও সান্ত্বনায় যে [illegible] যন্ত্রণা বাড়ে, তা তিনি বুঝ্‌তে পারেন না। লক্ষ্মী খুব

সেয়ানা মেয়ে কিনা, তাই পতিকে বেশ বশ ক'রে রেখেছে, নারায়ণও লক্ষ্মীর মন রাখবার জন্য একদণ্ডও তার সঙ্গ ছাড়েন না। এমন কি মর্ত্তে লীলা খেলা করবার বেলাও কমলাকে সঙ্গের চেলা ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়; আমাকে একবার ডেকেও জিজ্ঞাসা করা হয় না; আমি যেন কেউ নই। নারীজাতির এ হ'তে আর কষ্টের কথা কি আছে? ইচ্ছা হয় যে, বিষ খেয়ে এ প্রাণ ত্যাগ করি, অদৃষ্ট ক্রমে সে বিষও স্বর্গে পাবার যো নাই, যে বিষটুকু সমুদ্র থেকে উঠে ছিল, তা বাবাই, পান ক'রে ব'সে আছেন বাবা আমার মনের গতি বুঝতে পেয়ে, বিষধরগুলিকেও সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে রেখেছেন। অনলে পুড়ে ম'রব ভয়ে, বাবা অনলকে ও এনে কপালে রেখে দিয়েছেন। ডুবে ম'রব ভয়ে জাহ্নবীকেও জটার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন কখনও ভাবি, সংসার ছেড়ে শ্মশানে গিয়ে বাস করি, সেখানেও বাবা দিন রাত ঘুরে বেড়ান, কাজেই সেখানেও যেতে পারিনে। আমার কষ্টের কথা কার কাছে ব'লে যে একটু স্ব'স্তি-লাভ ক'বব, তাও হবার যো নাই। মাকে গিয়ে বল্লে তিনি বলেন, "কি ক'রবে মা। সতীর পতিই সর্ব্বস্ব, পতি দেখ্‌তে না পাবলেও তুমি যেন পতির প্রতি অভক্তি ক'র না"। বাবা ত কোন কথাতেই থাকেন না সব সময়েই ধ্যানে মগ্ন, যে ভেয়েরা আছে, তাদের কাছেও কোন কথা ব'লে সুখ নাই, গনেশ ত সর্ব্বদা পুঁথি লিখ্‌-'তেই সময় পায় না, কার্ত্তিক ত যুদ্ধেই ব্যতিব্যস্ত, তার হৃদয়ে মায়া, মমতা কিছুই নাই; মামার বাড়ী গিয়ে যে এক দণ্ড দাঁড়াব, তারও সাধ্য নাই, শীতের যন্ত্রণায় সেখানে গিয়ে টিক্‌তে পারিনে। মর্ত্তে যাওয়া ত বন্ধই হ'য়ে গেছে; এখন আর সে শ্রীপঞ্চমীতে আমাকে কেউ ডাকে না; আমাকে ডাক্‌বে কি, আমাকে ডাক্‌লেই লক্ষ্মীর আর তা সহ্য হ'য়ে উঠে না, তৎক্ষণাৎই তার গৃহ হ'তে অন্তর্দ্ধান হন। আমার আর উপায় নাই,

কেবল মন আগুনে পুড়ে পুড়েই ম'রতে হবে (লক্ষ্মীকে আসিতে দেখিয়া) ঐ যে পোড়ারমুখী লক্ষ্মী আবার আমাকে জ্বালাতে আস্‌ছে, আঃ দেখনা যেন ঠ্যাকারে একেবারে আটখানা হ'য়ে ভেঙ্গে প'ড়তে প'ড়তে আস্‌ছে যাহ'ক চুপ ক'রে ব'সে থাকি, কোন কথাই কইব না।

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী (বিদ্রূপস্বরে) বলি কিলো বাণী দিদি! একলাটী চুপক'রে, মুখখানা ত'লপানা ক'রে ব'সে আছিস যে? আজ হ'য়েছে কি? বাণীর মুখে বাণীর অভাব, এ যে বড় আশ্চর্য্য ভাব দেখছি, বলি, বীণে বিনে যে, এক দণ্ড থাকিস্‌নে, সে বীণে কই? সর্ব্বদা রাগ আলাপ ক'রতে ক'রতে বুঝি বিরাগ উপস্থিত হ'য়েছে?

সরস্বতী দেখ্ কমলা। তোর অত বৃদ্ধি ভাল নয়

লক্ষ্মী। তুই মন্দই বা দেখ্‌লি কিসে?

সরস্বতী অতি বৃদ্ধি পতনের মূল তা জানিস্?

লক্ষ্মী সে বুদ্ধি আমি তোর কাছে নিতে আসি নাই তা তুই জানিস্?

সরস্বতী। একি তুই আমার সঙ্গে সেধে সেধে, দ্বন্দ্ব বাধাতে এলি যে; এক দণ্ড দ্বন্দ্ব নইলে থাকতে পারিস্‌নে বুঝি?

লক্ষ্মী হাঁ, আমি এক দণ্ড দ্বন্দ্ব নইলে থাকতে পারিনে সে কথা যথার্থই ব'লেছিস্; দ্বন্দ্ব অর্থত যুগল? তা আমি আর আমার হরি যখন সর্ব্বদাই যুগল রূপে বাস করি, তখন ত আমি দ্বন্দ্বই ভালবাসি। তা ব'লে আর তুই চোখ টাটিয়ে কি করবি? ধনবানের ধন দে'খে, দরিদ্রের তাতে হিংসা করা, কেবল মনে মনে জ্ব'লে মরাই সার হয়, ধনীর তা'তে ধন কমে না। আমি স্বামী সোহাগ পেয়েছি, আমি অহঙ্কার ক'র্ব্ব, যা খুসী তাই ক'র্ব্ব, তোর

ভাগ্যে সে সুখ নাই, তা আর তোর গর্ব্ব আস্‌বে কিসে? বলে "যন্ত্র নাই তার বাজ্‌না, পা নাই তার নাচনা"

সরস্বতী। আমি ত আর তোর মত স্বামীর সোহাগ খুজে বেড়াইনে? সতী যে হবে,সে কখনও স্বামীর সোহাগ লাভের জন্য বশীকরণ মন্ত্র শিখে বেড়ায় না; সে স্বামীর সোহাগ পা'ক আর নাই পা'ক, সুধু স্বামীকে ভক্তি ক'রেই সন্তুষ্ট থাকে দেখতে পাস্‌নে? সূর্য্য উদিত হ'লে, কমলিনী অমনি হেসে উঠে কেন? সূর্য্য কি তাকে, আকাশ থেকে নেবে এসে, সোহাগ ক'রে থাকে নাকি? কুমুদিনী ও তেমনি শশীর উদয় দেখ্‌লে, হেসে উঠে। যারা দ্বিচারিণী, তারাই কেবল স্বার্থের জন্য স্বামীর সোহাগ খুজে বেড়ায়; আর সেই স্বামীকে নিয়ে, উঠ্‌বস্‌ করে। বলি, স্বামী কি খেলনার জিনিস্‌? যে তাকে নিয়ে দিন রাত খেলা ক'র্‌তে হবে?

লক্ষ্মী। দেখ্‌ সরস্বতি! সাব্‌ধানে কথা ক'স্‌। আমি কি দ্বিচারিণী লো? যে, যা মুখে আস্‌ছে তাই বল্‌ছিস্‌। তা তোরই বা দোষ দেব কি, নীচ কুলে জন্ম গ্রহণ ক'র্‌লে তাদের মুখ হ'তে সর্ব্বদা অমনি নীচ কথাই বে'র হয় কাচের খনিতে কাচ বই কখনও পদ্মরাগ জন্মায় না। যার বাপ হ'ল ভূতের রাজা, পাগল পঞ্চানন, মা হ'ল পাহাড়ের মেয়ে; বাসস্থান আবার জনশূন্য বনের মধ্যে, সে আবার ভাল ব্যাভার জান্‌বে কি ক'রে? ছেলে বেলা হ'তে যা দেখে আস্‌ছে, যা শুনে আস্‌ছে তাই ত শিখ্‌বে? ভাগ্য-ক্রমে বৈকুণ্ঠে এসে প'ড়েছিলি, তাও ত লোকে দেখে শুনে সব শেখে, তোর ত তাও হ'লনা, তাইবা হবে কেন! "স্বভাব যায় না ম'লে, ইল্লৎ যায় না ধুলে" মূলেই দোষ তার আর হবে কি!

সরস্বতী। উচিত কথা ব'ল্লেই রাগ হয়, না? বলি তুই যে অসতী, সে কথা কি মিছে? তোর কলঙ্কের কথা, সকলেই জানে।

বলি, তোকে লোকে বীর ভোগ্যা বলে না? যেদিকে জয় দেখিস্ অম্‌নি সেই দিকেই ঢ'লে প'ড়িস্, এক জনের কাছে থাক্‌তে পারিস্‌নে বলেই তোকে সবাই চঞ্চলা বলে। ও পোড়ারমুখ নিয়ে আবার কথা কইতে লজ্জা করে না? তা লজ্জাও যে তোর মত নির্লজ্জার কাছে আস্‌তে লজ্জা পায়। আর তুই আমার বংশের নিন্দা কচ্ছিস্, ওলো. তোর সাধ্য কি যে তুই আমার বংশ মর্য্যাদা বুঝ্‌তে পারিস্ আমার পিতা যে ভূতের রাজা, সে কথা আমি অস্বীকার কচ্ছিনে; কারণ ভূত শব্দে প্রাণী, প্রাণী মাত্রেই ত আমার পিতার অধীন, সেই জন্যই তাঁকে সকলে, ভূতনাথ ব'লে ডাকে আর বল্‌ছিস্ যে তিনি পাগল, হালো! তিনি যে কিশের জন্য পাগল, তা তুই তোর নারায়ণকেই জিজ্ঞাসা করিস্। আর আমার মাতা পর্ব্বত-নন্দিনী ব'লে, তুই নিন্দা কর্‌ছিস্, কেননা পর্ব্বত কঠিন প্রস্তর, কিন্তু ভেবে দেখ্‌ দেখি, কঠিন হ'তেই কোমলের সৃষ্টি হয় কি না? বৃক্ষ কঠিন, তাই তার কুসুম গুলি অত কোমল। আবার কঠিন খর্জ্জুর বৃক্ষ হ'তেই রস ক্ষরিত হয়, সেই রসই আবার সকলে সুরস ব'লে পান করে। কঠিন পর্ব্বত-সংঘর্ষ নইলে কি সমুদ্র হ'তে সুধার উৎপত্তি হ'ত, না দেবগণ অমরত্ব লাভ ক'রতে পারত? তাই বল্‌ছি যে, আমার মাতা পর্ব্বত-নন্দিনী হ'লেও, তাঁর হৃদয় কখন পাষাণময় নয়, যদি তাই হবে, তবে জগতের সকল লোকে তাঁকে দয়াময়ী, দীন-তারিণী ব'লে ডাক্‌বে কেন? বংশ গৌরব দেখ্‌ছি তোরই বিলক্ষণ আছে তোর পিতা ত বরুণ? বলি তোর পিতা ত জলরাজ বরুণ? সেই জলে লোকে কত মল মূত্র ত্যাগ ক'র্‌ছে, মৃত, গলিত শব দেহ ও ভেসে যাচ্ছে, কাজেই সে জল আর পবিত্র হবে না? এমন পবিত্র জলের যিনি রাজা, তিনিই যখন তোর পিতা, তখন তুই যে উচ্চ বংশ-জাতা, তাতে আর সন্দেহই নাই। আমরা জন

শূন্য কৈলাসে বাস করি ব'লে নিন্দা ক'রলি, আর তোদের সেই জলের মধ্যে, লোকে লোকারণ্য, কেমন না? ধিক্ তোকে, নিজের শত শত ছিদ্র থাকতে, যে পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়ায়, তার মত আর বেহায়া কে আছে? মুখে আগুন, মুখে আগুন, এমন বেহায়া মাগীর মুখে আগুন।

গীত।

মুখে আগুন বেহায়ালো তোর,
কিসে করিস্‌লো গুমোর,
সরমের মাথা খেয়ে, কথায় বাঁধিস্ জোর॥
গুণ দেখে তোর লাজে মরি, করিস্‌নে ও গুণের জারি,
তোর যত সব কেলেঙ্কারী, জানা আছে মোর

লক্ষ্মী। ওমা! বলি যাব কোথা! ওর লজ্জা দেখে ত আর বাঁচিনে গো। কেমন জলের মত কতগুলো ফর্ ফর্ ক'রে ব'কে গেল, ভাবলে বুঝি তবেই আমার জয় হ'ল। বলি তুই যে আমায় বীর ভোগ্যা ব'লে নিন্দা কর্‌লি, বল্ দেখি আমি বীর-ভোগ্যা ব'লে নিন্দার যোগ্যা হ'লেম কিসে? বলি ওলো! হরি যে সর্ব্বভূতময় তা তুই জানিস্? হরি ভিন্ন স্থান যখন নাই, তখন সেই বীরগণের দেহেও হরি আছেন, তা যেখানে হরি সেখানেই লক্ষ্মী, বলি এতে আমার কলঙ্কের কথাটা কি হ'ল? বরং সতীত্বেরই বৃদ্ধি হ'ল, কেননা সকলে জান্তে পেলে যে, যেখানে হরি সেখানেই লক্ষ্মী আর আমার পিতা জলের নাথ ব'লে তাঁকে অপবিত্র ভেবে নিন্দা কর্‌ছিস্, কেননা সেই জলে সকলে মল মূত্রাদি পরিত্যাগ করে; হালো! জলে মল মূত্রাদি পতিত হ'লে যে, জল অপবিত্র হয়, সে কোন্ জল? যে জল কোন পাত্রে রাখা যায়, সেই জলে যদি মল মূত্রাদি পতিত হয়, তবে সেই জল অপবিত্র হয়, স্রোত জল কখনও অপবিত্র হয় না; লোকে

অপবিত্র হ'লে ববং স্রোত জলে অবগাহন ক'বে পবিত্র হয়। নিজে পবিত্র না হ'লে কি অপরকে পবিত্র কবা যায়? চন্দন সুগন্ধযুক্ত ব'লেই অন্য তরুগণও চন্দন বনে থেকে সুগন্ধযুক্ত হ'য়ে থাকে। মন্দকে ভাল করাইত মহতের কার্য্য, আমার পিতাও তেমনি মহৎ, তুই তাঁর নিন্দাবাদ ক'রে কি করবি বল্? তুই দেখ্‌ছি হিংসা বিষে একেবাবে দিশে হারা হ'য়েছিস্, শেষে দেখিস্ একেবাবে ক্ষেপে না উঠিস্।

সর আমি ক্ষেপ্‌ব না, ক্ষেপ্‌তে তুইই ক্ষেপে উঠ্‌বি মাথা গরম হ'লেই লোকে ক্ষেপে উঠে, তোবও তেমনি কথায় কথায় মাথা গবম হ'যে উঠে, আর যত ক্ষেপার সঙ্গে তোব প্রণয়, কেননা যারা সামান্য অর্থের জন্য পবমার্থ পর্য্যন্ত ভুলে যায়, তারা আর ক্ষেপা নয় ত কি? সেই সকল ক্ষেপাব গৃহেই যখন তোব অধিষ্ঠান, তখন ক্ষেপ্‌বার সম্ভব তোরই বেশী

লক্ষ্মী ওলো! আমাব সে ভয় নাই, আমি আগে থেকেই বিষ্ণু তৈল ব্যবহার করছি, তোব যে, সে তৈলেরও অভাব, তাই সে ভয় তোরই বেশী।

সর। ওলো! সে তৈলে তোবও যেমন অধিকার, আমারও তেমনি, তবে তুই যে ভাবে ব্যবহাব কবিস্, আমি সে ভাবে ব্যব-হার কবিনে, আমি আমাব পিতা বৈদ্যনাথের ব্যবস্থা মত সে তৈল ব্যবহার কবি আমি তোব মত বোকা নই যে, সেই মহামূল্য তৈল যখন তখন ব্যবহার ক'রব।

লক্ষ্মী। বোকা হই সেও ভাল তবুও তোর মত বুদ্ধিমতী হ'তে চাইনে, যারে লোকে আদর ক'র্‌লে না, যত্ন ক'র্‌লে না, তাব সে বুদ্ধি নিয়ে কি হবে? বলি চোখ্‌খাকি! চোখের মাথা খেয়েও কি দেখ্‌তে পা'স্‌নে যে, জগতে কার্ আদব বেশী? তুই যার গৃহে যা'স্, তাঁর অন্ন পর্য্যন্ত বন্ধ করিস্, আর আমি যার

গৃহে যাই, তাব অন্ন কত অন্য লোকে খেয়ে স্বায়, পর্ণ কুটীব পর্য্যন্ত আমার চরণস্পর্শে সুবম্য হর্ম্ম্য হ'য়ে উঠে; আমাব মর্ম্ম তুই কি বুঝ্‌বি

সর তোর মর্ম্ম যেন আমাকে বুঝতেও না হয়, যাব সাত-জন্মের অধর্ম্ম, সেই যেন তোব মর্ম্ম বুঝ্‌তে যায়।

লক্ষ্মী যা লো যা পোড়ার মুখি। তোব সঙ্গে কথা কইতেও ঘৃণা হয়, এমন বাঁদীর মত র'য়েছিস্ কথা কইতেও লজ্জা করে না? আমবা হ'লে এতদিন গলায দড়ি পরাতেম

সর পেঁচামুখি। তোব ও গর্ব্ব আর বেশী দিন থাক্‌বে না; খর্ব্ব হবার সময হ'য়ে এসেছে আর কি। বে কয়দিন কলি আছে, সে কয়দিন তোব ঠ্যাকাব ভাঙ্‌ছে না, কলির লক্ষ বৎসর রাজত্বকাল, তা ত পূর্ণ হ'য়ে এল, দেখ্‌বি পোড়ার মুখি। দেখ্‌বি, তুই যাব সোহাগে সোহাগিনী,সেই নারায়ণ হ'তেই তোর ও গর্ব্ব খর্ব্ব হবে; নাবায়ণ কল্কিরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে,কলিকে রাজ্য-চ্যুত ক'বে, সত্যকে আবাব রাজত্ব প্রদান ক'রবেন। সত্যযুগ এলে তখন আর কেহ তোব আদব ক'ববে না। তাই বলছিলেম "অতি বৃদ্ধি পতনের মূল" পিপীলিকার পক্ষ উঠাই তার মৃত্যুর কাবণ চন্দ্র যে দিন ষোল কলায় পূর্ণ হয়, তাব পব দিন হ'তেই আবার তার ক্ষয় হ'তে আবম্ভ হয়। যৌবন পূর্ণ হ'লেই তার দেহে জরা প্রবেশ ক'বে মৃত্যু পথে শীঘ্র শীঘ্র ল'য়ে যায়, তোবও সেই দশা হবে।

নারায়ণেব প্রবেশ

নারা। (উভয়ের প্রতি) বলি তোমরা আরম্ভ ক'বেছ কি? তোমাদের এ অহি নকুল ভাব কি আর কখনও দূর হবে না? এরূপ কলহ করা কি ভাল? যার গৃহে, এরূপ দিবারাত্র স্ত্রী-কলহ, সে গৃহস্থকে শীঘ্রই উৎসন্ন যেতে হয় তোমাদের এই সব রকম

দেখে দেখে, আমি বৈকুণ্ঠ ছেড়ে প্রায়ই মর্ত্তে গিয়ে বাস করি। ত্রিলোকের সকল লোকে গোলোকে আস্‌বার জন্য ব্যস্ত, আর আমি কি না তোমাদের যন্ত্রণায় সেই গোলোক পুরীতেও শান্তি-লাভ ক'র্‌তে পারি না। যার অদৃষ্টে শান্তি নাই, তার কোথায়ও শান্তি নাই। ছিঃ ছিঃ তোমরা একেবারে কি হ'যে উঠ্‌লে বল দেখি?

সর তুমি অমন তোমাদের তোমাদের ব'লে ব'ল না। আমি তোমার লক্ষ্মীর সঙ্গে কোন কথাই কইতে যাইনে, যাতে ওর সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত না হয়, সেই ভাবেই থাকি; কিন্তু তোমার অমন সুশীলা কমলা সুন্দরীর জ্বালায় তা থাক্‌বার যো নাই; যেখানেই যাই সেইখানেই গিয়ে, ও সেধে সেধে কোন্দল বাধায়।

লক্ষ্মী। আঃ—একেবারে গঙ্গাজল, কিছুই জানেন্ না। আমি সেধে সেধে কোন্দল বাধাতে যাই, আর উনি ভালমানুষ, কিছুই বলেন না ও, লেখাপড়া শিখেছে ব'লে, কত রকম অলঙ্কার দিয়ে তোমাকে বুঝিয়ে দেবে, আর আমি নেকা, লেখাপড়া জানিনে ব'লে, ওর মত তোমাকে বুঝাতে পারব না, কাযেই যত দোষ, তা আমারই হ'য়ে দাঁড়াবে এই ত দেখ্‌লে, তোমারই সম্মুখে আমাকে সুশীলা ব'লে ঠাট্টা ক'র্‌লে, অথচ তুমি কিছুই ব'ল্লে না।

নারা (নারদকে আসিতে দেখিয়া) আচ্ছা তোমরা এখন একটু অন্তরালে যাও, ঐ যে ভক্ত নারদ আস্‌ছে, নারদ যদি তোমাদের এ কলহের কথা জান্‌তে পায়, তাহ'লে এই ত্রিলোক ভ'রে, তোমাদের সুযশ গান ক'রে বেড়াবে তাই বল্‌ছি, তোমরা যাও, আমি এর পর তোমাদের কথা শুনব।

লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রস্থান।

নারদের প্রবেশ

নারদ। (করযোড়ে)।

শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম ধারিণে বনমালিনে
"জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ"।

নারা। এস এস নারদ! এস, বলি তোমার কুশলত?

নারদ। তা কুশল দাতা যিনি, তিনিই জানেন, মৎস্যের সংবাদ ধীবরেই জানে, জলাশয়ে তার কি জানবে?

নারা। তবে এখন কি মনে ক'রে?

নারদ। মনে আমার অনেক আছে, কিন্তু থাকলে কি হবে? একটীও ত পূর্ণ হয় না। কেবল মনে করাই সার হয়।

নারা। কেন পূর্ণ হয়না নারদ?

নারদ। সে তোমারই ইচ্ছা, তুমি ইচ্ছা কর না ব'লেই নারদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। নইলে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হ'লে, নারদের ইচ্ছা পূর্ণ হ'তে আর কতক্ষণ।

নারা। কেন নারদ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ ক'রতে কি আমার অনিচ্ছা?

নারদ। সুধু আমার কেন হরি! ভক্ত মাত্রেরই ইচ্ছা পূর্ণ ক'রতে তোমার অনিচ্ছা।

নারা। সে কি নারদ! ভক্তের বাসনা পূর্ণ ক'রতে আমার অনিচ্ছা? বরং ভক্তের বাসনা পূর্ণ ক'রবার জন্যই আমি নিতান্ত উৎসুক হ'য়ে বেড়াই। অধিক কি ব'লব, ভক্তের বাসনা পূর্ণ ক'রতে আমি পূতিগন্ধময় জঠরযন্ত্রণাও ভোগ ক'রে থাকি তুমি কি জাননা? যে—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতকারিদিগকে বিনষ্ট ক'রবার

জন্য এবং ধর্ম্মের সংস্থাপন ক'রব ব'লেই, আমি যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করি।

নারদ। হরি! আমিত এর সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবই তোমাতে দেখ্‌তে পাই, কেননা যারা ভয়ঙ্কর পাপাচারী, তোমার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনতে যাদের ঘৃণা বোধ হয়, তারাই মহাসুখে কাল-যাপন ক'র্‌ছে, আর যারা নিতান্ত সাধু, তারাই দুরবস্থার চরম সীমায় উপস্থিত হ'য়ে, তোমায় "হা মধুসূদন! হা মধুসূদন!" ব'লে, নয়নজলে, ধরাতল নিয়ত অভিষিক্ত ক'র্‌ছে। আর ধর্ম্ম সংস্থাপনের মধ্যে ত দেখ্‌তে পাই, যে, সব একাকার হ'যে, অধর্ম্মের স্রোতকে প্রবল ক'রে তুল্‌ছে।

নারা। নারদ! তুমি কোথায় এসব দেখ্‌লে বল দেখি?

নারদ। এই মর্ত্তলোকে গিয়ে, স্বচক্ষে দেখে এসেছি। কলির পাপাচারে, ধর্ম্ম পৃথিবী হ'তে একেবারে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। কেবল অরাজক ব্যভিচারাদি দ্বারা ধরা পরিপূর্ণ। বল দেখি এ হ'তে আর ধর্ম্মের দুর্গতি কি হ'তে পারে? আর সম্বলপুরে বিষ্ণুযশা ও সুমতির দুঃখ দেখ্‌লে, পাষাণ পর্য্যন্ত দ্রব না হ'য়ে থাক্‌তে পারেনা। সেই পরম বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর দুঃখের কথা আর কি ব'লব হরি! তিনটী পুত্র নিয়ে যে,তারা কি বিপদেই প'ড়েছে, তা ভাবতে হ'লেও হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যায় তারা সব অন্ন বিনা অস্থি চর্ম্ম-সার, কোন দিন উপবাসে, কোন দিন ব ফল মূল আহারে তারা কোনরূপে প্রাণধারণ ক'র্‌ছে; কিন্তু এত যে কষ্ট, এত যে মনস্তাপ, তবুও তারা হরিনাম বিস্মৃত হয় নাই। পাপ কলির প্রবল উৎপীড়নে উৎপীড়িত হ'য়েও, তোমার গোবিন্দ মূর্ত্তিটীকে পরিত্যাগ করে নাই; দিবানিশি কেবল "হা গোবিন্দ! হা গোবিন্দ!" ব'লে, সেই গোবিন্দ মূর্ত্তির নিকট রোদন ক'র্‌ছে; তবুও তোমার কৃপা-কণা তারা পেলনা? হরি হে! বল দেখি,

এহ'তে আর পরীতাপের কথা কি আছে? তোমার এসব খেলার মর্ম্ম যে কি, তা কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পাবিনে। এসব দেখ্‌লে কি আব তোমাকে ডাকৃতে সাধ হয়? বলি ডাকৃলে যদি উত্তব না পাওয়া যায়, তখন আব তাকে ডেকে ডেকে, কে কষ্ট পায় বল? রত্নেব জন্য অতল জলধিজলে ডুব দিয়ে, যদি রত্ন না পাওয়া যায়, তবে আর কি কেউ, সেই অগাধ সমুদ্র-জলে ডুব দিতে চায়? তাতেই বলছিলেম যে, ভক্তেব বাসনা পূর্ণ কবা, তোমার ইচ্ছাবিরুদ্ধ কায।

নারা (স্বগতঃ) আহা! নারদকে সকলে "কলহের সূত্র" ব'লে অপবাদ দেয় বটে, কিন্তু তারা জানেনা যে, নাবদ কোন্ সূত্রে কোন্ কর্ম্ম সমাধা কবে। শ্রীফলের শ্বাস ভক্ষণ না ক'রলে যেমন তাব কোমলতা ও মধুবতা উপলব্ধি করা যায় না, নাবদের হৃদয় ভাব হৃদয়ঙ্গম ক'রৃতে না পারলেও তেমনি নারদের সরলতা ও উচ্চতাব বিষয় বোধ করা যায না। আমাব কর্ত্তব্য পালনের প্রধান সহায়ই এক নারদ বায়ু সাহায্যে, অনল যেমন উদ্দীপিত হ'যে গৃহাদি দগ্ধ কবে, নাবদের বাক্যরূপ বায়ু যোগেও তেমনি আমি উত্তেজিত হ'য়ে পাপীরূপ গৃহাদি দগ্ধ ক'বে থাকি। কলির পাপ-ভাবে ভাবাক্রান্তা ধরিত্রী দেবীব ভাব মোচন ক'ববার জন্যই, আজ নারদের আগমন, তাই ছলক্রমে আমাব নির্দ্দযতা প্রদর্শনপূর্ব্বক, আমাকে ভূলোকে অবতীর্ণ হবার জন্য সত্বর ক'রৃছে ধন্য নাবদের মদাশয়তা। (প্রকাশ্যে) নারদ! তোমাব আগমনেব উদ্দেশ্য আমি বুঝ্‌তে পেবেছি। তোমার আসবাব পূর্ব্বে, দেবগণও ধরণীকে সঙ্গে ক'রে, আমার নিকট এসেছিলেন; আমি তাঁদের আশ্বাস প্রদান ক'রে বিদায় ক'রেছি। নারদ! আমি অদ্যই গিয়ে, বিষ্ণুযশা-পত্নী সুমতিব গর্ভে জন্ম গ্রহণ ক'রব; সুমতির গর্ভে পূর্ব্বে যে তিনটী পুত্র জন্মেছে,

তারাও আমারই অংশ। এতদিন কলির আধিপত্য কাল পূর্ণ হয়নি বলেই, আমি ধরার ভার লাঘব ক'র্‌তে পারি নাই। কিন্তু এতদিনে কলির রাজত্বকাল প্রায় পূর্ণ হ'য়ে এসেছে। আমি কল্কিরূপে ম্লেচ্ছাদি সংহার এবং কলিকে পৃথিবী হ'তে বিতাড়িত ক'রে, পুনরায় সত্য ধর্ম্মের সংস্থাপন ক'রব, এবং বিষ্ণুযশা সুমতিকেও মোক্ষপদ প্রদান ক'রে, পুনরায় বৈকুণ্ঠে আগমন ক'রব তার জন্য আর তোমাদের চিন্তা ক'র্‌তে হবে না। কেমন নারদ! এখন তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল ত?

নারদ। হে বাঞ্ছা কল্পতরু হরি! বাঞ্ছা পূর্ণ হবে ব'লেই ত আজ এই বাঞ্ছা-কল্পতরুর মূলে এসে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছি দরিদ্র ব্যক্তির মনে যেমন আশা থাকে যে, যেস্থানে ধন বিতরণ হ'চ্ছে, সেস্থানে গিয়ে, ধনলাভ ক'র্‌তে পা'রব হরি হে! আমিও তেমনি ধন হীন দরিদ্র, তাই আমারও এই আশা আছে যে, কল্পতরুর মূলে গিয়ে বাঞ্ছিত ধনলাভে কখনও বঞ্চিত হ'ব না। তবে এই আশার সঙ্গে সঙ্গে, এক নিরাশারও সঞ্চার হচ্ছে; কারণ এক ভিখারী গিয়ে,প্রতিদিন একখানে উপস্থিত হ'লে, ধন-বিতরণ-কর্ত্তা বিরক্ত হ'য়ে, হয়ত তাকে আর ধন-বিতরণ নাও ক'র্‌তে পারেন। কিন্তু হে দয়াল হরি! এ নারদ ভিখারীর অদৃষ্টে যেন সে দশা না ঘটে। যেদিন সেই দুরন্ত কাল কিঙ্কর এসে, করের জন্য এই করদ্বয় বন্ধন ক'রে, প্রবল উৎপীড়ন ক'রবে, দে'খহে কালবারি! সেদিন যেন এই নারদকে ধন অভাবে, করের দেনায়,কাতর হ'য়ে, কাল কবলে চিরকালের জন্য কবলিত হ'তে না হয়

গীত।

কাতর কিঙ্করে রেখ হে কাল-বারণ,
কি আছে সম্বল বল বিনে তব শ্রীচরণ।
যে দিন কৃতান্ত-কিঙ্করে, নিতান্ত বাঁধিবে করে,

কৃপা ক'রে ক'র সে দিন, কৃপা বিতরণ,
( ক'রনা বঞ্চনা ওহে শ্রীমধুসূদন )
তব কৃপাবলে এ দুর্ব্বলে ক'রবে কালে নিবারণ ॥

নবঘন শ্যাম অঙ্গ, অপরূপ রূপ-তরঙ্গ,
হেরে যেন পাপ-বিহঙ্গ, করে পলায়ন,
( অকূলের কূলে তুলে দিও হে নারায়ণ )
সে ঘোরে অঘোরে ভুলে যেওনা হে কালবরণ )

নারদ। তবে এখন আসি ?

নারা। এস নারদ। মর্ত্তে গিয়ে যেন তোমাদের দেখ্‌তে পাই।

নারদ। সে কথা তুমিই জান হরি।

প্রস্থান।

নারা। ( স্বগতঃ ) যাই, এখন লক্ষ্মীসহ মর্ত্তপুরে গমন করি। লক্ষ্মী পদ্মারূপে সিংহল পতি বৃহদ্রথের পত্নী কৌমুদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'র্‌বেন কেননা শক্তিহীন হ'য়ে আমি কোন কর্ম্মই ক'র্‌তে পারি না; আর আমি, সম্ভলপুরে বিষ্ণুযশা-পত্নী সুমতির গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রব বিষ্ণুযশা ও সুমতির আরাধনায়, আমি নিতান্ত তুষ্ট হ'য়েছি, তাই আমি সর্ব্বদা "গোবিন্দ"রূপে তাদের পুত্রগণকে রক্ষা ক'রে নিয়ে বেড়াই; পাছে কলি কিঙ্করে, তাদের কোন অনিষ্ট সাধন করে। আমি যে, ভক্তগণকে প্রথমতঃ এত দুঃখ দান করি, সে কেবল তাদের পরিণামে সুখের বৃদ্ধি ক'রবার জন্য। দুঃখের পর সুখ না হ'লে, সুখের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না আর প্রাণীমাত্রেই পরিণাম সুখের জন্যই কামনা ক'রে থাকে। লোকে যৌবন অবস্থায়, কত দুঃখে ধন উপার্জ্জন ক'রে সঞ্চিত রাখে যে, যখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত হবে, তখন সেই সঞ্চিত অর্থ

ব্যয় ক'রে উদর পূরণ ক'র্ব ; এও তেমনি প্রথমতঃ নানারূপ কষ্ট স্বীকার ক'রে আমাকে সাধন করে যে, যাতে, পরিণামে আমার কৃপালাভ ক'রে পরমানন্দে কালযাপন ক'র্তে পারে। যাই এখন সম্ভলপুরে গমন করি।

প্রস্থান।

# তৃতীয় অঙ্ক।

( সন্তলপুর গ্রাম—কুটীর প্রাঙ্গণ )

দীনবেশে বিষ্ণুযশার প্রবেশ।

বিষ্ণুযশা ( স্বগতঃ ) নারায়ণ, নারায়ণ। উঃ—দরিদ্রতার কি প্রবল যন্ত্রণা জগতে যত রকম বিপত্তি আছে, সে সকলের মূলই এক দরিদ্রতা। দরিদ্র হ'লে, তাকে জন-সমাজে, সর্ব্বদাই লজ্জিত ভাবে কাটাতে হয়। কেননা, দরিদ্র ব্যক্তি সর্ব্বদাই মনে করে যে, লোকে দেখ্‌লে বুঝি তাকে যাচক ব'লে ঘৃণা ক'র্‌বে তস্করে আর দরিদ্রে কিছু মাত্রই প্রভেদ নাই; তস্কর যেমন, লোকের কাছে যেতে ভীত হয়, পাছে তাকে তস্কর ব'লে কেউ জান্তে পারে, দরিদ্রের দশাও তদনুরূপ। তস্কর যেমন, কার ধন আছে, এই অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকে, দরিদ্রও তেমনি ধনীর অন্বেষণে ব্যস্ত হ'য়ে বেড়ায়। তস্কর যেমন, সকলের নিকট ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হয়, দরিদ্রও তেমনি, সকলের নিকট হ'তে ঘৃণা ও লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হয় দরিদ্রতা উপস্থিত হ'লেই লজ্জার আবির্ভাব হয়, লজ্জার উদয় হ'লেই লোকে নিস্তেজ হ'যে পড়ে, তেজহীন ব্যক্তি সর্ব্বত্রই পরিভব প্রাপ্ত হয়, পরিভব প্রাপ্ত হ'লেই দুঃখোদয়, দুঃখোদয়

হ'লেই লোকে শোকগ্রস্ত হয়, শোকগ্রস্ত হ'লেই বুদ্ধির ভ্রংস, বুদ্ধিনাশ হ'লেই ক্ষয় তার অবশ্যম্ভাবী। এই সব কারণেই পণ্ডিতেরা, দরিদ্রতাকে মহাপাতকের মধ্যে গণ্য ক'রে গিয়েছেন। দরিদ্রের মনোরথ কখনই সফল হয় না। মেঘান্তরস্থিত সৌদামিনী যেমন, ক্ষণকাল মাত্র স্ফুরিত হ'য়েই, আবার মেঘান্তরে অন্তরিত হয়; জল-বুদ্‌বুদ্ যেমন, মুহূর্ত্তের জন্য উদ্ভূত হ'য়ে, পরক্ষণেই আবার, সলিল সঙ্গে বিলীন হ'য়ে যায়, দরিদ্র ব্যক্তির মনোরথও তেমনি, হৃদয়ে উত্থিত হ'য়ে, তখনই আবার অদৃশ্য হ'য়ে পড়ে এদিকে দরিদ্রের যেমন অর্থের অভাব, তেমনি আবার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবেরও অভাব এ সংসারে যার ধন আছে, তারই বন্ধু আছে, তারই গৌরব আছে ধনবান ব্যক্তি মূর্খ হ'লেও, লোকসমাজে সে, পরম জ্ঞানী ব'লে বিখ্যাত হয়; এবং সেই, আবার সমাজের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা হ'য়ে দাঁড়ায় কিন্তু সেই ধনী যদি আবার ভাগ্যক্রমে, দরিদ্র হ'য়ে পড়ে, তখন তার সেই পূর্ব্ব আত্মীয় স্বজনগণ একে একে সকলেই প্রস্থান করে। ভাণ্ডে যত দিন মধু থাকে, ততদিন সব, দলে দলে মধুমক্ষিকাগণ এসে উপস্থিত হয়; কিন্তু, সেই ভাণ্ডস্থ মধু নিঃশেষ হ'লে, আর একটী মক্ষিকাকেও তথায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না আমি ত চির-দরিদ্র, আমার বন্ধুবান্ধব কোন দিনই নাই ভিক্ষাই আমার একমাত্র উপজীবিকা হায়! আজ হ'তে আমার সে ভিক্ষার পথও রুদ্ধ হ'ল আজ কি কুক্ষণেই যে, রজনী প্রভাতা হ'য়েছিল, তা আর ব'ল্‌তে পারিনে। অন্য দিন যাদের দ্বারে গিয়ে, ভিক্ষাপ্রাপ্ত হ'তেম, আজ আমাকে তাদের দ্বারে গিয়ে, ভিক্ষায় বঞ্চিত হ'য়ে, প্রতিনিবৃত্ত হ'তে হ'ল। আজ আমাকে, কেহই এক মুষ্টি ভিক্ষাদান ক'র্‌লে না আমি হরি-আরাধনা করি ব'লে, আজ হ'তে আর আমাকে কেউ

ভিক্ষাদান ক'র্বে না। হা হরি এই কি তোমার নামের মহিমা? আজ হ'তে যে কি উপায় হবে, তা কিছুই বুঝ্তে পার্ছিনে আমার দুগ্ধপোষ্য শিশু তিনটী, আজ হ'তে যে, কি খেয়ে প্রাণধারণ ক'র্বে, তা ভেবেই আকুল হ'য়ে প'ড়েছি। আমি এবং সুমতি, না হয় উপবাস ক'রে থাক্লেম; কিন্তু আমার প্রাণাধিক পুত্রেরা কেমন ক'রে উপবাস ক'রে কাটাবে? হায়! কেমন ক'রে এখন কুটীরে যাই, আর কোন্ মুখে গিয়ে বলি যে, আজ হ'তে আমাদের অন্ন বন্ধ হ'ল। এর চেয়ে, আমার মৃত্যুও যে সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর যে ব্যক্তি আপন স্ত্রী, পুত্র প্রতিপালন ক'র্তে অক্ষম, তার আর সে বৃথা জীবন ভার বহনে ফল কি? এমন ভার্য্যা রত্ন পেয়েও তার মর্য্যাদা রাখ্তে পা'র্লেম না একদিনের জন্যও হতভাগিনীকে সুখী ক'র্তে পা'র্লেম না বিধাতা কেন এমন সতী রত্নকে, এই ভিখারী, কুলাঙ্গার, বিষ্ণুযশার করে প্রদান ক'রেছিলেন? আহা! সুমতি যদি আমার পত্নী না হ'ত, তা হ'লে আজ সাধ্বীর এত কষ্ট হ'ত না আমার ন্যায় পাপীর সংস্পর্শে থেকেই, সুমতি এই দরিদ্রতার দারুণ যন্ত্রণা সহ্য ক'র্ছে কিন্তু আমি যে দরিদ্র, তথাপি সুমতি অন্য নারীর মত আমাকে, একদিনের জন্যও কোনরূপ অশ্রদ্ধা করে না। হায়! আজ কোন্ প্রাণে গিয়ে, সেই পতিপ্রাণা সুমতি সতীর কোমল প্রাণে বেদনা দিয়ে, অভাগিনীকে দগ্ধ ক'র্ব। যে সন্তানের মুখ একটু মলিন দেখ্লে, মায়ের হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যায়; সেই সন্তানগণ এসে যখন, ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে, মা মা ব'লে রোদন ক'রবে, তখন সেই মায়ের প্রাণ কিরূপে তা সহ্য ক'র্বে? (করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে) হরি দীনবন্ধু! দীননাথ! আজ আমাদের উপায় কি হবে? আমার শিশু সন্তানগণ যে, অনাহারে প্রাণ-ত্যাগ ক'রবে, তা তুমি সহ্য ক'র্বে ত? কৃপাসিন্ধো! এ দুর্ভাগ্যের

প্রতি কি, তুমি কৃপাদৃষ্টি ক'রবে না? বিপদবারণ। কাম্যবনে দুর্ব্বাসা যখন, ষষ্ঠী সহস্র শিষ্যগণসহ, নিশীথ সময়ে, পাণ্ডব সমীপে অতিথিরূপে গমন করেছিলেন, তখন সেই পাণ্ডব-গৃহে, একটী তণ্ডুলকণাও ছিল না, কিন্তু তুমিই ত সেই ব্রহ্মকোপ হ'তে, পাণ্ডব গণকে রক্ষা ক'রে, দয়াময় নামের পরিচয় দিয়েছিলে। যদি বল—যে, পাণ্ডবগণের ন্যায় আমার সাধন বল নাই; কিন্তু হরি! আমার সাধন বল নাই থাকুক, তোমার একটী নাম ত পতিত পাবন? সেই নামের গুণে কি, এই পতিতগণকে রক্ষা ক'রবে না?

বিষণ্ণ বদনে স্থিতি।

সুমতির প্রবেশ।

সুমতি। (বিষ্ণুযশাকে না দেখিয়া স্বগতঃ) কৈ? এত বেলা হ'য়ে গেল, কান্ত ত এখনও ভিক্ষা হতে প্রত্যাগত হ'লেন না! (দেখিয়া) একি কান্ত যে আমার, একান্ত বিষণ্ণ বদনে, প্রাঙ্গণ মধ্যে দাঁড়িয়ে র'য়েছেন। অন্যদিন ভিক্ষা হ'তে এসেই, আগে ভিক্ষা-দ্রব্য আমাকে অর্পণ ক'রে শ্রান্তিদূর করেন, কিন্তু আজ তার বিপরীত ভাব দর্শন ক'রছি কেন? তবে কি কোনও বিপদ উপস্থিত হ'য়েছে নাকি? আমাদের ত চারিদিকেই শত্রু; আমরা গোপনে, গোবিন্দজীর পূজা করি ব'লে, কলির গুপ্তচর, সর্ব্বদাই গুপ্তভাবে, তার অনুসন্ধান ক'রছে। তবে কি প্রাণনাথ আমার, তাদের নিকটে কোনও রূপ অপমানিত হ'য়েছেন, না ভিক্ষায় আজ অধিক দূরে গমন ক'রেছিলেন ব'লে, নিতান্ত ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছেন? "আমি দেখ্‌লে পাছে, পুনরায় ভিক্ষায় যেতে নিষেধ করি" এই জন্যই হয়ত নাথ, এখানে দাঁড়িয়ে শ্রান্তি দূর ক'রছেন। হায়! আমাদের এই পাপ উদর পূরণ ক'রবার জন্য, প্রাণকান্ত আমার যে, কত কষ্টই সহ্য ক'রছেন, তা আর

ব'লতে পারিনে (প্রকাশ্যে) প্রাণবল্লভ. কেন আজ এমন বিষণ্ণ বদনে দাঁড়িয়ে র'য়েছেন?

বিষ্ণুযশা। (স্বগতঃ) হায়! হায়! এখন কি উত্তর দিই

সুমতি নাথ! দাসীর কথার উত্তর দিচ্ছেন না কেন? আপনার ভাব দেখে যে, আমি স্থির থাকতে পারছিনে, শীঘ্র বলুন কি হ'য়েছে

বিষ্ণুযশা (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সুমতি! আজ সর্ব্বনাশ হ'য়েছে

সুমতি। কেন কান্ত! আজ এমন কথা ব'লছেন? শীঘ্র সমস্ত প্রকাশ ক'রে বলুন

বিষ্ণুযশা। প্রিয়ে! আর কি ব'লব? আজ, একটী তণ্ডুল-কণাও পেলেম না। আজ হ'তে আমাদের ভিক্ষা বন্ধ হ'ল। আমরা হরির নাম করি ব'লে, কলির আদেশে, আমাদের আর কেহই ভিক্ষা দেবে না। কোন্ মুখে একথা তোমার কাছে ব'লব, এই জন্য কুটীরে না গিয়ে, এখানে দাঁড়িয়ে র'য়েছি। প্রিয়ে! যদি ভিক্ষাতেই বঞ্চিত হ'লেম; যদি তোমাদের জন্যে অন্নের সংস্থান ক'রতেই না পারলেম, তবে আর এ বৃথা দেহ ধারণে ফল কি? তুমি, আমি, না হয় উপবাস ক'রলেম, কিন্তু আমার কবি, প্রাজ্ঞ, সুমন্ত এরা সব কেমন ক'রে উপবাস ক'রবে? তারা নিশ্চয়ই ক্ষুধার জ্বালা সহ্য ক'রতে না পেরে, প্রাণত্যাগ ক'রবে প্রিয়ে! সেই প্রবল পুত্রশোকানলে দগ্ধ হবার চেয়ে, পূর্ব্বেই এ দগ্ধ জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে, দারুণ যন্ত্রণার কর হ'তে নিষ্কৃতি লাভ করি

সুমতি। (করযোড়ে) প্রাণবল্লভ! আপনি পরম জ্ঞানী হ'য়ে, আজ কেন এমন অজ্ঞানের ন্যায় কথা ব'লছেন? নাথ! এ দাসী ত, আপনার নিকটেই শুনেছে যে, জীবসকল ভাগ্যের

অধীন। জীবগণ আপন ইচ্ছামত, কোন কর্ম্মই ক'র্‌তে পারে না। সেই বিধাতা, যার অদৃষ্টে যা লিখে রেখেছেন, তা'কে সেই ফলভোগ ক'র্‌তেই হবে। প্রাণকান্ত! যদি আমাদের অদৃষ্টে আজ হ'তে উপবাসই লেখা থাকে, তা'হ'লে, কে তা' খণ্ডন ক'র্‌বে বলুন? অতএব আপনি আত্মহত্যা ক'রে, কেন সেই মহাপাপে লিপ্ত হ'য়ে, নিরয়গামী হ'তে সঙ্কল্প ক'রেছেন? হরির কি এই ইচ্ছা যে, তার ভক্ত শিশুগণ অনাহারে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বে? না হয়, আমরা মহাপাপী ব'লে, তাঁর কৃপালাভে বঞ্চিত হ'তে পারি, কিন্তু নাথ! আমার দুধের বালকগণকে, তিনি কি ব'লে বঞ্চনা ক'রবেন? তারা যে, নিয়ত তাঁর নাম-গুণ গান ক'রে, নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে। যদি বলেন যে, এই মহাপাপী সুমতির গর্ভে জন্মধারণ ক'রেছে ব'লে, তারাও মহাপাপী। তাই যদি হবে, হা নাথ! তবে কণ্টকপূর্ণ মৃণালজাত কমল অত কোমল হবে কেন? তাই বল্‌ছি নাথ! কবি, প্রাজ্ঞ, সুমন্তর জন্য কোন চিন্তা ক'রবেন না। ভক্তবৎসল হরিই, আমার কাঙ্গাল বালকের প্রতি দয়া ক'রবেন। শুনেছি তাঁর বালকের প্রতি বড় দয়া; বন মধ্যে নিরাশ্রয় বালক ধ্রুবকে, তিনিই রক্ষা ক'রেছিলেন। প্রহ্লাদ ও গয়াসুরকেও তিনি সকল বিপদ হ'তে উদ্ধার ক'রেছিলেন। আমার শিশুগণের প্রতি কি তিনি, মুখ তুলে চাবেন্ না? তিনি যখন জীবন দিয়েছেন, তখন আহারও তিনিই দিবেন। যিনি গর্ভ মধ্যে দশমাস, শিশুগণকে রক্ষা ক'রে থাকেন, এখনও আবার তিনিই রক্ষা ক'রবেন। তাই বল্‌ছি নাথ! দীনবন্ধুই আমাদের দুঃখ দূর ক'রবেন। (পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক) দাসী আপনার পদধারণ ক'রে, মিনতি ক'রে ব'ল্‌ছে, নাথ! আপনি প্রাণত্যাগ-বাসনা পরিত্যাগ করুন। দাসীর কথা রাখুন, অভাগিনীর সর্ব্বনাশ ক'র্‌বেন না।

গীত।

ধ'রি পদে, র'থ পদে এই মিনতি,
জীবনের বিসর্জ্জনে, ক'রনা ক'রনা মতি।
আমি অজ্ঞান-রমণী, তুমি জ্ঞানি শিরোমণি,
তবে কেন বল শুনি, ঘটিল আজ এ কুমতি।
রাখ্‌লেন্‌ যিনি গহন বনে, সুনীতির ধ্রুব-ধনে,
সুমতির এই পুত্রগণে, ক'রবেন কৃপা সেই শ্রীপতি॥
আছেন হরি কৃপাসিন্ধু, তিনি কাঙ্গালের বন্ধু,
করিবেন দান কৃপাবিন্দু, কাঙ্গাল সন্তান প্রতি

বিষ্ণুযশা। প্রিয়ে! হরি যে, কাঙ্গালের বন্ধু, তা জানি; কিন্তু প্রিয়ে! এই হতভাগ্যের ভাগ্য যে, নিতান্ত মন্দ, সেই জন্যই সন্দেহ হয় যে,এই পাপীর পুত্র ব'লে,যদি তাদের প্রতি, হরি কৃপা দান না করেন; কিন্তু আবার, তোমার কথায় এখন আমার সাহস হ'চ্ছে, কেননা,তুমি সাধ্বী,পতিব্রতা আমার পুণ্যবল্‌ না থাক্‌লেও, তোমার পুণ্যবল ত আছে? সেই বলে যদি, সেই দুর্ব্বলের বল হরি, এই দুর্ব্বল দরিদ্র-তনয়গণের প্রতি কৃপাবান হন, কেননা পিতামাতার সুকৃতির ফল সন্তানেও প্রাপ্ত হ'যে থাকে; পিতা পাপী হ'লেও, মাতা যদি পুণ্যবতী হয়,তাহ'লে, সেই মাতৃ পুণ্যফলে, সন্তানেও নিরাপদে কালযাপন ক'রে, হরির কৃপাভাজন হ'তে পারে। তার প্রমাণ দেখ, প্রহ্লাদ, কৃষ্ণদ্বেষী মহাপাপী দানব-তনয় হ'য়েও, সাধ্বী জননীর গর্ভজাত ব'লেই, নানা বিপদ হ'তে, ত্রাণ পেয়ে, শেষে সেই শ্রীহরির পরমপদ প্রাপ্ত হ'য়েছিল? উত্তানপাদ-পুত্র ধ্রুবও, সেই পুণ্যবতী জননীর জন্যই, পদ্মপলাশ-লোচন হরিকে লাভ ক'রেছিল। সুমতি! আমি প্রাণত্যাগের বাসনা পরিত্যাগ ক'র্‌লেম, দেখি ভগবান কি করেন। সুমতি!

তোমার তুল্যগুণবতী সতী রত্ন পেয়েও, তার যত্ন ক'র্‌তে পার্‌লেমনা কেবল এই পশু পদ দলিত ক'র্‌বার জন্যই কি, বিধাতা তোমার ন্যায় এমন সুবর্ণ-লতিকাকে, আমার করে নিক্ষেপ ক'রেছিলেন আমাতে আর পশুতে প্রভেদ কি? পশুগণ সর্ব্বদা আহার অন্বেষণে ব্যস্ত, আমিও তাই; পশুগণের ধর্ম্মচিন্তা নাই, আমারও সে চিন্তা নাই, পশুগণ লোকের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হ'লে, তাড়িত হ'য়ে প্রস্থান করে, আমিও ভিক্ষার্থে কাহারও দ্বারে গেলে, তাড়িত হ'য়ে, সে স্থান হ'তে প্রস্থান করি; পশুগণ, আপন স্ত্রীর মর্য্যাদা রাখ্‌তে জানে না, আমিও তদ্রূপ, পশুগণ যেমন শোণিত-পিপাসু, আমিও তেমনি লোকের বহু ক্লেশ লব্ধ অঙ্গের শোণিত-তুল্য অর্থের আশায়, ব্যাকুল থাকি ররং তারা এক বিষয়ে, আমা হ'তেও শ্রেষ্ঠ, তারা প্রাণ দিয়েও, আপন শাবকদিগকে রক্ষা করে; আমি তাতেও অক্ষম, অতএব আমি পশু হ'তেও অধম।

সুমতি। প্রভো! কেন আপনি আত্ম নিন্দা ক'রে, এই অভাগিনীকে কষ্ট দিচ্ছেন? আপনি কি জানেন না যে, পতি-নিন্দা শ্রবণ করা রমণীজাতির মহাপাপ; পতি নিন্দা শ্রবণ ক'রে, ভগবতী প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'রেছিলেন। আপনি সদাকালই, কেবল আমাকে বলেন যে, "আমি যদি আপনার পরিণীতা না হ'তেম, তাহ'লে, আমি পরমসুখে থা'ক্‌তে পা'র্‌তেম", আ'র সকল সময়েই মনে ভা'বেন যে, আমি বুঝি মহা কষ্টেই কালযাপন ক'র্‌ছি। কিন্তু নাথ! আমার অন্য কোন কষ্ট না থা'ক্‌লেও, কেবল আপনার ঐ সকল কথাতেই, আমি নিদারুণ কষ্ট অনুভব করি। আমি নিতান্ত মন্দভাগিনী না হ'লে, এ সব কথা আমাকে শুন্‌তে হ'ত না। প্রভো! আমার জন্মান্তরের বহু তপস্যা বলেই, আপনার ন্যায় পরম ধার্ম্মিক পতি লাভ

ক'বেছি। আমি এই পর্ণকুটীবে বাস ক'রে, যে সুখ শান্তি ভোগ ক'রছি, এর শতাংশের একাংশও কোন রাজমহিষী লাভ ক'রতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ আপনি নিজেকে দরিদ্র মনে ক'রে, দুঃখ ভোগ করেন বটে,—কিন্তু স্বামিন্. আমি আপনাকে তার বিপরীত মনে ক'রে, বরং সুখই অনুভব করি। দরিদ্র কে? যার ধনের অভাব, সেই ত? হা নাথ। বলুন দেখি, আপনার কি ধনের অভাব আছে? সামান্য ধন নাই থাকুক, আপনার যে, সাধন ধন আছে, এমন অমূল্য ধন যে, অন্য কোনও রাজ ভাণ্ডারে নাই অন্য ধনে, কেবল ইহকালের ভোগ সাধন হয়, আর আপনার যে ধন আছে, সে ধন যে, ইহকাল পরকাল উভয় কালেই ভোগ করা যায় অন্য ধন ব্যয়ে নিঃশেষ হয়, কিন্তু,—এ সাধন ধন চিরদিনই অক্ষয় থাকে। অন্য ধনে,—লোকে গর্ব্বিত হয়, আর এ ধন যার কাছে থাকে, তার কাছে গর্ব্বও খর্ব্ব হ'য়ে যায় অন্য ধন,—দস্যু তস্করে অপহরণ ক'রতে পারে, কিন্তু এ ধন,—কেউ অপহরণ ক'রতে পারে না নাথ! এমন ধন থা'কতে, আপনি নিজেকে দরিদ্র মনে করেন? এ ধন থা'কতে তার আবার ধনের ভাবনা?

গীত।

ভাবনা বলনা নাথহে তার কিসে,
আছে যার সে ধনের সাধন, বাঁধন মোচন হ'তে শেষে।
ইহ পরকালের সে ধন, তস্করে করে না হরণ,
সম্বল থাকিতে এমন, ধনের তরে ভাবে কি—সে
যে ধনে সাধনের তরে, ভ্রমে যোগী বনান্তরে,
অন্তরের স্তরে স্তরে, তোষে যে ধন আশুতোষে

বিষ্ণুযশা। সুমতি! তুমি সাক্ষাৎ পতিব্রতা সতী কেবল তোমার সতীত্ব বলেই, এখনও আমরা পাপ কলি কর্ত্তৃক আক্রান্ত

হই নাই। এতক্ষণে বুঝ্‌লেম, এতক্ষণে আমার ভ্রম দূর হ'ল; তোমার তুল্য লক্ষ্মী, যার গৃহের গৃহিণী, তাকে আর সামান্য উদর-চিন্তায় চিন্তিত হ'তে হয় না প্রিয়ে তোমার কথায় আমার চৈতন্যোদয় হ'ল; ধন্য তোমার বিশ্বাসকে, ধন্য তোমার হরি ভক্তিকে। তোমায় পত্নীরূপে লাভ ক'রে আমিও ধন্য, এবং আজ হ'তে মনেও আমার এক প্রবল সাহস হ'ল যে, শেষের দিন, সেই অকূল ভব-সাগর পার হ'তে,আর কাতর হ'তে হবে না। কেননা, সতীর কাছে, শমন পর্য্যন্ত পরাস্ত হ'য়েছেন; সাবিত্রী হ'তে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে সাবিত্রী সতী, আপন মৃত পতি সত্যবানকে,—মৃত্যুপতি কাল-কর হ'তে উদ্ধার পূর্ব্বক, তাঁকে পুন-জীবিত ক'রে, জগতে চিরকালের জন্য, অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন ক'রে গিয়েছেন। অদ্যাপি রমণীগণ পতির মঙ্গলার্থে, সাবিত্রী-ব্রত পালন ক'রে থাকেন। পত্নী হ'তে যে, পতির উদ্ধার,—তার অনেক উদাহরণ আছে। আবার পাণ্ডব মহিষী পাঞ্চালীর জন্য, পাণ্ডবেরা,—দুর্ব্বাসার ব্রহ্ম কোপ হ'তে রক্ষা পান তাই বল্‌ছিলেম প্রিয়ে! তোমার মত পত্নী থা'ক্‌তে, আমার আর কোনও চিন্তা নাই

সুমতি। নাথ আমি দাসী মাত্র, আমাকে আপনি কেন ওরূপ অযথা প্রশংসা ক'র্‌ছেন? পতি বই রমণীজাতির আর কি ধন আছে? রমণীর ইহকাল পরকালের সম্বল এক পতি। স্বামী-পদ সেবাই নারীজাতির প্রধান ধর্ম্ম। স্বামীর দুঃখ দূর করাই নারীজাতির একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু নাথ! আমি যে, আপনার কোন দুঃখই দূর ক'র্‌তে পা'রলেম না আপনার ন্যায় এমন পতিলাভ ক'রে, আমি যে, একদিনের জন্যও আপনার চরণ সেবা ক'র্‌তে পা'রলেম না। এমন পতি পেয়ে, যে রমণী সেবা ক'র্‌তে না পা'রল, হা নাথ! বলুন দেখি, তার গতি কি হবে?

দৌড়িতে দৌড়িতে "সুমন্তর" প্রবেশ।

সুমন্ত। (সুমতির প্রতি) মা! মা! বড় খিদে পেয়েছে, তাই তোকে, রান্না ঘরে খুজ্‌তে গেলেম, গিয়ে দেখি যে, তুই সেখানে নাই, রান্নাও চড়াস্‌নি এত বেলা হ'য়ে গেছে, তবুও আজ্‌ রাঁধ্‌তে যাস্‌নি কেন মা? আজ্‌ দাদাদের সঙ্গে বড্ড খে'লেছি, তাই মা বড্ড খিদে পেয়েছে এই দেখ্‌না মা! পেট্‌টা পিঠের সঙ্গে জুড়ে গেছে (পেট প্রদর্শন) আজ্‌ আবার, সকাল বেলায়ও কিছু খে'তে দিস্‌ নাই। চল্‌ এখন, পান্তা ভাত দিবি—চল্‌। আমি এখন খাই, শেষে যখন আবার রান্না ক'র্‌বি, দাদারা তখন—তাই খাবে; তারা এখনও বাড়ী আসেনি, তাদের এখনও খিদে পায়নি, আমায় আগে খেতে দিবি চল্‌

(বসনাকর্ষণ)

সুমতি। (সুমন্তর প্রতি) বাবা আমার। পান্তা খে'লে, তোমার অসুখ করে ব'লে, আজ আর—পান্তা ভাত রাখিনি।

সুমন্ত। তবে এতক্ষণ রান্না চড়াস্‌নি কেন? এত বেলা কি, মা। না খেয়ে থাকা যায়?

সুমতি। তোমার দাদারাও ত—এতক্ষণ না খে'য়ে আছে; এই দেখ, আমরা এখনও কিছুমাত্র খাইনি।

সুমন্ত। দাদারা আর তোমরা যেন বড় হ'য়েছ, তাই তোমরা খিদে সইতে পার; আমার মত যদি ছোট হ'তে, তাহ'লে দেখ্‌তেম, কেমন ক'রে, এত বেলা কিছু—না খেয়ে থা'ক্‌তে পার।

সুমতি তোমার পৈতে হ'লে, কি ক'র্‌বে বাপ? তখন ত আর সকাল্‌ সকাল্‌ ক'রে খে'তে পাবে না। তখন সন্ধ্যা পূজা না ক'রে যে, জলবিন্দুও পান ক'র্‌তে পা'র্‌বে না বাবা!

সুমন্ত। সে পৈতা যখন হবে, তখন না হয় না খেয়ে থাক্‌ব, এখন ত আর পৈতে হয় নাই।

সুমতি — এখন থেকে, না শিখ্‌লে,সে সময়ে থা'ক্‌তে পার্‌বে কেন বাপ ?

সুমন্ত তা—মা ! কাল্‌ থেকে শিখ্‌ব, আজ আমার বড় খিদে পেয়েছে, আজ আর কিছুতেই থা'ক্‌তে পার্‌ব না। তুই চল্‌, আমাকে ভাত দিবি চল্‌; আজ দেখ্‌বি, কত বেশী ভাত খেতে পার্‌ব

সুমতি (স্বগতঃ) হায়! এখন কেমন ক'রে, সুমন্তকে আমার ভুলায়ে রাখি! সুমন্ত যে, আমার নিতান্ত শিশু এমন শিশু কি, কখন ক্ষুধা সহ্য ক'র্‌তে পারে ? আহা! এই জন্যই নাথ আমার, জীবনত্যাগ ক'র্‌তে চেয়েছিলেন। উঃ—মা হ'য়ে, কি ছেলের এমন কষ্ট সহ্য করা যায় ? এখন, কি উপায় করি! সেই নিরুপায়ের উপায় দয়াময় জগন্নাথ কি, এর কোন উপায় ক'র্‌বেন্‌না ? (করপুটে উদ্দেশে) দয়াল হরি! দীনের দুঃখ দে'খে কি, তোমার দয়া হ'চ্ছে না ? বিপদবারণ! আমার দুধের বালক সুমন্তকে ল'য়ে বড় বিপদে প'ড়েছি, তাই তোমাকে ব্যাকুল হ'য়ে, আজ "বিপদ বারণ মধুসূদন" ব'লে ডাক্‌ছি, এ বিপদ হ'তে কি, ত্রাণ ক'র্‌বে না ? শুনেছি, তুমি বিপন্নকে বিপদার্ণব হ'তে উদ্ধার কর ব'লে, তোমাকে সকলে বিপদ কাণ্ডারী ব'লে ডা'কে, তবে আমাদের কি এই বিষম বিপদ সাগর হ'তে উদ্ধার ক'রবে না ? না ক'র্‌লে যে, তোমায় আর কেহ বিপদ-কাণ্ডারী ব'লে ডাক্‌বে না। আমাদের হ'তে শেষে কি তোমার নামের গুণও বিনষ্ট হবে ?

সুমন্ত কৈ—মা! তুই চুপ্‌ ক'রে রইলি কেন ? আমায় আজ খে'তে দিবিনে ? আমি ত আজ কোনও দুষ্টম করিনি মা! তবে কেন আমায় খেতে দিবিনে ? আমার যে, বড় খিদে পেয়েছে, আর দাঁড়াতে পার্‌ছিনে মাথা ঘুর্‌ছে, গাঁ বমি বমি ক'র্‌ছে।

বিষ্ণুযশ (স্বগতঃ) না, আর পা'বলেম না, আর সহ্য কব্‌তে পা'বলেম না। যার প্রাণে, বিন্দুমাত্র স্নেহ মমতা আছে,—সে কখনই এ দৃশ্য দেখে, সহ্য ক'র্‌তে পারে না। আমি নিতান্ত নিষ্ঠুব পাযাণ—তাই এ নিদারুণ মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা এতক্ষণ সহ্য ক'বে র'য়েছি; তা নইলে হৃদয় তন্ত্রী এতক্ষণ শতধা ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে যেত (উদ্দেশে) বজ্রধর ইন্দ্র! তোমার বজ্র কোথায়? নিয়ে এস, তোমার বজ্র হ'তেও কঠিন বজ্র, এই বিষ্ণুযশার নিকটে আছে। দেখ্‌বে, এ বজ্রের নিকট তোমার ও বজ্র নিশ্চয়ই পরাস্ত হবে

সুমন্ত্র। ম। মা। বড় খিদে, বড় খিদে পেট জ্ব'লে গেল, খে'তে দে, নইলে প্রাণ যায়।

গীত।

খিদেব জ্বালায় জ্ব'লে যে মরি,
খে তে দে—মা পা য়ে ধ রি (পদধারণ
দাঁড়াতে না পাবি আব,
কাঁপে অঙ্গ থব থর,
চ'—খে যে সব আঁধাব হেরি
বসি এই ভূমিতলে, (উপবেশন)
খাবাব দেমা মুখে তুলে,
এ কি হ'—ল বসিতে নারি
শুলেম্ মাগো শুলেম্ ধুলায়, (শয়ন)
প্রাণ গেল গো খিদের জ্বালায়,
খে—তে না—দিস্, দে গলায় ছুরী।
াগো, খাবার সাধ্ মিটেছে আমাব,
াখন, কাণের কাছে ব'সে একবাব,
ব—দন ভ'—রে বল্ হরি হরি

সুমন্ত্র —হরি—ব—ল্, হরি—ব—ল্।

(অচেতন)

সুমতি। (বিচলিত ভাবে ও সরোদনে) নাথ! নাথ! কি হ'ল, কি হ'ল, সুমন্ত্র বুঝি—আমাদের ছেড়ে গেল। (সুমন্ত্রকে কোলে লইয়া উপবেশন) সুমন্ত্ররে. বাপ্ আমার! কৈ—কথা কইতে কইতে যে, চুপ্ ক'র্লি বাপ? ওরে! আর একবার অম্নি ক'রে, চাঁদ-মুখে মধুর হরিবোল বল্। তোর মুখে, হরিনাম বড় মিষ্টি লাগে কৈ? বাপ সুমন্ত্র! মায়ের কথা শুন্‌ছনা যে? আমি তোর ক্ষুধার সময়ে, খে'তে দিনাই ব'লে কি, আমার উপর রাগ হ'য়েছে? তাই বুঝি আর উত্তর দিবিনে? হারে! জীবন-ধন মায়ের কথায় কি রাগ ক'র্তে হয়? সুমন্ত্ররে! একবার কথা ক, একবার চোক্ মেলে আমার দিকে চেয়ে দেখ্, দেখ্ তোর দুঃখিনী মা, আজ্ কি ভাবে রোদন ক'র্‌ছে না—তুই আর চাই-বিনে! বুঝ্লেম তুই আর আমার সুমন্ত্র নাই ওরে! আমার হৃদয় পিঞ্জর থেকে, সুমন্ত্র পাখীটীকে আজ্ কে হরণ ক'রে নিলেরে? আমি যে, বড় যত্ন ক'রে, পাখীটীকে হরিনাম-বুলি শিখিয়েছিলেম, আমি যে, সেই হরিনাম-বুলি শুনে, সকল দুঃখ কষ্ট দূর কবে-ছিলেম, আমার সেই মধুর বুলি বোলা পাখীটীকে আজ্ এ পিঞ্জর ভেঙ্গে, কে নিয়ে পালাল রে? আর পাব না, পাখীকে আর পিঞ্জরে দেখ্‌তে পাব না! আর সে, মধুর বুলি শুন্‌তে পাবনা? হা গোবিন্দ তোমার মনে কি এই ছিল? (রোদন)

বিষ্ণুযশা। (সরোদনে) সুমতি সুমতি! এই জন্যই বুঝি, এই অপূর্ব্ব সুখের দৃশ্য দেখাবার জন্যই বুঝি, আমাকে প্রাণত্যাগ ক'র্‌তে নিষেধ ক'রেছিলে? সুমন্ত্রর শোক ভার, একাকিনী বহন ক'র্‌তে পারবেনা ব'লেই বুঝি, আমার সেই সুখের মৃত্যু-পথ হ'তে, আমাকে—নিবারিত ক'রেছিলে? হা গোবিন্দ! বিষম কলি-

নিগ্রহ সহ্য ক'রেও, তোমার গোবিন্দ-মূর্ত্তিকে গৃহে রেখে, পূজা ক'রেছিলেম ব'লেই বুঝি, তার প্রতিফল আজ্ এই হাতে হাতেই প্রাপ্ত হ'লেম। উঃ—পুত্র-শোক শেল কি বিষম যন্ত্রণা দায়ক। সংসার, তুই এত ভীষণ। কাল, তুই এত কঠিন। কলি। তোর প্রতাপ এত দিনে বুঝ্‌তে পা'রলেম হা নির্দ্দয় দরিদ্রতা। তোর অসাধ্য কিছুই নাই। তুই সমুদ্রকে নিঃশেষ ক'র্‌তে পারিস্, তুই স্বর্গকে নরক,এবং নন্দন কাননকে মরুভূমিতে পরিণত ক'র্‌তে পারিস, তুই যার গৃহে প্রবেশ করিস্, তাকে সবংশে ধ্বংস না ক'রে ক্ষান্ত হ'স্ না তুই ঐ সর্ব্বসংহারিণী ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ ক'রে কি, এই—বিষ্ণুযশার সর্ব্বনাশ সাধন ক'র্‌তে আগমন ক'রেছিলি। পিশাচি. তোরে ধিক্ (সুমন্তর প্রতি) সুমন্তরে। বাপ। ছেড়ে গেলি? বৃদ্ধ পিতামাতাকে ছেড়ে গেলি? তা যাওয়াইত উচিত,যে পিতামাতার কাছে সামান্য অন্নের জন্য লালায়িত হ'তে হয়, সে পিতামাতার কাছে না থাকাই উচিত। সুমন্ত! তুই নন্দন-পারিজাত, এই ভীষণ শুষ্ক বালুকাপূর্ণ মরুভূমি তোর বাসস্থানের উপযুক্ত নয় তুই চন্দন লতিকা,—বিষম বিষবৃক্ষে তোর শোভা হবে কেন? তুই য, এ দরিদ্র কুটীরে তোর ক্ষুদ্র উদর পূরণের দুটী অন্ন মিলুল না, এখন সেই শান্তিধামে গিয়ে, প্রাণ ভ'রে শান্তি-সুধা পান ক'রে, চিরদিনের জন্য শান্তিলাভ কর্‌গে। ভয় কি বাপ। তোর সেখানে একা থা'ক্‌তে হবে না; ক্রমে তোর দাদারাও যাবে, সকলিই যাবে, থাক্‌ব কেবল আমি, এ শূন্য কুটীর প্রহরার জন্য কেবল আমিই থাকব। আমি ভিন্ন এ দাবানল সহ্য ক'র্‌তে আর কেউ পারবে না। দাবানলে বন দগ্ধ হ'লে, কেবল এক প্রস্তরপূর্ণ পর্ব্বতই থাকে, সে তাতে দগ্ধ হয় না। আমার হৃদয়ও প্রস্তর নির্ম্মিত,—তাই আমিই অবশিষ্ট থাকব বসন্তের পূর্ব্বে যেমন বৃক্ষ—পত্র-বিহীন হ'য়ে

ঊর্দ্ধমুখে, সূর্য্যতাপ সহ্য করে, আমিও তেমনি পরিবার-পত্র বিহীন হ'য়ে, শোক সূর্য্যের প্রবল তাপে পরিতপ্ত হব; তবে বৃক্ষের পক্ষে, সে তাপ ভোগ চিরস্থায়ী হয় না, বসন্তাগমেই সে আবার নবপল্লবে সুসজ্জিত হ'য়ে উঠে কিন্তু, আমার পক্ষে আর বসন্তাগম নাই, কাজেই আমার তাপ, চিরদিনই একভাবে থাক্‌বে। এরূপ না হ'লে আর—পাপীর প্রায়শ্চিত্ত কি?

(সুমন্তর নিকট উপবেশন)

সুমতি বাপ সুমন্তরে! তোর মনে যদি এই ছিল, তবে কেন দুদিনের জন্য এসে, হতভাগিনীকে মা মা ব'লে ডেকে, দারুণ শোক-শেল বিদ্ধ ক'রে গেলি? জীবনধনরে! আজ তুই ক্ষুধার জ্বালা সহ্য ক'র্‌তে না পে'রে, প্রাণত্যাগ ক'র্‌লি; এ কষ্ট যে আমার যাবজ্জীবনের জন্য র'য়ে গেল আমি মা হ'য়ে, আজ তোর মরণকালে তোর চাঁদমুখে এক বিন্দু জল দিতেও পার্‌লেমনা! ওরে! এ হ'তে আর—মায়ের প্রাণে কি খেদ আছেরে? আমি আজ কি ব'লে, এ পোড়া মনকে প্রবোধ দিব বাপ? লোকে, রোগ হ'লে, তাকে ঔষধি দিয়ে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা ক'রে দেখে, নিতান্ত বাঁচাতে না পা'রলেও "চেষ্টা ক'রেছি" ব'লে মনকে প্রবোধ দিতে পারে, হাবে! তোর এই রোগ-শূন্য মরণ দে'খে, আমি কি ব'লে মনকে সান্ত্বনা ক'র্‌ব বাপ? সুমন্তরে! আমার এ দুঃখ রাখ্‌বার স্থান আর নাই বাছাবে! আর যাতনা দিস্‌নে, আর যে এ প্রাণে সহ্য হয় না। একবার আমার দিকে চোখ মেলে চা, একবার আমার কোলে উঠে অভাগিনীকে চাঁদমুখে মা মা ব'লে ডেকে এ তাপিত প্রাণ শীতল কর্‌।

গীত।

(একবার) চাঁদমুখে বাপ, মা বলিয়ে ডাক্‌, যুড়াকরে জীবন,
কেন মুদে নয়ন, ধূলায় শয়ন, করেছিস্‌রে ও জীবনধন

অভাগিণীর নয়নতারা, তুইরে আমার দুখ্‌ পাসরা,

(সুমন্তরে)

আমার আঁধার ঘরের আলো কর শশীরে
তোর, সোণার অঙ্গে ধূলামাখা, মায়ের চ'খে কি যায়রে দেখা,
কেন ক'স্‌নে কথা, কিবা ব্যথা, পেয়েছিস্‌রে ও প্রাণধন।

গোবিন্‌ পাগলের হস্তধারণপূর্ব্বক কবি ও প্রাজ্ঞর প্রবেশ

কবি (কিঞ্চিৎ দূর হইতে) মা! মা! তুই গোবিন্‌-দাদাকে, সে দিন নিয়ে আস্‌তে বলিছিলি, এই দেখ্‌ নিয়ে এসেছি।

প্রাজ্ঞ। গোবিন্‌দাদা আমাদের বড্ড ভালবাসে মা! সুমন্তকে সব চে'যে বেশী বাসে আজ মা! গোবিন্‌দাদা আমা-দের বাড়ীতে খাবে।

কবি (নিকটে গিয়া) মা! সুমন্ত এমন ধারা ক'রে মাটীতে শুয়ে আছে কেন গা? তোমার উপরে রাগ ক'রেছে বুঝি? সুমন্ত! আজ কি রাগ ক'র্‌তে আছে ভাই? তা হ'লে গোবিন্‌-দাদা এখনই চ'লে যাবে। (সুমতির দিকে দেখিয়া) ওকি মা! তোর্‌ চোখ্‌ দিয়ে, জল্‌ প'ড়্‌ছে কেন? মা! তুই কাঁদিস্‌? (বিষ্ণুযশাকে দেখিয়া) (স্বগতঃ) একি বাবাও যে কা'ন্দেন্‌! এঁদের কি হ'য়েছে।

সুমতি। (সরোদনে) কবিরে! সুমন্ত আর আমার বেঁচে নাই; আজ ক্ষুধার জ্বালায়, বাবা আমার প্রাণত্যাগ ক'রেছে আয় এই বেলা সব,—জন্মের মত সুমন্তর মুখ দেখেনে, নইলে আর দেখ্‌তে পাবিনে।

কবি কি বল্লি মা! সুমন্ত আমাদের ছেড়ে গেছে? আর সুমন্তকে দেখ্‌তে পাব না? আর সুমন্তর মধুমাখা দাদা ডাক্‌

শুন্‌তে পাবনা ? সুমন্তরে ! সুমন্তরে . ছেড়ে গেলি ভাই ? জন্মের মত আমাদের ছেড়ে গেলি ভাই ? (রোদন ও উপবেশন)

প্রাজ্ঞ গোবিন্‌দাদা . তুমি যাও, আর সুমন্তর সঙ্গে তোমার দেখা হ'লনা ! আমার সঙ্গেও এই শেষ দেখ , আমি সুমন্তকে ছেড়ে থা'ক্‌তে পারিনে ; আমিও আজ সুমন্তর কাছে যাব । (রোদন)

গোবিন্‌ আমায় পাগল বলিস্‌ তোরা,
পাগল দেখ্‌ছি সবাই তোরা ।
জ্যা'ন্ত মানুষ মেরে ফেলিস্‌,
পলকে প্রলয় করিস্‌
তোদের কাণ্ড দেখে হাসি পায়,
সুমন্ত আজ বড় ঘুমায়, বড় ঘুমায় ।
মন্‌রে একবার হরি বল্‌,
গোবিন্‌ পাগল শক্ত পাগল ।

প্রাজ্ঞ গোবিন্‌দাদা ! এখন তুমি এখানে পাগ্‌লাম ক'রনা, স'রে যাও

গোবিন্‌ । এঁ্যা—ব'ল্লেই অম্‌নি গে'লেম আর কি,
এ গোবিন পাগল শক্ত ঢেকী
তবে, সুমন্ত ভাই উঠ্‌বে যখন,
চ'লে আমি যাব তখন

সুমতি গোবিন্‌ ! আমার সুমন্ত কি আর কখনও উঠ্‌বে যে, তাই তুমি তার সঙ্গে দেখা ক'রবে ? গোবিন! শুনেছি, তুমি আমার সুমন্তকে বড় ভালবাস্‌তে ; কিন্তু আজ হ'তে তোমার সেই ভালবাসার বস্তু জন্মের মত চ'লে গেল

গোবিন্‌ । মাগো ! গোবিন্‌ যারে ভালবাসে,
'কালের ঘরে যায় কিগো সে ?

মা তোর গোবিন্ পাগল শক্ত পাগল্,
এখন, কান্না রেখে, বল্ হরিবোল্।
দেখ্‌বি, হরি নামের জোর,
উঠে ব'স্‌বে সুমন্ত তোর।

সকলে। হরিবোল্, হরিবোল্

গোবিন্ আবার বল্

সকলে। হরিবোল্, হরিবোল্

গোবিন্। (সুমন্তকে স্পর্শ ক'রে)
এখন, উঠ্ দেখিরে দাদা আমার,
মিছে প'ড়ে ঘুমুস্‌নি আর

সুমন্ত। (চৈতন্য পাইয়া) কে ও? গোবিন্‌দাদা তুই এসেছিস্? আমি বড় ঘুমিয়ে প'ড়েছিলেম, আর একটা স্বপন দেখ্‌ছিলেম যেন, আমাদের বাড়ীর গোবিন্দজী এসে আমার গায়ে হাত বুলচ্ছে, আর আমাকে ডা'ক্‌ছে।

গোবিন্। আয় দেখিরে কোলে ভাই,
খাবার দেব খাবি তাই
ভাল মিষ্টি মিষ্টি ফল তুলে,
এনেছি তোয় দেব ব'লে।

সুমন্ত (কোলে উঠিয়া) দেখি কেমন ফল গোবিন্‌দাদা। মিষ্টি না লাগে ত, তোকে আচ্ছামত প্রহার দেব।

গোবিন্। এই দেখ্ তুই কেমন ফল,
মিষ্টি কি না খেয়ে বল্। (ফলপ্রদান)

সুমন্ত। (কতক ফল ভক্ষণ করিয়া) হ্যাঁ গোবিন্‌দাদা! বড় মিষ্টি ফল, সবটা খেয়ে উঠ্‌তে পা'রলেম না। একটুখানিক খেয়েই, পেট ভ'রে গেল। তুই আমাকে নিত্যি নিত্যি এইরূপ ফল এনে দিস্, তা হ'লে আমি আর কিছু খেতে চাইবনা।

সুমতি। ( স্বগতঃ ) এঁ্যা, আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, না সত্য সত্যই আমর সুমন্ত্র বেঁচে উঠেছে। ( গোবিনের প্রতি ) গোবিন্। গোবিন্। বল তুই কে ? তুই আমাব সুমন্ত্রকে জীবনদান ক'র্‌লি; তোবই জন্যে আজ,—আগাব হারানিধি সুমন্ত্রর চাঁদমুখ, আবাব দেখ্‌তে পেলেম। তুই ত কখনই মানুষ ন'স। বল্, সত্য ক'রে বল্, তুই কে ?

গোবিন্। নে মা তোব ছেলে কোলে,
কাজ নাই বাজে কথা তুলে। ( সুমন্ত্রকে অর্পণ )
গোবিন্ এখন্ রাজার রাজা,
মা পেয়েছি, বাপ পেয়েছি, হায় কি মজা॥
মা। তোর, গোবিন্ পাগল শক্ত পাগল,
একবার, বদন ভ'রে বল্ হরি বল্।

বিষ্ণুযশা। (উত্থিত হইয়া গোবিনের প্রতি) গোবিন্। সত্য ক'রে বল, তুমি কে ? তুমি কোন্ দেব—আজ গোবিন্ বেশে, এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে, প্রবল পুত্র শোক-সাগর হ'তে পরিত্রাণ ক'র্‌লে ? গোবিন্। আমরা মহাপাপী জ্ঞানান্ধ, তাই তোমাকে চিন্‌তে পার্‌ছিনে।

গোবিন্। ( স্বগতঃ ) এখন্ আমাব নিজেব পরিচয় দেওয়া হবেনা। প্রকাবান্তবে পরিচয় দিয়ে, ভুলায়ে রা'খ্‌তে হবে।

( প্রকাশ্যে সহাস্যে )

আমাব আবাব পবিচয,
শুনে বড় হাসি পায়
বাপ, মা কে, তাও জানিনে,
দাদা, দিদির ধার্ ধারিনে।
আদর্ ক'রে, ডাকে যারা,
বাপ, মা মোর জে'ন তারা।

ভালবেসে বিষ্ দিলে,
খাই আমি তাই সুধা ব'লে।
যে, না ভালবাসে মোরে,
তার দিক্ আমি চাইনে ফিরে
ভালবাসিস্ তোরা মোরে,
তাই এসেছি তোদের দোরে।
এখন্, মা বাপ্ সব তোরাই আমার,
গোবিন্ পাগ্‌লার কেউ নাই আর।

বিষ্ণুযশা। বুঝেছি গোবিন্। তুমি পরিচয় দেবেনা, তা তুমি যেই হও, একবার এস, আমাকে আলিঙ্গন দান ক'রে, আমার পাপ অঙ্গ শীতল কর।

(গোবিনের সহিত আলিঙ্গনকরণ)

গোবিন্। (স্বগতঃ) আঃ এতক্ষণে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হ'ল; আজ, অনেক দিন, ভক্ত-অঙ্গ স্পর্শ করি নাই; কলির আবির্ভাব হওয়া অবধি আর আমাকে কেউ ভক্তিভাবে ডাকেনা; কেবল এই বিষ্ণুযশা ও সুমতি, আমাকে প্রাণপণে আরাধনা ক'র্‌ছে, তাই এই পরম বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর অঙ্গ স্পর্শ দ্বারা, শান্তিলাভ ক'র্‌ব ব'লে এবং এঁদের হৃদয়ে, হরি বিশ্বাসকে আরও দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল ক'রে দেব ব'লে, আজ এই সুমন্তকে, মায়া দ্বারা অচেতন ক'রে, আবার নিজেই এসে, সুমন্তর চৈতন্যসম্পাদন ক'রেদিলেম। ভিত্তি-মূল দৃঢ় না হ'লে, উপরিস্থ গৃহ কখনও স্থায়ী হয় না, সামান্য কারণেই ভগ্ন হ'য়ে যেতে পারে; তেমনি, মানব হৃদয়ে বিশ্বাসরূপ ভিত্তি মূল সুদৃঢ় না হ'লে, উপরিস্থ ভক্তি-গৃহও স্থায়ী হ'তে পারে না আমাকে এরা,—গোবিন্ পাগল ব'লেই জানে, কিন্তু, আমি যে, স্বয়ং "গোবিন্দ," তাত আর এরা

জানে না, তাই সুমন্ত আমাকে,সময়ে সময়ে প্রহার পর্য্যন্তও করে, কিন্তু তাতে আমি বিরক্ত হই না,বরং অধিকতর সুখীই হ'য়ে থাকি; কেননা, ভক্তকে আমি বড় ভালবাসি; ভক্তই আমার প্রাণ, ভক্তের জন্যই আমি যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করি ভক্ত আছে ব'লেই, আমাকে সবে ভক্তাধীন ব'লে ডাকে। সুগন্ধ আছে ব'লেই, কুসুমকে সকলে অত ভালবাসে; সুগন্ধ না থাক্‌লে কেবল সুন্দর ব'লে, কুসুমের, অত আদর হ'ত'না; ভক্ত না থা'ক্‌লে, তেমনি আমারও এত গৌরব হ'তনা।

সুমতি। গোবিন্ আজ তুমি, ভাগ্যক্রমে এসেছিলে ব'লে, তাই আমার সুমন্ত রক্ষা পে'ল, কিন্তু হায়! এরূপ ভাবে আর কয়দিন রক্ষা ক'র্‌ব? সুমন্ত যে, আমার একটুও ক্ষুধা সহ্য ক'র্‌তে পারে না।

গোবিন্। মাগো! সব ভুলিছিস্ মায়ার ঘোরে,
শোন্ মা! এখন্ বলি তোরে।
কথায় কাজে রাখিস্ ঠিক্,
তবেই থাক্‌বে সকল ঠিক্।
হরির নামে আস্থা থা'ক্‌লে,
কি ক'র্‌তে পারে কালে?
জানিস্‌নে যে, কালের কাল,
আছে একজন সদাকাল।
এই ত চো'খের সাম্‌নে দেখ্‌লি ব'সে,
সুমন্ত তোর বাঁচল কিসে?
হরির নামে মরা বাঁচে,
দেখলি ত মা! সত্য মিছে।
তবুও তোরা বুঝতে নারিস্,
ঐ খানেই ত গোল করিস্।

এবার, মনের খোঁটা শক্ত রাখিস্,
বিপদ হ'লে আরও হাসিস্।
হরি ব'লে কেবল ডাকিস্,—
শোনে কিনা হরি দেখিস্
খাবার ভাবনা তোদের মিছে,
যার ভাবনা, সে ভাব্ছে ব'সে।
এই নে, কটা মিষ্টি ফল্, ( ফল অর্পণ )
যাবে খিদে পাবি বল্।
আর ও "চারটী ফল" আছে,
দেব সে সব এনে পিছে।

( কবি, প্রাজ্ঞ, ও সুমন্তর প্রতি )

কবি! প্রাজ্ঞ! সুমন্তরে!
বলি, আমার কথা শুন্লি ত রে?
খিদে পেলে, হরি ব'লে,
ডাক্‌বি দুই বাহু তুলে।
খাবার দেয় হরি এনে,
মনে মনে রাখিস্ জেনে।

বিষ্ণুযশা। গোবিন্! কে তোমাকে পাগল বলে? যারা বলে, তারাই পাগল! তবে তুমি এক পাগল বটে; হরি-প্রেমের পাগল যেমন, ভোলা পাগল,—তেমনি তুমিও পাগল তোমার মত এমন পাগল যদি, আমি হ'তে পারতেম, তাহ'লে আর কোন গোলই থাকৃত না, একেবারে ভবের গোল্ হ'তে অব্যাহতি পেতেম গোবিন্ রে! আর তোকে কি ব'লব, আজ যেমন এসে, হরিবোল ব'লে, আমাকে দারুণ পুত্র-শোক যন্ত্রণা হ'তে রক্ষা কর্‌লি, আবার শেষের সেই দুর্দ্দিনে এসে, এমনি ক'রে হরি-

বোল ব'লে, আমাকে সেই অকূল ভবসাগর পার ক'রে দিস্ দেখিস্ যেন, দিন পেয়ে,সে দিন,এ দীনের কথা ভুলে থাকিস্‌নে।

গীত।

পেয়ে দিন্ রে গোবিন্ যেন ভুলিস্‌নে দীনে,
আমায় হরিনাম শুনাস্, শেষের সেই বিষম দিনে।
স্মরিয়ে শমন-তরঙ্গ, ( আমার ) আতঙ্কে শিহরে অঙ্গ,
কিসে যাবে সে আতঙ্ক, হরিনাম শ্রবণ বিনে।
হরি, হরি, হরি ব'লে, ডাকিস্ মম কর্ণমূলে,
যাব ভবপারে চ'লে, সাধন-তরণী বিনে।

গোবিন্। শেষের দিন তোর ভয় কি বাবা।
থাক্‌বে কাছে গোবিন্ হাবা।
আমি হচ্ছি কালের কাল্,
আমায় দেখ্‌লে পালায় ক'ল্।
এ গোবিন্ পাগল শক্ত পাগল,
আমার কাছে খাটে না গোল।
একবার মনসাধে হরি বল,
গোবিন্ পাগল বিদায় হ'ল।

( বেগে প্রস্থান )

সুমন্ত। মা। গোবিন্ পাগ্‌লা, দৌড়ে পালিয়ে গেল ; ও, আমাদের সঙ্গেও ঐরূপ ভাব করে ; থাকে থাকে, আবার কোথায় যেন দৌড়ে পালায়।

বিষ্ণুযশা। প্রিয়ে। গোবিন্‌কে সামান্য লোক মনে ক'র না ; ও, যে সকল জ্ঞানের কথা ব'ল্লে, সে সব ত, পাগলের কথা নয়। আমার বোধ হয়, আমরা অন্নাভাবে, পাছে সেই বিপন্নাশন মধু-সূদনের সুধামাখা নাম বিস্মরণ হই, এইজন্য ভগবান গোবিন্দ,

গোবিন্দরূপ ধারণ ক'রে, আমাদের সর্ব্বনাশ বধান ক'রে দিয়ে গেলেন প্রিয়ে। চল, এখন কুটীর মধ্যে গিয়ে গোবিন্দজীর পূজা সমাধান করিগে।

সুমতি। চলুন নাথ! গোবিন্দজীব পূজা ক'রে এবং এই ফল তাঁকে নিবেদন ক'রে দিয়ে, সকলে সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিগে

সুমন্ত। মা! আমি আর ফল খাব না, আমার সেই একটু খানিক খেয়েই পেট পূরে গেছে

বিষ্ণুযশা। আয় বাপ! সকলে কুটীর মধ্যে যাই।

(সকলের প্রস্থান)



# চতুর্থ অঙ্ক।

( বিশসণপুর রাজসভা )

কলি ও বয়স্যের প্রবেশ।

কলি। দেখ বয়স্য! আমি এখন এই সসাগরা ধরণীর একমাত্র অধীশ্বর, আমার প্রতাপে ত্রিলোক কম্পিত। প্রখর ভাস্কর পর্য্যন্ত, আমার তেজে কাতর হ'য়ে, ক্ষীণকর ধারণ ক'রেছে। শশাঙ্ক,—সশঙ্কভাবে, আমার অঙ্কশায়িনী বারাঙ্গনাগণের সুকোমল অঙ্গে, স্নিগ্ধ কিরণ বিতরণ পূর্ব্বক, আমাদিগকে সন্তুষ্ট রাখ্‌ছে। মৃদুল পবন,—এখন মৃদু মৃদু প্রবাহিত হ'য়ে, আমাদের বিমর্দ্দন-শ্রম অপনয়ন ক'র্‌তে, সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। আবার, এদিকে দ্বিজগণ, প্রায়ই আমার রাজত্ব পরিত্যাগ ক'রে, বর্ষান্তরে প্রস্থান ক'রেছে; এখন আর,—প্রজাগণ, অশান্তিময় হরিনাম উচ্চারণ ক'রে, আমার শান্তিময় রাজ্যে, অশান্তি উৎপাদন করে না। পাপাদি সৈনিকগণের, অসাধারণ অধ্যবসায় এবং কার্য্যদক্ষতা-গুণে, প্রজাগণ সকলই আমার আয়ত্তাধীন হ'য়ে উঠেছে। এ হ'তে আর আমার আনন্দের বিষয় কি আছে আমি, নিত্য, নূতন নূতন বিলাসিনীগণে পরিবেষ্টিত হ'য়ে, বিলাস-সাগরে সন্তরণ ক'র্‌ছি; আমার রাজ্য মধ্যে, যেখানে, যত সুন্দরী রমণী আছে, আমি প্রতিদিনই, তাদের একটী একটী আনয়ন ক'রে, আমার অঙ্কশায়িনী ক'র্‌ছি।

কিন্তু, কি আশ্চর্য্য বয়স্য! আমি,এত যে,বিলাস উপভোগ ক'র্‌ছি, তথাপি আমার—বাসনার পূরণ হ'চ্ছে না কেন বল দেখি? বর্ষার সলিল প্রবাহের ন্যায়, আমার হৃদয়ে, বাসনারাশি সর্ব্বদাই পূর্ণ-ভাবে বিদ্যমান র'য়েছে।

বয়স্য। হাঁ মহারাজ! ঠিকই ব'লেছেন; বাসনাবেটীর রকমই ঐ; ও বেটী যেন, রক্তবীজের বংশ হ'তে উৎপন্ন হ'য়েছে; রক্তবীজকে যেমন, বধ ক'রে ফুরাবার যো নাই, যেমন তার রক্ত ভূ'যে প'ড়ল,অমনি সেই র'ক্তে, আবার হাজার হাজার রক্তবীজের সৃষ্টি, এও তেমনি, একটী বাসনার নিবৃত্তি ক'র্‌তে না ক'র্‌তে, আবার আর একটী এসে উদয় হ'ল মহারাজ! আমার বোধ হয়, ও বেটী, নিশ্চয়ই রাক্ষসী, হাজার খাওয়াও, কিছুতেই নিবৃত্তি নাই, যেন জগৎযুড়ে; এক প্রকাণ্ড হা ক'রে ব'সে আছে। যতদিন মহারাজ! ও রসনা অসাড় হ'যে না আস্‌ছে, ততদিন, কিছুতেই আপনি বাসনা পূরণ ক'র্‌তে পার্‌বেন না।

একটী বিধবা রমণীকে বন্ধনপূর্ব্বক অনৈক সৈনিকের প্রবেশ।

রমণী (সরোদনে দূর হ'তে) মহারাজ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, হতভাগিনী বিধবা বালাকে রক্ষা করুন।

কলি। (রমণীকে দেখিয়া স্বগতঃ)

আহা! কি সুন্দর! কি সুন্দর!!
মরি, মরি, মরি!
অপরূপ রূপ এযে, ভুবন-মোহিনী।
কি সুন্দর মুখচন্দ্র কলঙ্ক বিহীন।
বিম্ব জিনি ওষ্ঠদ্বয়, কাঁপে মৃদু মৃদু,
দুরু দুরু করিতেছে হৃদয় আমার।
বঙ্কিম নয়নে মরি ঝরিছে সলিল;
আরও সৌন্দর্য্য যেন হ'য়েছে বর্দ্ধিত।

বক্ষপরে পয়োধর শোভিছে সুন্দর ;
ক্ষীণ কটি, পশুরাজ জিনি।
রামরম্ভা জিনি কিবা জঘন বর্ত্তুল,
কামের আবাস বলি জ্ঞান হয় মনে।
মৃদুগতি পদদ্বয় অতি মনোহর,
চমৎকার! চমৎকার! অতি চমৎকার!!!
শিহরিছে অঙ্গ মম অনঙ্গ-পীড়নে।
ইচ্ছা হয় রমণীর ও মুখচন্দ্রমা,—
অতৃপ্ত নয়নে হেরি দিবস যামিনী।

রমণী। মহারাজ! পাষণ্ডের কর হ'তে, আমাকে পরিত্রাণ করুন।

কলি। সৈনিক! রমণীর বন্ধন মোচন ক'রে দাও। পরে তুই বিশেষরূপে পুরস্কৃত হবি এখন তুই স্থানান্তরে প্রস্থান কর্।

সৈনিক মহারাজ! এ ছুড়ীটাকে আন্তে, বড্ড কষ্ট পেয়েছি, বিবেচনা ক'রে, এ দাসকে পুরস্কার দিবেন।

কলি। আচ্ছা।

(সৈনিকের প্রস্থান)

কলি। (রমণীর প্রতি)

ভয় পরিহরি, কহ লো সুন্দরি!
কি নামে সুধাব তোমা?
ত্যজি আভরণ, কিসের কারণ,
বিধবা সেজেছ বামা?
নবীন বয়সে, তাপসীর বেশে,
কেন লো কাটাবে ধনি!
সুখ তেয়াগিয়া, যোগিনী সাজিয়া,
কি ফল বলনা শুনি।

কেন এলোকেশী,— হ'য়েছ রূপসি ৷
বলনা লো বিনোদিনি।
এস মমপাশে, তব কেশপাশে,—
যতনে বাঁধি লো বেণী।
ত্যজি পট্টবাস, পর ছিন্নবাস,
ছিঃ ছিঃ এ কেমন ধারা ;
মম দাসদাসী, তোর লো ষোড়শি!
সেবিবে চরণ তারা।
হৃদয়-মাঝ'রে, রাখিব লো তো'রে,
হবিলো মহিষী মোর ;
ত্যজ লো রোদন, তোল লো বদন,
কি দুখ মানিনি। তোর।

গীত।

ওলো ধনী বিষাদিনী কেন লো এমন,
ছাড়না ছলনা, আর ক'রনা রোদন
কেন বল ও রূপসী, হ'য়েছ লো এলোকেশী,
মেঘে ঢাকা শশী সম হেরি ও বদন
শশিমুখি এ বয়সে, সাজে কি যোগিনী-বেশে,
ওলো, যাবে কি লো বৃথা ভেসে এ নব যৌবন

রমণী। মহারাজ দাসী আপনার শরণাগতা ; শরণাগতাকে রক্ষা করাই রাজধর্ম্ম ; আপনি সেই ধর্ম্মকে, কেন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হ'য়েছেন ? আমি, বনবাসিনী ভিখারিণী বিধবা ব্রাহ্মণ-রমণী।—আমার প্রতি, আপনার ওরূপ অন্যায় বাণী প্রয়োগ করা উচিত নয়। আমি আপনাকে করযোড়ে বিনয় ক'রে বল্‌ছি, আমার প্রতি অত্যাচার ক'র্‌বেন্ না। রমণীর সতীত্ব-ধন হ'তে, আর কি ধন আছে ? আমি আপনার রাজ্য, ধন, দাস,

দাসী নিযে কি ক'রব ? আমার এই ধন থাক্‌লেই, সকল ধন থাক্‌বে

বয়স্য (রমণীর প্রতি) ভাল, তুমি কি রকম বোকা মেয়ে মানুষ গা ? এমন ফুব্‌সুত পেয়েও কি ছাড়্‌তে আছে ? আঁচলে বাঁধা সোনা কি, কেউ সাধ ক'বে ত্যাগ করে ? এমন সব—সোনাব অট্টালিকা, তোফা ফুলেব বাগান, মজাদারী বঙ বেরঙের ঢাকাই সাড়ী, রকম বেবকমের অলঙ্কাব, আঃ—কি বাহার, কি বাহাব আবার সেই দশ হাত উঁচু—তুলপোরা গদি, শয়ন ক'ব্‌লেই অমনি ঐ অঙ্গ তোমার, সেই গদিব সঙ্গে মিশে যাবে ; তার উপর আবাব দুগ্ধফেননিভ চাদর পাতা উপর ভাগে, মণি মুক্তা পান্না খচিত ঝালব সব—ঝল্‌ঝলায়মান ক'র্‌ছে। পালঙ্কের চাব্‌ধাবে, আবার আতবদান, গোলাপদান সাজান র'য়েছে. তুমি সেই পালঙ্কে ব'সে, রঙ্গরসে, এমন রসিকরাজ মহাবাজের সঙ্গে প্রেমালাপ ক'র্‌বে, একবার ভেবে দেখ দেখি, সে কেমন মজা হবে ? তোমার আজ সুপ্রভাত ব'লেই, এমন সুবিধা যুটে গেল ছিলে বনের লতা, হবে প্রমোদ-কাননের মাধবী লতিকা কি ভাগ্য, কি ভাগ্য, এমন ভাগ্য কয়জনেব হয় মহারাজেব যদি পছন্দ হ'ত, তা হ'লে আমার ব্রাহ্মণীকে এনে হাজিব ক'র্‌তেম তাকে ব'ল্লেই, সে রাজী হ'ত ; সে তোমার মত বোকা মেয়ে নয়

বমণী মহাশয়। আপনি দেখ্‌ছি ব্রাহ্মণ, আপনি ব্রাহ্মণ হ'য়ে, এরূপ পাপ কথা ব'ল্‌তে কিছুমাত্র ঘৃণাবোধ ক'রছেন না ? আপনি কি জানেন্ না যে, সতীত্বই—সতীব ইহ পরকালের গতি ; সতীত্ব বিসর্জ্জন দিলে, তাকে চিরদিন নবকে বাস ক'র্‌তে হয়।

বয়স্য। হা, হা, হা (হাস্য) কি ভুল বিশ্বাস, কি ভুল বিশ্বাস। বলি সে সব পাগ্‌লামী কি আব এখন আছে ? সে সব, ঢের দিন

হ'ল, চুলোর আগুনে পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেছে। এখন লোকের যতই জ্ঞান বাড়ছে, ততই আগেকার সব কুসংস্কার দূর হ'চ্ছে। স্বর্গ নরক কি আর কিছু আছে?—না কেউ, কোন দিন দেখ্‌তে পেয়েছে? তুমি দেখ্‌ছি কিছুই জাননা, তা জান্‌বেইবা কি ক'রে, থাক বনের মধ্যে, লেখ পড়া ত আর কিছু শিখ্‌তে পাও নাই? এই দেখ শাস্ত্রে লেখা আছে যে "সূর্য্য চন্দ্রকে যখন, রাহুতে গ্রাস করে, তখনই গ্রহণ হয়, আর সেই সময়ে যদি লোকে, দান ধ্যান করে, তবে অনন্ত স্বর্গলাভ হয়"। আবার দেখ দেখি, এখন কেমন বিজ্ঞান-বলে বে'র হ'য়ে প'ড়েছে যে,"রাহু টাহু কিছুই না পৃথিবীর ছায়া প'ড়েই গ্রহণ হয়" এসব হাতে কলমে খাটিয়ে দেওয়া কথা; কে না বিশ্বাস ক'র্‌বে বল দেখি? আর এই ভূমিকম্পের কথাটাই ধরনা কেন? শাস্ত্রে বলে, "বাসুকী এই পৃথিবীটাকে মাথায় ক'রে আছে, তাই বাসুকী বেচারা যখনই পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে, তখনই ভূমিকম্প হয়," এখন সব—লোকে জান্তে পেরেছে যে, "সোরা, গন্ধক এবং অন্যান্য ধাতুদ্রব্য যখন, গরম হ'য়ে উঠে, তখনই ভূমিকম্প হ'য়ে থাকে" আরে, চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, কে—না বিশ্বাস করে ওসব শাস্ত্র টাস্ত্র কিছুই না, কেবল তখনকার বামুনগুলো, উদর পূরণের জন্য, যা—তা লিখে রেখে গেছে আর ঐ যে, সতীত্ব সতীত্ব ক'রে প্রাণ দিচ্ছ, বলি, ওতে কি আর কিছু আছে? ওসব গ্যাজাখোরী কথা। যে কয়দিন বাঁচবে, সে কয়দিন কেবল খাও, দাও, ফুর্ত্তি কর, মজার সংসারে ব'সে ব'সে মজা লোট'। তাই বল্‌ছি সুন্দরি! মিছে বাজে কষ্টভোগ না ক'রে, আমাদের কলি-রাজকে আত্মসমর্পণ কর, তাহ'লেই এমন নব যৌবনের সদ্‌ব্যবহার করা হবে।

রমণী। ও—কি সর্ব্বনাশ। আপনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মধারণ

ক'রে, নরকের কীটরূপে পরিণত হ'য়েছেন? পরকালের কথা একবারও ভাবছেন না?

বয়স্য। পোড়া কপাল তোমার, তাই পরকাল পরকাল ক'রে ম'রছ পরিণামে কি হবে না হবে, তাই ভেবেই মারা যাই আর কি? বলি, ম'রতে হবে ব'লে কি, আগেই গিয়ে চিতের উপর চীৎ হ'য়ে শুয়ে থাক্‌তে হবে না কি? বাবা, এমন হাবা মেয়ে মানুষ ত কোথায় দেখি নাই। তোমায় দেখ্‌ছি, দশায় ধ'রেছে, নইলে এমন নবীন বয়সে এরূপ দুর্দ্দশা হবে কেন? বিপরীত বুদ্ধিই বা ঘ'ট্‌বে কেন?

রমণী। মহাশয়! আপনি ক্ষান্ত হন, আমি আপনার উপদেশ গ্রহণ ক'র্‌তে চাইনে।

বয়স্য। আমি ক্ষান্ত হ'লে কি হবে, বলি, তাতে প্রাণ ত শান্ত হবে না। তুমি, যে—আগুন জ্বেলে দিয়েছ, তাতে ক্ষান্ত হওয়া দূরের কথা, এখন প্রাণান্ত না হ'লে বাঁচি।

কলি। (রমণীর প্রতি,)
শোন কথা বিধুমুখি! ক'রনা বঞ্চনা,
রমণী। মহারাজ রক্ষা কর এ দাসীরে ক'রনা লাঞ্ছনা।
কলি। হৃদয়বল্লবী মম তুই লো ললনা,
রমণী। দহিছে হৃদয় মম ওকথা ব'লনা।
কলি। জীবন সঁপেছি তোরে ছাড়লো ছলনা,
রমণী। ক্ষম মোরে পাপ কথা মুখেতে তুলনা।
কলি। প্রেমময়ি কর্‌ দান প্রেম-সুধাকণা।
রমণী। ত্যজ নৃপ ত্যজ তুমি ও পাপ বাসনা।
কলি। হৃদয়ে রাখিব তোরে অয়ি প্রাণেশ্বরি!
দাস হ'য়ে পাদপদ্ম সেবিব নিয়ত।
যে কামনা বিধুমুখি করিবে অন্তরে,

তখনি পূরাব তাহা নাহি লো ভাবনা।
আকাশে চন্দ্রমা আছে যদি ইচ্ছা হয়,
বল ধনি এনে দিই ও কর পল্লবে।
ধন, রত্ন, রাজ্য মম সকলি তোমার,
আজ হ'তে রাজ্যেশ্বরী তুমি লো সুন্দরি।
তাই বলি চন্দ্রাননে তৃষিত চকোরে,—
ক'রনা বঞ্চনা, অয়ি! প্রেম-সুধাদানে।
কামানলে জ্বলে প্রাণ বিলম্ব না সয়,
এস কাছে, সে অনল করিলো নির্ব্বাণ।

রমণী। শ্রবণ! বধির হ, শ্রবণ বধির হ এখনও—এ পাপ-কথা শ্রবণ ক'র্‌ছিস্? হায়! আমি কোথায়? পৃথিবীতে, না নরকে? এই যে নরক নরক নইলে এত নারকী জুট্‌বে কেন? হায় আমি এখন, এ নরক হ'তে কেমন ক'রে উদ্ধার হই? যেদিকে চাই, সেই দিকেই নারকীর দল্। (করপুটে উদ্দেশে) হা দীনবন্ধু! হা কৃপাসিন্ধু! তোমার মনে কি এই ছিল? হে নরকান্ত-কারি মধুসূদন! শুনেছি, তোমার নাম নিলে, নরকান্ত হয়; দাসীও আজ এই নরকে প'ড়ে তোমায় ডাক্‌ছে, এ নরক হ'তে কি তবে উদ্ধার ক'র্‌বে না? দুঃশাসন যখন, দ্রৌপদীকে কেশা-কর্ষণ পূর্ব্বক, সভামধ্যে আনয়ন ক'রে, সেই একবস্ত্রা দ্রৌপদীর বসন হরণ ক'রেছিল, তখন সেই সতীর রোদন শুনে, তুমি তার লজ্জা নিবারণ ক'রে, জগতে লজ্জাবারণ দয়াময় নামের পরিচয় দিয়েছিলে; আজ এ বিধবা ব্রাহ্মণবালাও, পাপ কলি কিঙ্কর কর্ত্তৃক এই সভা তলে আনীত হ'য়েছে—এবং কলির পাপাচরণ হ'তে ত্রাণ পাবার জন্য, তোমাকে, লজ্জাবারণ মধুসূদন ব'লে ডাক্‌ছে। দাসীর দুর্গতি দেখে কি, দাসীর প্রতি কৃপা দৃষ্টি ক'র্‌বে না? না ক'র্‌লে যে, তোমার লজ্জা-নিবারণ নামে বিষম কলঙ্ক রটনা

হবে বিপদবারণ। আজ বড় বিপদ সাগরে প'ড়েছি ; তোমার পদ তরী নইলে যে, এ অকূল সমুদ্র হ'তে, উদ্ধার হ'তে পারছিনে। এই ভীষণ পাপ পুরীতে, আমার সহায় আর কেউ নাই ; তাই নিরুপায় হ'য়ে, তোমার শরণ নিয়েছি। এখন এই অভাগিনী বিধবা রমণীকে এসে রক্ষা কর, নইলে এখনই পাপ কলি আমার সর্ব্বনাশ সাধন ক'র্‌বে। হরি হে! দে'খ যেন,—সতীর সর্ব্বস্ব ধন— সতীত্ব-রতন, আজ যেন কলি-করে বিসর্জ্জন দিতে না হয়।

গীত।

বিপদ-সাগরে প'ড়েছি হে হরি,
দেওহে কৃপা করি পদ তরী
সতীর সর্ব্বস্ব ধন সতীত্ব-রতন,
কলি বুঝি আজি সে ধন করেছে হরণ,
(আর কি ধন আছে) (রমণীর) (সতীত্ব রতন বিনে)
বুঝি হারালেম সে ধনে, (আমার এত দিনের সম্বল)
হায়! আমি যে বিধবা বালা, (আমার এধন গেলে আর পাবনা)
দে'খ যেন এই ধনে করে না হে চুরি
(বড় যতনের ধন) (দুখিনীর)
দে'খ যেন এই ধনে করে না হে চুরি
লজ্জা নিবারণ তুমি ওহে ভয়হারী,
লজ্জা পে'লে দাসী আজি, সে কলঙ্ক তোমারি,
(কেন নাম ধ'রেছ) (ওহে হরি) (লজ্জাবারণ)
নাম আর কেউ ত লবে না, (সতীর লজ্জা না রাখ যদি)
আর কেহ ত নাই হে আমার, (ওহে বিপদে রাখিতে হরি)
তব চরণ শরণ হে নাথ ল'য়েছে কিঙ্করী
(দাসীর কথা রাখ) (নিদয় হওনা)
তব চরণ শরণ হে নাথ ল'য়েছে কিঙ্করী।

বয়স্য (রমণীর প্রতি) বলি, কৈ গো! তোমার লজ্জাবারণ,

নিরদবরণ, পদ্মলোচন, ভুবনমোহন হরি এসে হাজির হ'য়েছেন? দেখ! বাছা! এখানে ও সব নাম টাম ক'র না, তা হ'লে কিন্তু মুস্কিলে ঠেকুবে। কলিরাজ্যে ও নাম করা নিষেধ আছে, যারা ও নাম করে, আমরা তাদের এনে বলিদান দি, তাই তোমাকে সাবধান ক'রে দেওয়া যাচ্ছে, আর পুনর্ব্বার ও নাম মুখে এন না; আর, ও নাম ক'র্লেও কোন লাভ নাই, তাই বল্‌ছি, এখন— ও সব ছেড়ে দিয়ে, মহারাজ যা বলেন তাই শোন। ঐত, মহারাজ ব'ল্লেন যে, চাওত আকাশের চাঁদ পর্য্যন্ত ধ'রে দেবেন, নিতান্ত না পারেন ত, তোমার ঐ বদন চাঁদ ত প'ড়েই আছে শুন্‌ছ চাঁদ! ও সব—কথার ছাঁদ ছেড়ে দিয়ে, চাঁদের মত কায কর, ফাঁদে পড়্‌বার লেঠা চুকে যাক্।

রমণী (স্বগতঃ) ওঃ—কি বিষম বাক্যবান্, কর্ণকুহর বিদ্ধ হ'য়ে গেল। থাক্, আর—ও পাপাত্মার কথায় উত্তর দেওয়া হবে না।

কলি। সুন্দরি! আর কেন বৃথা কষ্ট দেও তোমাকে আমার অনুচরে বন্ধন ক'রে এনেছে ব'লে, যদি দুঃখ হ'য়ে থাকে, তবে এক কায কর, আমাকেও তুমি প্রেম শৃঙ্খলে বন্ধন ক'রে, আলিঙ্গন-দানরূপ অস্ত্র দ্বারা, আমার কাম ভুজঙ্গকে বিনাশ কর, আমি তাতে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হব না।

রমণী। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) ও হো, হো, কি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা, না—আর যে সহ্য ক'র্‌তে পারিনে রে পাপ জীবন! এখনও বহির্গত হলিনে? নয়ন! এখনও দৃষ্টিশক্তি বিহীন হলিনে? শ্রবণ! এখনও বধির হলিনে? (কলির প্রতি) মহারাজ! মহা-রাজ! আপনি আমার পিতৃ তুল্য, অভাগিনী আপনার কন্যা, পিতা হ'য়ে, কন্যার প্রতি অত্যাচার ক'রবেন না।

কলি। অয়ি সুধাংশুবদনি! তাতেই বা দোষ কি? আমা-দের বংশে, ও সব সম্বন্ধ বিচার নাই এখন এস, একবার এস,

আমি তোমার রূপ মোহে নিতান্ত মোহিত হ'য়ে জ্ঞান শূন্য হ'য়েছি ; আর স্থির হ'তে পার্‌ছিনে এস প্রাণময়ি এস।

(ধরিতে অগ্রসর)

রমণী। (পশ্চাৎপদ হইয়া উদ্দেশে চীৎকার পূর্ব্বক) দয়াময়! বিপদবারণ মধুসূদন রক্ষ কর, রক্ষা কর। এইবার বুঝি অভাগিনীর সর্ব্বস্ব ধন যায়। (কম্পন)

কলি বৃথা চেষ্টা বিধুমুখি
সাধ্য কি তোমার—
কলি করে পাইতে নিষ্কৃতি
হইলে বাসনা,—
এখনি বসাতে পারি হৃদয়ে আনিয়ে।
কিন্তু, শুন,
প্রেমিকের এ নহে নিয়ম,
ভয় প্রদর্শন কিম্বা বলের প্রয়োগ—
না করিবে প্রথমতঃ
সাধ্যমত সাধিয়ে দেখিবে,
তাতে যদি না ফলে সুফল—
বল-প্রয়োগ তবে নিতান্ত করিবে।
তাই বলি প্রিয়তমে! শুনলো বচন,
না করিও প্রত্যাখ্যান প্রেম-সুধা দানে।
প্রত্যাখ্যানে প্রেমিকের যত ক্লেশ হয়,
মৃত্যুতে ও নাহি হয় তত।
এস প্রাণেশ্বরি, আর ক'রনা ছলনা,
আলিঙ্গন-দানে মোর পূরাও বাসনা

(পুনরায় ধরিতে উদ্যত)

রমণী। (পশ্চাৎপদ হইয়া স্বগতঃ) ওঃ বুঝ্‌লেম, আর উদ্ধার

নাই এ পিশাচের কর হ'তে, কিছুতেই আর ত্রাণ পাবার সাধ্য নাই। (সক্রোধে) আচ্ছা, আজ দেখ্‌ব,—সতীর সতীত্ব বল্ আছে কিনা? আজ সতীত্ব রক্ষার জন্য, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেব, তবুও এই সতীত্ব বিনাশ ক'র্‌তে দেব না (কলিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া প্রকাশ্যে) পাপিষ্ঠ! পিশাচ সাবধান, সতীর অঙ্গ স্পর্শ করিস্‌নে

কলি (সক্রোধে) কি——এত দূর সাহস? আমাকে তিরস্কার? তুই জানিস্ এ কার্ সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌ছিস্? কেশরীর সম্মুখে হরিণীর আস্ফালন? শোন্ রমণি! অনেক সহ্য ক'রেছি, এখন আর্ পারিনে? বুঝলেম, সহজে তুই সম্মত হবিনে, এখন বল প্রয়োগ ক'র্‌তে হ'ল রমণি তুই একতিলও মনে স্থান দিস্‌নে যে, আজ এই কলি-কর হ'তে নিষ্কৃতি লাভ ক'র্‌বি বরং সিংহ মুখ্ হ'তে, শিকার পলায়ন ক'র্‌তে পারে, সেও সম্ভব, কিন্তু কলির নিকট হ'তে, সে প্রত্যাশা করা নিতান্ত অসম্ভব, নিতান্ত অসম্ভব। এখনও বল্‌ছি, সম্মত হ লাঞ্ছনা ভোগ ক'রবার চে'য়ে এখনও মানে মানে আমার বাক্য পালন কর্, নতুবা কিছুতেই ত্রাণ পাবিনে। অবশেষে এই অসি আছে (অসি প্রদর্শন)

রমণী। ওরে পিশাচ প্রকৃতি কলি! তুই ভেবেছিস্, রমণীর অঙ্গে বল নাই, হারে মূর্খ! সতীরমণীর যে বল আছে, সে বল—তোর মত সহস্র কলির অঙ্গেও নাই।

কলি। হা, হা, হা। (হাস্য)

ধিক্ তোরে বুদ্ধিহীনা।
প্রলাপের প্রায়—
কহিছিস্ যত কথা
আচ্ছা, ধরি তোরে,
সাধ্য থাকে কর্ নিবারণ।

অস্ত্রাঘাত না করিব তোরে,
এই ত্যজিলাম অসি।
( অসি ভূমিতে স্থাপন ও ধরিতে উদ্যত )

রমণী  পাপিষ্ঠ বর্ব্বর! স্থির হ, স্থির হ। একপদ্ অগ্রসর হবি ত, এই তোর অসি দ্বারা এখনই আত্মহত্যা ক'রে, সতীত্ব রক্ষা ক'র্‌ব। (অসিগ্রহণ) নীচাশয়! জানিসনে যে, হিন্দুরমণী সতীত্ব রক্ষার জন্য, প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ ক'র্‌তে পারে।

কলি  শোন্ পাপিযসি. অস্ত্র পরিত্যাগ কর্, তোর ও ভয়ে আমি ভীত নই। তুই যত রূপই উপায় উদ্‌ভাবন কর্‌না কেন, কিছুতেই আজ নিস্তার নাই (ক্রোধ ত্যাগ করিয়া মিনতি পূর্ব্বক) সুন্দরি! এখনও বল্‌ছি, বঞ্চনা ক'রনা, আমি তোমার প্রেমের ভিখারী, ভিখারীকে বঞ্চনা ক'রনা ক'রনা।

রমণী। ও কামান্ধ দুরাচার! এখনও তোর ও পাপ মুখ, কণ্ঠ হ'তে ছিন্ন হ'চ্ছে না? তোর ঐ কলুষিত রসনা, এখনও শতখণ্ডে বিভক্ত হ'চ্ছে না? পাপাশয়! আমি কুলটা নই যে, তোর চাটুবাক্যে মুগ্ধ হব। দুর্ম্মতি! ধর্ম্মের দিকে একবারও লক্ষ্য ক'র্‌ছিস্ নে? তোর এত অধর্ম্ম কি, ধর্ম্ম সহ্য ক'র্‌বেন? কখনই না। আজিও আকাশে, চন্দ্র সূর্য্য উদিত হ'চ্ছে, আজিও সমুদ্র—শুষ্ক হ'য়ে, মরুভূমিতে পরিণত হয় নাই; এখনও পবন প্রবাহিত হ'চ্ছে, আজিও অনলের দাহিকাশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। তুই নিশ্চয় জানিস, তোর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবেই হবে। শুম্ভ, সতীর কেশাকর্ষণ ক'রে, কি দশা প্রাপ্ত হ'য়েছিল, জানিস? সীতার অঙ্গস্পর্শ ক'রে,রাবণ কি গতি লাভ ক'রেছিল,শুনেছিস? দ্রৌপদীর বসন হরণ ক'রে, দুঃশাসনের কি দুর্দ্দশা হ'য়েছিল? আজ এই বিধবা রমণীর অঙ্গ স্পর্শ ক'র্‌লে, তোরও সেই দশা উপস্থিত হবে। তুই ভেবেছিস, আমি নিঃসহায়; কিন্তু পামর! স্থির

জানিস্ যে, নিঃসহায়ার সহায় এক জন আছেন, তিনি সবই দেখ্‌তে পাচ্ছেন, তাঁর চক্ষু হতে, কোন কর্ম্মই গোপন ক'রবার সাধ্য নাই। বুঝেছি, তোর কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে, নইলে সতীর প্রতি তোর অত্যাচার করবার সাধ হবে কেন? আমি এখনও বল্‌ছি, ক্ষান্ত হ, এ পাপ কর্ম্ম হতে ক্ষান্ত হ, যদি পরিণামে নরক হতে পরিত্রাণ চাস্, তবে আমার কথা শোন্, সেই পতিত পাবন মধুসূদনকে ডাক্, তা হলে এ পাপ বাসনা দূর হবে।

কলি। উন্মাদিনী বামা তুই,
হাসি পায় কথা শুনি তোর।

রমণী। হ'রে! আমি উন্মাদিনী নই, তুই-ই উন্মত্ত হয়েছিস্, নইলে তোর বুদ্ধি বিপর্য্যয় কেন?

কলি। সাবধানে কথা ক'স্

রমণী। কার্ ভয়ে পাপাধম?

কলি কি কি, এত দুঃসাহস?
কি বলিব পাপিয়সী তোরে?
জীবন সঁপেছি তোরে,—
তাই এত ক্ষমা।
নইলে এই দণ্ডে ছিন্ন মুণ্ড তো'র—
বাম পদে বিদলিত করি,
প্রতিফল দিতাম ইহার
যার ভয়ে ভীত এই ত্রিলোকের লোক,
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, অনল অনিলে;
যাহার প্রতাপ-চিহ্ন র'য়েছে অঙ্কিত,
সেই কলি আমি,
তাহার নিকটে, ক্ষুদ্র পিপীলিকা আজি,—
করে দম্ভ উচ্চ মুখে।

আর না ক্ষমিব তোরে,
পুরাব মনের সাধ স্ব-বল প্রকাশি।

(ধরিতে গমন)

রমণী। (পশ্চাৎপদ হইয়া) কলি। ধ্বংশ হবি। ধ্বংশ হবি।

কলি (হস্ত ধারণপূর্ব্বক)
কে রাখিল তোরে এবে?

রমণী। (উচ্চৈঃস্বরে)
দেখ দেখ চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র আকাশ,
সতীর সতীত্ব লোপ করে দুরাচার
অসহায় অবলায় পেয়ে পাপাশয়,
দেখ দেখ কলি এবে করে অত্যাচার।

(স্বগতঃ) না—না, আর রোদনের সময় নাই। এখনই পাপাত্মা আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে (প্রকাশ্যে) বর্ব্বর। হস্ত পরিত্যাগ কর্‌ কি—কর্‌লি না? তবে এই অসি দ্বারা সতীত্ব রক্ষা করি .(বক্ষে অস্ত্রাঘাত ও পতন) ওঃ বাঁচ্‌লেম, বাঁচ্‌লেম, পাপাত্মার কর হ'তে বাঁচ্‌লেম। (কলির প্রতি) কলি। ধ্বংশ হবি, ধ্বংশ হবি। আমি যদি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ ক'রে থাকি, আর সতীত্ব রক্ষা ক'র্‌তে পেরে থাকি, তা হ'লে, তুই নিশ্চয়ই ধ্বংশ হবি, ধ্বংশ হবি তুই—অমর ব'লে, তোর মৃত্যুভয় না থাক্‌লেও তোর ঐ মুখ—ঐ পাপমুখ, অনলে দগ্ধ হবে; চিরদিন সেই যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবে। আর—কি—ব ল্‌ ব—না-রা য়-ণ—না রা য়-ণ (মৃত্যু)

কলি। (পদাঘাত পূর্ব্বক) দূর হ হতভ গিনী (বয়স্যের প্রতি) কি আশ্চর্য্য বয়স্য! দেখলে? রমণীটা কেমন ক'রে আত্ম-হত্যা ক'র্‌লে? জীবনের প্রতি একটু মমতাও হ'লনা।

বয়স্য। মহারাজ! ও সব পাহা'ড়ে মেয়ে মানুষ, ওদের শরীরে ব্যথা বিষ কিছুই নাই

কলি। কিন্তু, আত্মহত্যাটা দেখতে বড় আমোদ হয়

বয়স্য। হাঁ মহারাজ! আত্মহত্যাটা দেখ্‌তে বড্ড মজা। তপ্ত তৈলের কৈ মাছ গুলোর মতন, কেমন ছটফট্‌ ক'রে মরে।

কলি। কে আছে রে এখানে ?

জনৈক অনুচরের প্রবেশ।

অনুচর। কি হুকুম মহারাজ!

কলি এই মৃতটাকে এখান থেকে নিয়ে যা। (বয়স্যের প্রতি) বয়স্য! রমণীটার সঙ্গে, বৃথা গোলযোগ ক'রে, মনটা যেন অসুস্থ হ'য়েছে। এখন একবার নর্ত্তকীগণকে সংবাদ দেওয়া যাক; তাহ'লে মনটা সুস্থ হ'তে পারে

বয়স্য। আমিও সেইটে ব'লব ব'লব মনে ক'রছিলেম।

কলি। অনুচর! তুমি শীঘ্র একবার নর্ত্তকীগণকে এখানে আনয়ন কর।

অনু। যে আজ্ঞা।

(মৃত রমণীকে লইয়া অনুচরের প্রস্থান)

কলি। দেখ বয়স্য! রমণীটা'র মুখখানি বেশ সুন্দর ছিল কিন্তু।

বয়স্য কি ক'রবেন মহারাজ! যখন—সে ম'রেই গেল, তখন আর সে ভাবনা ভাবলে কি হবে ?

গান করিতে করিতে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

গীত

আমরা প্রেমিক পেলে প্রেম দিতে পারি,
প্রেমের আশে দেশ বিদেশে প্রেমে নিয়ে ফিরি

আমরা প্রেমের পাগলিনী, প্রেম বিনে আর নাহি জানি,
প্রেমের ডালি ক'রেছি মাথায়, তোরা কিনিবি গো আয়,
এমন, প্রেমের ফুলের গাঁথা মালা যায় ;
বিকিয়ে গেলে মেলা হবে দায়,
হবে প্রেমিক যেজন, প'রবে সে জন, এ মালা গলায়,
মোরা প্রেম সোহাগে যাইলো গ'লে সোহাগ জলে ডুবে মরি।

বয়স্য। কিয়াবাৎ বাইজী! কিয়াবাৎ! তোমাদের গান শুনে আমার প্রাণের ভেতর যে,একেবারে প্রেমের ফোয়ারা ছুটে গেল।

প্রথম নর্ত্তকী। ছুট্‌তে দেন কেন? বেঁধে রাখুন না।

বয়স্য। বাঁধ্ যে মানেনা, এ যে পদ্মানদীর স্রোত, একেকি বেঁধে রাখ্‌বার যো আছে?

কলি। বয়স্য! এখন সভাভঙ্গ দেওয়া যাক। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) নর্ত্তকীগণ! তোমরা এখন অন্তঃপুরে যাও।

প্রথম নর্ত্তকী। যে আজ্ঞা।

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

কলি। না বয়স্য! কিছুতেই যেন মন শান্ত হচ্ছেনা; এখন চল

(কলি ও বয়স্যের প্রস্থান)

## পঞ্চম অঙ্ক।

( সম্বলপুর কুটীর প্রাঙ্গন )

কল্কিকে কোলে লইয়া সুমতির প্রবেশ

কল্কি। মা! তুই দিন রাত ব'সে ব'সে কাঁদিস্ কেন মা? আবার বাবা এলেই, চ'খের জল পুঁছে ফেলিস্ কারণ কি, আমায় বল্না মা?

সুমতি বাপ কল্কিরে! আমি কাঁদি কেন, তাও আবার জিজ্ঞাসা করিস্? হা বাপ! বল্ দেখি, আমার মত দুঃখিনী আর কে আছে? আমি তোদের মা হ'য়ে তোদের উদর পূর্ণ ক'রে খেতে দিতে পারিনে, এ হ'তে আর আমার কি কষ্ট আছে বাপ? আর—তিনি এলে যে, চো'খের জল মুছে ফেলি, সে কেবল তাঁর মনে কষ্ট হবে ব'লে একে তিনি আমাদের জন্য কত দুঃখ ভোগ ক'র্‌ছেন, তার উপর আবার আমার রোদন দে'খ্‌লে, আরও দুঃখ পাবেন। আমার কাঁদবার কথা যেন তুমি তাঁকে ব'লনা বাপ।

কল্কি। তুই যদি আর না কাঁদিস্, তাহ'লে আর ব'লবনা; কিন্তু মা! কাঁদলে বাবাকে ব'লে দেব মা! তোর কান্না দেখলে, আমারও কান্না পায়।

সুমতি। কল্কিরে। সাধ ক'রে কি কেউ কখনও কাঁদ্‌তে যায়। কেবল কাঁদবার জন্যই আমি এই পৃথিবীতে এসেছি।

কল্কি। আচ্ছা মা। তোদের এ দুঃখ দূর হবার কি কোনও উপায় নাই মা?

সুমতি বাপরে। আমাদের এ দুঃখ দূর ক'রবার আর কে আছে বাপ? কেবল, এক সেই দীন দুঃখ মোচনকারী দীনের দয়াল হরি ভিন্ন, এ দুঃখ আর কেউ মোচন ক'র্‌তে পার্‌বে না।

কল্কি মা। তুই ত বল্লি যে, তিনি দীনের দয়াল, হ্যাঁ মা। তিনি যদি দীনের দয়ালই হন, তবে তোদের দুঃখ দূর করেন না কেন মা?

সুমতি। জীবন ধন। আমরা যে তঁকে ডাক্‌তে পারিনে, তাঁকে না ডাক্‌লে তিনি দয়া ক'রবেন কেন বাপ?

কল্কি। কেন তাকে ডাক্‌তে পারিস্‌নে মা?

সুমতি। ওরে অবোধ। তাঁকে, যে, একমনে প্রাণ খুলে ডাক্‌তে পারে, তাকেই তিনি দয়া করেন। আমরা ত তা পারিনা বাপ।

কল্কি। কেন মা। তোরাও তেমনি—মনকে এক ক'রে তাকে ডাক্‌না?

সুমতি আমাদের অস্থির মন যে—স্থির হয় না।

কল্কি মাগো। মন যখন তোর কাছেই আছে, তখন তাকে অস্থির হ'তে দিস্ কেন? ঐ যে, সেদিন আমাকে তুই বল্‌ছিলি যে, কল্কি। তুমি আর অস্থিরপনা ক'রনা। আমি সেই দিন হ'তে আর কোনও অস্থিরপনা করি না তা ম। আমি যখন, পর হ'য়েও তোর কথা শুনি, আর তোর আপন র মনকে তুই কথা শুনাতে পারিসনি?

সুমতি। কল্কিরে। তুই কি আম র পর?

কল্কি। মাগো। সেদিন বাবা যে, বল্‌ছিলেন, যে,এ সংসারে কেউ কার নয়, সকলেই একা আসে, আবার একা যায় তা মা। আমিও ত একা এসেছি, তোর সঙ্গে ত আসি নাই। আবার যাবার বেলায়ও একা যাব, তোর সঙ্গেত যাব না ; তবে আর মা। আমি পর না হ'লেম কিসে ?

সুমতি। (স্বগতঃ) আহা! কল্কির আমার, এত শৈশবেই এত দূর জ্ঞান। এই অজ্ঞান শিশুর যে জ্ঞান জ'ন্মেছে,আমাদেরও ত এখন পর্য্যন্ত সে জ্ঞান হয় নাই। আজ এই দুধের বালকের মুখে জ্ঞানের কথা শুনে, আমারও জ্ঞানোদয় হ'ল কল্কি যে, ব'লেছে—মন সকলেরই অধীন ; তা ত মিথ্যা কথা নয়। মন যখন অধীন, তখন চেষ্টা ক'র্‌লেই মনকে স্থির করা যায়। আহা! কল্কি আমার—বালক নয় ত, যেন জ্ঞান তরুর নব অঙ্কুর ; আর ভাবনা কি ? এমন অঙ্কুর যখন উৎপন্ন হ'য়েছে, তখন, কালে যে, এই অঙ্কুর বৃক্ষরূপে পরিণত হ'য়ে ফল প্রদান ক'রবে, তাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অভাগিনীর ভাগ্য দোষে, এ অঙ্কুর—অঙ্কুর অবস্থাতেই শুষ্ক হ'য়ে না যায়। (করপুটে উদ্দেশে) হরি হে! কৃপাসিন্ধু হে! এমন অঙ্কুর যখন—এই সুমতি রূপ মরুভূমিতে প্রদান ক'রেছ, তখন দে'খ যেন কৃপাবারি কৃপাবারি সিঞ্চনে বিমুখ হওনা।

বিষ্ণুযশার প্রবেশ

সুমতি আসুন নাথ দাসী আপনাকে প্রণাম ক'র্‌ছে। (প্রণাম) নাথ! কল্কি যে আমার এত সুবোধ ছেলে, তা পূর্ব্বে জান্তেম না। কল্কি আজ—যে সব জ্ঞানের কথা ব'লেছে ? সে সব যে এত শৈশবে কেউ ব'লতে পারে, তা আমার বিশ্বাস ছিল না। সুনীতি-কুমার ধ্রুব যেমন, শৈশবে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা ক'রেছিল, কল্কিও ঠিক তেমনধারা জ্ঞানলাভ ক'রেছে।

বিষ্ণুযশা। প্রিয়ে! আমি কল্কির জন্মের পরেই তা জান্তে পেরেছি কল্কির অঙ্গে, যে সকল সুলক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়, সে সব লক্ষণ, মানুষের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। কল্কি—কালে যে, এক জন অসাধারণ জ্ঞানবান হবে, তাতে আর সন্দেহ নাই। এখন একটী কথা মনে ক'রে তোমার কাছে এসেছিলেম; কল্কিকে এখন—সত্বর উপনয়ন দিয়ে গুরুগৃহে পাঠান কর্ত্তব্য; কল্কির যেরূপ জ্ঞান, তেমনি যদি একজন উপযুক্ত গুরুর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহ'লে, সেই জ্ঞান আরও বর্দ্ধিত হবে সন্দেহ নাই আত্ম-জাত তরুর অঙ্কুর, যদি নিয়মিত সলিল-সেক প্রাপ্ত হয়, তাহ'লে, সে অঙ্কুর যেমন শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠে, কল্কির স্বভাব জাত এই জ্ঞানাঙ্কুরও তেমনি যদি এখন হ'তে গুরুর উপদেশ রূপ-সলিল-সেক প্রাপ্ত হয়, তাহ'লে নিশ্চয়ই ঐ জ্ঞানাঙ্কুর দ্বিগুণরূপে পরিবর্দ্ধিত হবে তাই ব'লছি প্রিয়ে। তোমার যদি মত হয়, তবে আগামী কল্য শুভ দিন আছে, ঐ দিনেই কল্কির উপনয়ন সংস্কার দিয়ে গুরুগৃহে প্রেরণ করি।

সুমতি। নাথ! আপনার যখন ইচ্ছা হ'য়েছে, তখন আর দাসীর ইচ্ছা না হবে কেন?

বিষ্ণুযশা। তবে প্রিয়ে! তুমি যাও, উপনয়নের সামগ্রী প্রস্তুত করগে

সুমতি। যে আজ্ঞা

(প্রস্থান)

বিষ্ণুযশা। (কল্কির প্রতি) বৎস! সম্প্রতি তোমাকে উপনয়ন রূপ ব্রহ্ম সংস্কারে, সংস্কৃত ক'রে, সাবিত্রী উপদেশ প্রদান ক'রব; শেষে তুমি বেদ পাঠের জন্য গুরুগৃহে গমন ক'রবে।

কল্কি। পিতঃ! বেদ কাকে বলে? সাবিত্রীই বা কি?

বিষ্ণুযশা। বৎস হবির বাক্যকেই বেদ বলে সেই বেদ-মাতার নামই সাবিত্রী

কল্কি। পিতঃ। ব্রাহ্মণ হ'তে হ'লে,তাকে কি কি ক'র্‌তে হয়?

বিষ্ণুযশা ত্রিগুণ সূত্রে গ্রন্থি দিয়ে, তাকে ত্রিগুণ ক'রলেই যজ্ঞসূত্র হয়; ব্রাহ্মণ-কুমারগণ, সেই যজ্ঞসূত্র ধারণ ক'রেই ব্রাহ্মণ-রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন দশযজ্ঞ দ্বারা সংস্কার প্রাপ্ত হ'লে, ব্রাহ্মণও ব্রহ্ম-বাদী ব'লে পরিগণিত হয়

কল্কি। পিতঃ। ব্রাহ্মণেরা, জগতের উপকারের জন্য কি কি কার্য্য ক'রে থাকেন?

বিষ্ণুযশা। বৎস কল্কি। বিপ্রগণ, জগতের কল্যাণসাধন জন্য, বেদের রক্ষা বিধান ক'রে থাকেন। আর—যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপ, বেদপাঠ, ও সংযম দ্বারা বৈদিক মন্ত্রানুসারে ভক্তিযুক্ত হ'য়ে, শ্রীহরির প্রীতিসাধন করেন।

কল্কি। পিতঃ। দশবিধ সংস্কারের কথা ব'ল্লেন, সে দশ সংস্কার কাকে বলে? আর ব্রাহ্মণগণ কিরূপেই বা হরির উপাসনা ক'রে থাকেন?

বিষ্ণুযশা। গর্ভাধান প্রভৃতি যে সকল সংস্কার আছে, তার নামই দশসংস্কার। সে সব, এর পরে জান্তে পা'রবে, যে ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ ঔরসে এবং ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মধারণ ক'রে দশ-সংস্কার প্রাপ্ত হয়, আর যিনি ত্রিসন্ধ্যা, সাবিত্রী-জপ ও অর্চ্চনাদি করেন, এবং যিনি সর্ব্বদা তপ নিরত, সত্যবাদী, ধীরপ্রকৃতি ও ধর্ম্মতৎপর হন, তিনিই হরির পূজা বিধি অবগত হ'য়ে, সর্ব্বদা সদানন্দে কাল অতিবাহিত করেন; অকূল ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হ'তে তাঁকে আর চিন্তা ক'র্‌তে হয় না।

কল্কি। পিতঃ। সেই সব মহাত্ম বিপ্রগণ, এখন কোথায় আছেন?

বিষ্ণুযশা বৎস কল্কি! সেই সব মহাত্মাগণ, বিপ্রদ্বেষী ও ধর্ম্মনাশক কলি কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হ'য়ে, বর্ষান্তরে প্রস্থান ক'রেছেন। যে সব বিপ্রগণ, এখন এই কলিযুগের অধিকারে বাস ক'র্‌ছে, তারা সবই অধার্ম্মিক, বৈদিক-ক্রিয়াবিহীন, পাপী, আচারভ্রষ্ট, নিস্তেজ ও শূদ্রসেবী

কল্কি পিতঃ তবে আমাকে উপনয়ন দিয়ে দিন, আমি গুরুগৃহে গমন ক'র্‌ব।

বিষ্ণুযশা এই কল্যই তোমার উপনয়ন কার্য্য সমাধা ক'র্‌ব (স্বগতঃ) আহ। এমন অমূল্য রত্ন পুত্র—যার বিদ্যমান, তার আবার ধনের অভাব; আমি অজ্ঞান এবং মোহান্ধ ব'লেই উদর চিন্তার জন্য ব্যাকুল হই কিছুতেই আমার সে মোহ ভঙ্গ হ'ল না যেদিন, সুমন্ত আমার,—ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হ'য়ে চৈতন্যশূন্য হ'য়ে পড়ে, সেই দিনই ত সাক্ষাতে প্রত্যক্ষ কর'লেম যে, সেই অনাথের নাথ কৃপাসিন্ধু হরি, গোবিন্দরূপে এসে, আমার সুমন্তকে রক্ষা ক'রলেন এবং সেই গোবিন্দরূপিন্‌ হরিই, আমাদের সেই দিন হ'তে, নিত্য নিত্য আহার্য্য ফল প্রদান ক'রে যেতেন আবার যেদিন, কল্কির জন্ম হ'ল, সেদিন হ'তে আর গোবিন্দকেও দেখ্‌তে পাইনে, সেই অবধি রাজা বিষাখযুপ্‌ আমাদের আহারীয় প্রদান ক'র্‌ছেন এত দেখছি, তবুও ঘোর ভাঙ্গতে পারছি না। কিছুতেই এই পাপ উদরচিন্তার হাত হ'তে নিষ্কৃতি লাভ ক'রে, সেই পরমার্থ চিন্তায় চিত্তসমর্পণ ক'র্‌তে পারছি না। বুঝলেম, চিরদিনই এই অন্ধকারে নির্ব্বাসিত হ'য়ে থাক্‌তে হবে। সকলেই লাভের জন্য ব্যাপার করে, কিন্তু আমি এতদিন ব্যাপার ক'রতে এসে কি লাভ ক'রলেম? যারা মূলধন সম্বল ক'রে ব্যাপার ক'র্‌তে পারে, তারাই সে ব্যাপারে লাভবান্‌ হয় আমার যখন সেই মূলধনেরই অভাব, তখন আর ব্যাপারে

লাভ হবে কিসে? পূর্ব্বে হ'তে যদি মূলধন সঞ্চয় করতেম, তা হ'লে আর—আজ লাভের জন্য ভাবতে হ'ত না। যে সামান্য মূলধন ছিল, তাও নিজের দোষে পূর্ব্বেই খরচ ক'রে ব'সে আছি হায়! হায়, সামান্য কাচের মায়ায় মোহিত হ'য়ে, আপন দোষেই আজ কাঞ্চন লাভে বঞ্চিত হ'লেম।

গীত

আমি কর্ম্মদোষে, মায়ার বশে, হায় কি করিলাম,
অনর্থক অর্থের তরে পরমার্থে না স্মরিলাম
লাভ ক'রব ব'লে এসে, ভবের হাটে রইলেম ব'সে,
(কাঞ্চনের আশে)
শেষে, অকিঞ্চিৎ কাচে ম'জে, আমি কাঞ্চনে বঞ্চিত হ'লাম।
সম্বল যে ধন ছিল, ছজনে তা হ'রে নিল,
(কিছু না দিল)
তবে, ব্যাপারে কি হবে বল, আমি সম্বল যে হারাইলাম

(বিষ্ণুযশা ও কল্কির প্রস্থান)

## ষষ্ঠ অঙ্ক।

### প্রথম দৃশ্য।

( হিমালয়স্থ আশ্রমভূমি )

ভৃগুরামের প্রবেশ।

ভৃগুরাম। ( স্বগতঃ )

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং,
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

আহা মায়াময় মধুসূদনের কি মধুর লীলা। ব্রজপুরে ব্রজবালাদের সঙ্গে রাসলীলা ক'র্লেন, রাখালদের সঙ্গে গোষ্ঠে গোচারণ এবং তাদের উচ্ছিষ্ট ফল ভোজন ক'র্লেন, ভক্তগণ যেভাবে ভগবানকে লাভ ক'রতে চায়, ভক্তবৎসল হরি, সেই ভাবেই তাদের মনোরঞ্জন করেন। এত কৃপাই যদি না থাক্‌বে, তবে জগতের সকল জীবে তাঁকে ভক্তবৎসল ব'লে ডাক্‌বে কেন? আবার এই কলিযুগে, ধরার ভার লাঘব ক'র্‌বার জন্য, ভগবান কল্কিরূপে, বিষ্ণুযশা পত্নী সুমতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন সুধু কি ধরার ভার লাঘব ক'র্‌বার জন্যই, হরি কল্কিরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন? তা নয়, হরির এ অবতার গ্রহণের মধ্যে, নিশ্চয়ই অন্য কোন গূঢ়রহস্য আছে। আমার বোধ হয়, ধর্ম্ম হ'তে অধর্ম্মের

নিকৃষ্টত্ব এবং অধর্ম্ম হ'তে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করাই, ভগবানের এ অবতার গ্রহণের প্রধানতম উদ্দেশ্য যদিও, সাধারণ চক্ষে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি পরম অধার্ম্মিক, সেই পরমসুখে কালযাপন ক'রছে, আর যে ব্যক্তি প্রকৃত ধার্ম্মিক, সেই নিয়ত অশান্তি কষ্ট ভোগ ক'রে, চক্ষের জলে ধরাতল অভিষিক্ত ক'রছে কিন্তু একটু বিশেষ চিন্তা ক'রে জ্ঞানচক্ষে দর্শন করলেই, বেশ বুঝ্‌তে পারা যায় যে, তা নয়, অধর্ম্ম হ'তে, যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে সুখ—কেবল আপাত মধুর, জলবুদ্‌বুদের মত অচিরস্থায়ী, এবং তার পরিণামও অশেষ বিষময় আর ধর্ম্ম হ'তে, যে দুঃখ লাভ হয়, সে দুঃখ চিরস্থায়ী নয় এবং সে দুঃখের পরিণাম ফলও অতিশয় সুমধুর মায়ামুগ্ধ নর, কেবল নিজ বুদ্ধির দোষেই, এমন পরিণাম সুখকর ধর্ম্মকে পরিত্যাগ ক'রে, অধর্ম্মের আপাত রমণীয়তায় মুগ্ধ হ'য়ে, অধর্ম্মকেই আশ্রয় করে। সেই জন্যই ভগবান্ হরি, জগতের এই ভ্রমান্ধকার দূর ক'রবার জন্য, ধার্ম্মিকপ্রবর বিষ্ণুযশার ঔরসে এবং পতিব্রতা সুমতির গর্ভে, কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, এবং শীঘ্রই অধর্ম্ম সুহৃদ দুরন্ত কলিকে নিগ্রহ ক'রে, জগৎকে এই শিক্ষাদান ক'রবেন যে, "ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ক'রলে, তাকে অবশেষে কলির ন্যায় দুর্গতি লাভ ক'র্‌তে হয় এবং যে, ধর্ম্মকে অবলম্বন করে, সে—এই বিষ্ণুযশা ও সুমতির ন্যায় পরিণামে নিত্যসুখ প্রাপ্ত হবে ; অধিক কি, আমি নিজেই তাদের গৃহে অবতীর্ণ হই।" আহা! বিষ্ণুযশা ও সুমতির ন্যায় এমন ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতী আর কে আছে, যাঁর পাদপদ্ম হ'তে পতিতপাবনী সুরধুনী আবির্ভূতা হ'য়ে, ত্রিলোকের পবিত্রকারিণী হ'য়েছেন, যার নাভিপদ্ম হ'তে পদ্মযোনি জন্মগ্রহণ ক'রে, জগতের সৃষ্টিবিধান ক'র্‌ছেন, পঞ্চমুখ পঞ্চ মুখে, ষড়মুখ ষড় মুখে, যে বিশ্বরূপের স্বরূপ কীর্ত্তন ক'র্‌তে

পরাঙ্মুখ, সহস্রাক্ষ, সহস্র চক্ষে যাঁকে নিরীক্ষণ ক'র্‌তে অক্ষম, নারদ বীণাযন্ত্র দ্বারা যাঁর গুণগান ক'রে তৃপ্তিসাধন ক'র্‌তে পারেননা, অনন্ত যাঁর অন্ত পাবার জন্য, ক্ষিরোদ-সিন্ধু-নীরে, যাঁর শয্যা রূপে ভাসমান র'য়েছেন, সেই ত্রিগুণাতীত, অথচ, সত্ত্ব, রজঃ, তম এই ত্রিগুণময় ভগবান হরি, বালক-বেশে, বিষ্ণুযশাকে পিতৃসম্বোধন ও সুমতিকে মাতৃসম্বোধন ক'রছেন আহা! যিনি—জগৎ প্রসব করছেন, তাঁকে আবার যিনি প্রসব করেছেন, তাঁর তুল্য পুণ্যবতী আর কে আছে (উদ্দেশে) ওমা জগজ্জীবন-প্রসবয়িত্রি সুমতি তোকে আজ—জামদগ্ন্য উদ্দেশে প্রণাম ক'রছে। (প্রণাম) পত্নী হ'তে যে, পতির গতি হয়, তা এই বিষ্ণুযশাকে দিয়েই সপ্রমাণ হ'চ্ছে,অমন সাধ্বী রমণী—যাঁর গৃহিণী, সেই মহাত্মাকে ধন্য,আর আমাকেও ধন্য,কেন না,সেই পতিতপাবন হরি, বিদ্যাশিক্ষা প্রসঙ্গে, আমার আশ্রমে আগমন ক'রেছেন। আমার এমন কোনও সাধন বল ছিল না যে, ঐ সাধনের ধন হরির চরণ দর্শন ক'রতে পারি; কেবল ঐ বিষ্ণুযশা ও সুমতির কৃপা বলেই,সে সাধ আমার পূর্ণ হ'য়েছে। বৃক্ষরোপণ ক'র্‌লে, সেই বৃক্ষ যদি, কালে ফলবান হয়, তা'হলে বৃক্ষরোপণ কর্ত্তা, সেই ফল—কেবল নিজেই ভোগ না ক'রে, যেমন অপরকেও বিতরণ করেন, বিষ্ণুযশা ও সুমতিও তেমনি, তাঁদের ফলবান সাধন বৃক্ষের ফল, কেবল আপনারাই ভোগ না করে, অপরকেও বিতরণ করছেন কাযেই আমার সাধন-বৃক্ষ না থাক্‌লেও,ফল-লাভে বঞ্চিত হই নাই। আর হরিকে যে, আমি শিক্ষা প্রদান করছি, এতে আমার একটী বিশেষ স্বার্থও আছে, লোকে, বিদ্যাশিক্ষা ক'রে, গুরুর ইচ্ছানুযায়ী গুরুদক্ষিণা প্রদান ক'রে থাকে, আমাকেও কল্কিদেব হরি, যখন দক্ষিণা প্রদান করতে আস্‌বেন, তখন আমি আর অন্য দক্ষিণার অভিলাষ না ক'রে,একেবারে সেই নির্ব্বাণ দক্ষিণালাভ ক'রব;—

যাতে আর পুনর্ব্বার, ভব বন্ধনে বদ্ধ হ'তে না হয় ওরে মন! হরিকে লাভ ক'রেছিস্ ব'লে, তোরা যেন নিশ্চিন্ত থাকিস্ নে; তোরা কেবল সেই হরি নামই কর, কেননা রোগনাশের পক্ষে যেমন—বৃক্ষ ফল হ'তে বৃক্ষ মূল শ্রেষ্ঠ এবং উপকারিতা বিষয়ে যেমন গাভী হ'তে গাভীর দুগ্ধ শ্রেষ্ঠ, তেমনি ভক্তের পক্ষেও, হরি হতে হরিনাম শ্রেষ্ঠ, তাই বলছি, সেই হরিনাম বুলি যেন ভুলিস্‌নে, দিবানিশি, তোরা সেই নাম-সুধা রসে ম'জে থাক্

গীত।

(মন) হরিনাম লহরে লহরে,
মজরে মজরে,
সেই সুধাপূর্ণ শ্রীহরির নাম'সুধা-সাগরে।
বিষম বিষয় বিষে মত্ত কেনরে,
পান কর নাম সুধা, দূরে যাবে ভব-ক্ষুধা,
পাবি সদানন্দে সদা নব অন্তরে
অঘোর, যাইবি পুলকে, অন্তিম গোলোক লোকে,
শেষে, হ'য়ে জয়ী শমন-সহ বিষম সমরে।
(সদারামের প্রবেশ)

ভৃগুরাম। (সদারামের প্রতি) কি সদারাম। অনেক দিন পরে যে? বলি এতদিন কোথায় ছিলে?

সদা। নমি গুরো তব পায়,
সদারামে রে'খ পায়।
(এই) ভুনের ব্যাপার দেখব ব'লে,
হেথা হ'তে গেলাম চ'লে।
ঘুরে কত দেশ বিদেশ,
দেখ্‌লেম কত মজার শেষ।

ভৃগুরাম সদারাম . ভ্রমণ ক'রে, এতদিন কি দেখ্‌লে বল দেখি ?

সদা গুরো গো !

দেখ্‌লেম কত কারখানা,
এক মুখে তা বলা যায় না।
কলি রাজার বড়ই দাপ,
দেখে আমার লা'গল কাঁপ।
হুকুম তার বিষম কড়া,
ছাড়েনা সে ছেলে বুড়া '
হরির নাম যে করে মুখে,—
গোবর পোরে তারই মুখে।
টিকিওলা বামুন্ পেলে,
টিকিতে দেয় আগুন জ্বেলে।
পর নারী চুরি ক'রে,
রাখে এনে আপন ঘরে।
হায় কি হ'ল বল গুরো !
পাপে সংসার হ'ল পুরো।
ধরার মাঝে যেথায় গেলেম্,
সেথায় গিয়ে দেখ্‌তে পেলেম।
জলাঞ্জলি দিয়ে ধর্ম্মে,
মত্ত সবাই পাপ কর্ম্মে।
এই সকল দেখে শুনে,
বড়ই দুঃখ হল মনে।
বল গুরো ! কি উপায় হবে ?
জীবে কিসে উদ্ধার পাবে ?

ভৃগুরাম। সদারাম। তুমি, যে সব ব'ল্লে, সে—সবই যথার্থ,

এসব যে হবে, তা আমরা পূর্ব্ব হ'তেই অবগত আছি। এবং কল্কি-পুরাণেও, এ সকল বিষয় লিখিত আছে। কলিযুগের ধর্ম্মই হ'চ্ছে এই —"কলির প্রথম পাদে, লোকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে, পাপ আচরণ করে দ্বিতীয় পাদে, লোকে কৃষ্ণনাম বিস্মৃত হ'যে, বৌদ্ধ, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি ধর্ম্মের সহায়তা করে তৃতীয় পাদে, বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয় আর চতুর্থ পাদে, নরগণ সব, একবর্ণ হ'য়ে, বিষ্ণুক্রিয়া একেবারে বিস্মৃত হ'য়ে যায় এই সেই চতুর্থপাদের পূরণ সময় উপস্থিত কলির অবসানের দিনও নিকটবর্ত্তী ; ভগবান স্বয়ং কল্কি রূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন ; তিনি এই সব বিধর্ম্মীগণকে দলন ক'রে, কলিকে পৃথিবী হ'তে স্থানান্তরিত ক'রবেন এবং পুনরায় ধরাধামে, সত্য-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাসম্পাদন ক'রবেন আর জীবের উদ্ধারের কথা জিজ্ঞাস ক'রছ? এই কলিযুগে, এক হরিনাম ভিন্ন জীবের উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই ভক্তিপূর্ব্বক হরিনাম সাধন ক'র্‌লেই, জীবে ভবসাগর হ'তে পরিত্রাণ পাবে।

সদা। গুরো গো
বুঝ্‌লেম্ জীবের গতির উপায়,
আর একটা সুধাই তোমায়।
ঐ যে, ভক্তির কথা ব'ল্‌লে ভাল,—
"ভক্তি"টা কি খুলে বল

ভৃগুরাম সদারাম! তবে মনোযোগপূর্ব্বক ভক্তিযোগের কথা শ্রবণ কর, মহাত্মা সাণ্ডিল্য মুনি ব'লেছেন, যে "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" আবার দেবর্ষি নারদ ব'লেছেন যে, "সা কস্মৈচিৎ প্রেমরূপা" এই উভয় বাক্যের তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে এই যে, পরমেশ্বরের প্রতি আনুরক্তি অর্থাৎ পরমেশ্বরে অনুরাগ প্রদর্শন, এবং পরমেশ্বরে যে প্রেম বিকাশ, সেই ভক্তির স্বরূপ

সদা। বল গুরো! কিসে হয়,
হৃদিমাঝে (সেই) ভক্তির উদয়?

ভৃগুরাম সদারামরে! ভক্তির সাধন না ক'রলে, হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয় না আবার ভক্তির সাধন ক'রতে হ'লে, সেই ভক্তির সাধক কতকগুলি কর্ম্ম আছে, তাও ক'রতে হয়। সেই কর্ম্ম আবার নয় প্রকার; প্রথম—সাধুসঙ্গ লাভ, দ্বিতীয়—ভগবান বা ভগবতী বিষয়ক বাক্যালাপ, এবং তৃতীয় হ'ল—ঈশ্বরের গুণ-কীর্ত্তন; পরমেশ্বর সম্বন্ধে, ব্যাখ্যা করাই হ'ল চতুর্থ সাধন; আর পঞ্চম সাধন হ'ল—চরিত্রের পবিত্রতা, সংযম এবং ব্রত-পালনাদি; ভগবৎ-অর্চ্চনায় দৃঢ় ভক্তিই হ'চ্ছে ষষ্ঠ সাধন; মন্ত্রজপাদি হ'ল সপ্তম সাধন; অষ্টম সাধনে হ'ল—ভগবৎ-ভক্তের প্রতি পূজা প্রদর্শন, সর্ব্বজীবে ঈশ্বর জ্ঞান, বাহ্য বিষয়ে বিরক্তি এবং শম দম প্রভৃতি; আর ঐশ্বরিক তত্ত্ব বিচারই ভক্তির নবম সাধন। এখন বুঝ্‌লে সদারাম! ভক্তি লাভ ক'রতে হ'লে, কি কি সাধন ক'রতে হয়?

সদা। হাঁ, বুঝলেম গুরো তব কৃপায়,
আর একটা কথা বল আমায়।
মানুষ যখন ম'রে যায়,
আত্মা নাকি থেকে যায়?
দেহের মাঝে আত্মা থাকে
দেহ যায়, আত্ম থাকে?
এ সব কথা শুনলে পরে,
মনে কেমন খট্‌কা ধরে।

ভৃগুরাম সদারাম! সন্দেহ হবার কথাই বটে, যতক্ষণ না, দিব্য জ্ঞানের আলোক, হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, ততক্ষণ এ অন্ধকার দূর হয় না। জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হ'লে, তখন এ সকল বিষয়

প্রত্যক্ষ করা যায়। সদারাম, তুমি ব'লছ যে, দেহ মধ্যে আত্মা বাস ক'রছেন, কিন্তু দেহ বিনষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, অথচ আত্মার বিনাশ হ'চ্ছে না কেন? সদারাম। বিনাশ হয় কার? যে অনিত্য, তা'রই বিনাশ হয়; কিন্তু আত্মা যে, নিত্য বস্তু, আর আত্মা, দেহব্যাপী হ'লেও, দেহ ও ইন্দ্রিয় হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক।

সদা। আচ্ছা, দেহ ছাড়া আত্মা যদি,
বল গুরো! কৃপানিধি।—
তবে, সুখ দুঃখ কেমন ক'রে,
আত্মাতে বা ভোগ করে?

ভৃগুরাম। সদারাম! আত্মা যে, দেহ হ'তে পৃথক, সে বিষয়ে আ'র কোন সন্দেহই নাই। তৈলের সঙ্গে যেমন, জল মিশ্রিত হ'তে পারে না, তেমনি নিত্যবস্তু কখনও অনিত্য বস্তুর সঙ্গে মিলিত হ'তে পারে না। আর সুখ দুঃখ ভোগের কথা ব'লছ? সুখ দুঃখ ত আত্মাতে ভোগ করে না; ইন্দ্রিয়ের সহিত যখন, রূপ রসাদি বিষয়ের সংযোগ হয়, তখনই সুখ দুঃখাদির অনুভব হয়; তার সঙ্গে আত্মার কোনও সম্বন্ধ নাই; কারণ, সুখ দুঃখাদিও অনিত্য

সদা। তবে বল মোরে মহাশয়,
সুখ, দুঃখাদি কিছুই নয়?

ভৃগুরাম। হাঁ সদারাম! সুখ দুঃখাদির সঙ্গে, আত্মার যখন সম্বন্ধ নাই, তখন সুখ দুঃখাদি কিছুই নয়; কেবল ও সব বিকার মাত্র।

সদা। গুরো গো!
কেবল, বলছি মুখে কিছুই নয়,
কিন্তু, মনে কৈ সে জ্ঞান হয়?

ভৃগুরাম। বৎসরে! যখন আত্মজ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ যে সময়ে,

আপনাকে, লোকে, আত্মারূপে জান্তে পা'বে, তখনই মানুষ এই সুখ দুঃখাদির অসারতা উপলব্ধি ক'রে, সুখ দুঃখাদির কর হ'তে অব্যাহতি লাভ ক'রতে পারে আমিত পূর্ব্বেই ব'লেছি যে,আত্মা হ'তে সুখ দুঃখাদি বিভিন্ন তবেই দেখ, নিজকে আত্মারূপে জান্তে পা'রলে, সেই সুখ দুঃখাদির হস্ত হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কি না ? যারা দেহাভিমানী, অর্থাৎ যারা দেহকেই নিত্য ব'লে মনে করে, তাদের এ আত্ম জ্ঞান সহজে জন্মে না ।

সদা গুরোগো ! তবে কিসে জন্মে আত্ম জ্ঞান ?
ব'লে দাও মোরে সেই সন্ধান ।

ভৃগুরাম । সদারাম ! সর্ব্বদা স্বধর্ম্ম-প্রতিপালন এবং সৎগুরুর উপদেশ শ্রবণে, ক্রমে ও জ্ঞানের বিকাশ হয় । এ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ আছে, ক্রমে তোমায় ব'লব ।

সদা আচ্ছা, বুঝলেম্ গুরো এসব কথা,
বাকী আছে ( আর ) একটা কথা
সেই যে ব'ল্লে, দেহ গেলে—
আত্মা থাকে, যায় না চ'লে
এখন, সুধাই তোমায় সেই কথা,
আত্মা তখন থাকে কোথা ?
আর, রক্তমাংসের দেহখানা,
কোথা বা যায়, যায় কি জানা ?

ভৃগুরাম বৎসরে ! জানা যায় বই কি ? "মানুষ যেমন জীর্ণ-বসন পরিত্যাগ ক'রে নূতন বসন পরিধান করে, আত্মাও তেমনি এক দেহ বিনষ্ট হ'লে পুনরায় অন্য দেহে প্রবেশ করেন" । আর,—দেহের কথা জিজ্ঞাসা ক'রছ ? এই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত্ত, ব্যোম দেখতে পাও, এদেরই নাম পঞ্চভুত, এই পঞ্চভুতের

দ্বারাই দেহ গঠিত হয়; যখন সেই দেহ বিনষ্ট হয়, তখনই দেহ-পঞ্চভূত, পঞ্চভূতের সঙ্গে লীন হ'য়ে যায়

সদা। গুরো গো!
আমার মনের আঁধার,—
তোমার কৃপায় কাট্‌ল এবার
এখন, বিদায় হ'ল সদাপাগল,
চট্‌পটাপট্‌ বাজিয়ে বগল

(প্রস্থান)

ভৃগুরাম (কল্কিকে আসিতে দেখিয়া স্বগতঃ) এই যে, ধীরে ধীরে, আমার—নবীন মেঘখানি উদয় হ'চ্ছেন; কিন্তু, আজ এ মেঘ দর্শনে, অন্য দিনের মত চাতকের প্রাণ ত শান্ত হ'চ্ছে না! আজ এ মেঘের লক্ষণ বড় সুবিধা জনক ব'লে বোধ হ'চ্ছে না। কোথায় মেঘ দেখলে, চাতক আনন্দিত হ'য়ে উঠ্‌বে, তা না হ'য়ে যেন, বিষম হতাশ এসে চাতকের হৃদয়ে আবির্ভূত হ'চ্ছে; এমেঘ হ'তে আজ বারিবর্ষণ অপেক্ষা, বজ্রাঘাতের সম্ভাবনাই অধিক ব'লে অনুমান হ'চ্ছে। তাই যদি হয়, তবে ত চাতকের পিপাসা দূর হবে না। চাতক যে বড় পিপাসু হ'য়ে উঠেছে, এ প্রবল পিপাসার তবে কিসে শান্তি হবে?

গীত।

কেমনে চাতকের তবে মিটিবে প্রাণের পিপাসা,
বারি হীন মেঘে হেরি, নাই ও মেঘে বারির আশা।
বুঝি চাতকের আর নাই ভরসা
জল দে জল দে ব'লে, ডাকিলাম জল পাব ব'লে,
কে জানে জলদের জলে, হবে আজি হেন দশা,
(গতি কি হবে কি হবে) (এই চাতকের)
ঐ জলদের জল বিনে কিসে যাবে এ পিপাসা।
আমার আছে ঐ এক মেঘের আশা॥

ও যে মেঘে ঘিরে আছে বাজে, পাছে ও বাজ বুকে বাজে,
আমার, এই ভয় আজ মনের মাঝে, ঘটে পাছে কি দুর্দ্দশা,
( কি আছেরে আছেরে ) ( আমার ভাগ্যে লেখা )
নইলে, নবঘন হেরে কেন মেটেনা আজ প্রাণের তৃষা।
গেল গেলরে চাতকের আশা।

কল্কির প্রবেশ।

কল্কি গুরুদেব। কল্কি আপনাকে প্রণাম ক'র্‌ছে (প্রণাম)

ভৃগুরাম। (স্বগতঃ) তোমার প্রণাম, তুমিই গ্রহণ কর। কারণ আত্মারাম রূপে সকলের দেহেই বিদ্যমান আছ (প্রকাশ্যে) বৎস কল্কি। বিদ্যাগৃহ হ'তে অকস্মাৎ আসবার কারণ কি?

কল্কি। গুরুদেব। আপনার প্রসাদে, আমার সমস্ত সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ, এবং ধনুর্ব্বেদ আদি সকল বিদ্যাই শিক্ষা হ'য়েছে। এখন গৃহে গমন ক'রব ব'লে, আপনার অনুমতি নিতে এসেছি। অনেক দিন জনক জননীর পদযুগল দর্শন করি নাই

ভৃগুরাম। (স্বগতঃ) যা ভেবেছিলাম, তাই ঘ'টল দেখছি, এ মেঘে,—আজ বজ্র ভিন্ন জলের বিন্দুও নাই। (প্রকাশ্যে) কি ব'ল্লে কল্কি। বিদায় গ্রহণ ক'রতে এসেছ? হাঁহে। বলি, আজ আমার কাছে বিদায় গ্রহণ ক'রতে এসেছ?

কল্কি হাঁ। গুরুদেব।

ভৃগুরাম। তবে আর কেন? আর ও গুরু সম্বোধন কেন? ও সম্বন্ধ পরিত্যাগ কর এত দিন গুরু ব'লেছ, শঙ্কা হয় নি, আজ যখন বিদায় গ্রহণ ক'রতে এসেছ, তখন তোমার ও গুরু সম্বোধনে, অন্তরে বড় ভয়ের সঞ্চার হ'চ্ছে। কেননা, আমি জানি, তুমি যে স্থানে যতদিন অবস্থান কর, সেস্থানে ততদিন পাপ প্রবেশ ক'রতে পারে না, সেই জন্যই তোমাকে, পূর্ণ ব্রহ্ম হরি ব'লে জান্তে পা'রলেও, তোমার গুরুত্ব-পদ গ্রহণে, পাপ

আশঙ্কা করি নাই ; কিন্তু হরি ! আজ যখন, এই ভৃগুরামের গৃহ হ'তে বিদায় হ'চ্ছ, তখন আর কোন্ সাহসে, তোমার গুরুত্ব-পদ স্বীকার ক'রে, পাপের পথ পরিষ্কার ক'রে রাখ্‌ব ? হরিহে !'আর—সে বিকার নাই যে, আচ্ছন্ন হব ; তুমি যে দিন দেখা দিয়েছ, সেই দিনই আমার বিকার বিনষ্ট হ'য়েছে চন্দ্র উদয় হ'লে কি, সেখানে আর অন্ধকার থাকে ? কল্কি ! আমি কি তোমায় বিদ্যাশিক্ষা দেব ব'লেই, আশ্রমে এনেছিলেম ? তা নয়, কারণ আমি কি জানি না যে, স্বয়ং বিদ্যারূপা সরস্বতী তোমার হৃদয়ে বিরাজমানা ; কেবল,আমার অবিদ্যানাশ ক'র্‌বার জন্য,আর তোমার ঐ নবীন নীরদ শ্যামরূপ দেখ্‌ব ব'লেই তোমার গুরুত্ব-পদ স্বীকার ক'রেছিলেম ; কিন্তু এত সম্ভব যে, ও মোহনরূপ দর্শনে বঞ্চিত হব, সে বিশ্বাস ছিল না তা যখন, তুমি নিজেই বঞ্চনা ক'রছ, তখন আর উপায় কি ? তবে—এখন এক কায কর, তোমার পদ—তুমিই গ্রহণ কর। আজ যাবার সময়ে,তোমার গুরুত্ব-পদ তুমিই গ্রহণ কর , কেননা,তুমি যখন আমাকে পরিত্যাগ করছ, তখনই বুঝ্‌তে পেরেছি যে, আমার গ্রহ নিতান্ত কুপিত হ'য়েছে ; গ্রহ কুপিত না হ'লে, তুমি গৃহত্যাগ ক'রবে কেন ? গ্রহ কুপিত হ'লে, লোকে, শান্তিস্বস্ত্যয়ন ক'রে, গ্রহ শান্তি করে ; তা আজ আর আমার, অন্য শান্তিস্বস্ত্যয়নে প্রয়োজন কি ? গুরু উপস্থিত থাক্‌তে, অন্য কোন অর্চ্চনা ক'র্‌তে হয় না , তাহে জগৎগুরো ! তুমি যখন, সম্মুখে উপস্থিত, তখন আর অন্য দেবার্চ্চনা কি ক'রব ? আজ তোমার—শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দিলেই, আমার সকল গ্রহের শান্তি হবে তাই বল্‌ছি, হে দেবারাধ্য ধন ! আজ এই ভার্গবের হৃদয়াসনে এসে,একবার দাঁড়াও,আমি নয়ন মুদ্রিত ক'রে, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি অঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক আমার সকল গ্রহের শান্তি করি, আর যেন আমাকে দুষ্টগ্রহের করে, নিগ্রহ ভোগ ক'র্‌তে না হয়।

গীত।

হে দেব-বাঞ্ছা ধন,
করি হরি এই নিবেদন,
দাঁড়াও হৃদে, আঁখি মুদে, করি ও রূপ দরশন
কুপিত গ্রহ নিতান্ত, জেনেছি হে রাধাকান্ত,
করিতে সেই গ্রহ শান্ত, একান্ত মনন
ভক্তি-তুলসীর দলে, পুজি শ্রীপদ-কমলে,
আর যেন হে গ্রহ-দলে, নিগ্রহ করে না কখন

কল্কি মহাত্মন্। আপনার অজ্ঞাত কি আছে? আপনি ত, আমার এই অবতার গ্রহণের কারণ সবই জানেন। আমি যখন মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছি, তখন আমাকে মানবের ন্যায় সকল কর্ম্মই ক'র্‌তে হবে কেন না, আমাকে আদর্শ ক'রেই, জীবে সব কর্ম্ম ক'রবে, আদর্শ পুরুষ, যে পথে গমন করে, অন্যান্য পশ্চাৎ-বর্ত্তীগণও, সেই পথের অনুসরণ করে। আমি যদি গুরু ব'লে, ব্রাহ্মণের গৌরব বৃদ্ধি না করি, তবে অন্যে, সে গৌরবরক্ষা ক'রবে কেন? সুধু নররূপেই বা কেন, আমি গোলোকেও ভৃগুপদ ব'ক্ষে ধারণ ক'রে, ব্রাহ্মণের গৌরব বৃদ্ধি ক'রেছিলেম, অদ্যাপি সে পদ-চিহ্ন আমার বক্ষঃস্থলে শোভা পাচ্ছে। তা আপনিও যখন সেই ভৃগুকুলতিলক ভৃগুরাম, তখন আর আপনাকে গুরু ব'লে সম্বোধন ক'রতে পারব না আর আপনি কি জানেন না যে, এই সংসারের প্রত্যেক পরমাণু পর্য্যন্ত, আমা-ভিন্ন নয়, আমি প্রত্যেক জীবের দেহেই পরমাত্মারূপে বাস করছি, সবই যখন আমি, তখন আমার গুরুই বা কে? শিষ্যই বা কে? আমি নিজেই গুরু হ'য়ে উপদেশ দি, আবার নিজেই শিষ্যরূপে সেই উপদেশ গ্রহণ করি তাই বল্‌ছি হে ভার্গব! আপনার এ গুরুত্ব পদ গ্রহণে, পাপের আশঙ্কা নাই। এখন বলুন দেখি, আমাকে দর্শন ক'রলে কি, আর পাপের ভয় থাকে?

ভৃগুরাম। তা জানি, তোমাকে দর্শন ক'র্‌লে কেন, তোমার নাম স্মরণ ক'র্‌লেও, তার পাপের ভয় থাকে না, তা জানি, কিন্তু আমার পক্ষে আবার তার বিপরীত ভাবই দেখতে পাই, তার প্রমাণ ব'ল্‌ছি, ত্রেতায়—রাম-অবতারে, যেদিন হরধনু ভঙ্গ ক'রে, সীতাসহ অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কর সেই দিন পথিমধ্যে এই ভৃগুরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'য়েছিল তোমার গর্ব্বখর্ব্ব করবার জন্য, তোমাকে আমার ধনুক ভঙ্গ ক'রতে দিয়েছিলেম; তুমি সেই ধনুর্ভঙ্গ ক'রে, আমাকে ব'লেছিলে নয়, যে, তুমি ব্রাহ্মণ—তাই তোমাকে বধ না ক'রে, তোমার স্বর্গ পথ রোধ ক'রলেম হাহে, বলি, সে কথা মনে পড়ে কি? বলি, তোমার দর্শনে কোথায় স্বর্গের পথ পরিষ্কার হবে, তা না হ'য়ে, সে পথ রুদ্ধ হ'ল। তাতেই ব'লছিলেম যে, আমার ভাগ্যে সবই বিপরীত বীজ সকল ক্ষেত্রেই সমান ভাবে উৎপন্ন হয় না, স্বাতি নক্ষত্রের বারি, সকল স্থলেই পতিত হ'লে, মুক্তার আকার ধারণ করে না সমুদ্র মন্থন ক'রে, সকলেই সুধা লাভ ক'রেছিলেন; কিন্তু মহাদেবের ভাগ্যে, বিষম হলাহল উত্থিত হ'ল।

কল্কি। ভার্গব! রাম অবতারে, আপনার স্বর্গের পথ রুদ্ধ ক'রেছিলেম ব'লে, আপনি ভীত হ'চ্ছেন? হা গুরে! বলুন দেখি, আমাকে দর্শন ক'রে, যদি তার স্বর্গেই গমন ক'রতে হ'ল, তবে আর আমার মোক্ষফল-দাতা নামের গুণ কি হ'ল? স্বর্গে কি নিত্য সুখ আছে? স্বর্গেও ভোগ লালসা আছে, স্বর্গে গিয়েও বাসনার হস্ত হতে নিষ্কৃতি পাবার সাধ্য নাই, আর সে স্বর্গ ভোগও চিরস্থায়ী নয়, পুণ্যের ক্ষয় হ'য়ে এলেই, আবার স্বর্গ হ'তে পতন আছে। কিন্তু আমাকে, যে—দর্শন করে, তার আর কোন বাসনাই থাকে না, তার জন্য আমি, মুক্তির পথ চির মুক্ত ক'রে রাখি, সে একেবারে জীবন্মুক্ত হ'য়ে নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হয়, আর তাকে ভব মায়ায় আচ্ছন্ন হ'তে

হয় না। এখন বলুন দেখি, আপনার স্বর্গপথ রোধ ক'রে, আমি আপনার অপকার ক'রেছি, না উপকার ক'রেছি? আর ব'ল্‌ছেন যে, সমুদ্র মন্থনে, মহাদেবের ভাগ্যে সুধার পরিবর্ত্তে, বিষম হলাহল উত্থিত হ'য়েছিল, কিন্তু, মহাদেব ত ঐ বিষের জন্যই সমুদ্র মন্থন ক'রেছিলেন, তিনিত সুধার জন্য সাগর মন্থন করেন নাই। যারা অমরত্ব লাভের জন্য প্রয়াসী, তারাই ত সুধা পান কর্‌বে, যিনি স্বয়ং সংহার-কর্ত্তা মৃত্যুঞ্জয়, তার আবার মৃত্যুভয় কি? তবে, তাঁর সেই বিষ পান ক'রবার একটী উদ্দেশ্য ছিল, তিনি, সেই কালকূট ভক্ষণ ক'রে, সুধা পানাভিমানী দেবগণকে, দেখালেন যে, দেখ রে দেবগণ! প্রকৃত সাধুপুরুষের নিকট, সুধা এবং গরলে, কোনও প্রভেদ নাই, তোরা যেমন,সুধা লাভ ক'রে, অমরত্ব লাভ ক'র্‌লি, আর আমি, এই বিষ পান করেও তেমনি, বিষকণ্ঠ নাম ধারণ ক'র্‌লেম, আর—এ ভাবও প্রদর্শন ক'রলেন,যে,—যে, দর্শন ক'রতে জানে, সে—সকলকেই উৎকৃষ্টরূপে দর্শন করে।

ভৃগুরাম। হরিহে! না, আর কিছুই শুন্‌তে চাইনে। তুমি যখন নিজ মুখেই ব'লেছ, যে, মুক্তি হবে, তখন আর দ্বিরুক্তি ক'রব না। আহা! এত দয়াই যদি না থাক্‌বে, তবে দয়ার সাগর হবে কেন? সাগরের তীরে গিয়ে কি, কেউ আর তৃষ্ণার জন্য কাতর হ'য়ে থাকে? আমিও যখন,এমন দয়ার সাগর তীরেএসেদাঁড়িয়েছি, তখন আর পিপাসা নিবারণের জন্য চিন্তা কি দয়াল হে! তুমি যে, কখন কাকে, কি ভাবে ধন্য কর, তা বুঝে, এমন সাধ্য কার? রামরূপে, সুগ্রীব এবং গুহককে মিত্র ব'লে ধন্য করেছিলে, আবার এই কল্কিরূপে, আমাকে গুরু ব'লে, ধন্য ক'রলে।

কল্কি। গুরুদেব! এখন আপনাকে, কি গুরুদক্ষিণা প্রদান ক'রব বলুন, তাই প্রদান করি।

ভৃগুরাম। (স্বগতঃ) ছলনাময় আবার ছলনা ক'রছেন, নিজ

মুখেই প্রকাশ ক'রলেন যে, আমার দর্শনে, আর কারুর কোন বাসনা থাকে না, এখন আবার নিজেই, সেই বাসনার কথা জিজ্ঞাসা ক'রছেন। সুগায়ক যেমন, আপন সঙ্গীতের নৈপুণ্য বিষয়ে, জ্ঞাত থাকলেও, যতক্ষণ না—শ্রোতাগণের মুখ হ'তে, প্রশংসাবাদ বহির্গত হয়, ততক্ষণ যেমন, গায়কের মনে সন্দেহই থেকে যায়, হরিও তেমনি, নিজের মাহাত্ম্য জেনেও, আবার আমার মুখ হ'তে, সেই মাহাত্ম্য শ্রবণ ক'রতে বাসনা ক'রেছেন। (প্রকাশ্যে) হরি আর আমার দক্ষিণার প্রয়োজন কি? যখন আমার "দক্ষিণে" গমনের ভয় নিবারণ হ'ল, তখন আর দক্ষিণের প্রয়োজন কি? কেন না, তোমার গুরু-দক্ষিণা দ্বারা, দক্ষিণের কার্য্যই অধিক উদ্ধার হয়, তার প্রমাণ, সন্দিপনিমুনিকে যখন, গুরুদক্ষিণা দাও, তখন সেই সান্দীপনি পুত্রকে, সেই দক্ষিণদেশ হ'তে উদ্ধার ক'রে, এনে দিয়েছিলে। তবে যখন, তুমি ব'লছ, তখন আমাকে এই দক্ষিণা দান কর, যাতে শীঘ্রই পাপ কলি কণ্টক, সদলে উন্মূলিত হয় এবং মরু ও দেবাপি নামক ধর্ম্মশীল মহাত্মাদ্বয়, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে, পুনরায় ধর্ম্মের সংস্থাপন ক'রতে পারেন, তাই কর তা হ'লেই আমার, পরম তৃপ্তি লাভ হবে, এবং তা হ'লেই আমার, সম্পূর্ণ দক্ষিণা গ্রহণ করা হয়।

কল্কি। (স্বগতঃ) আহা! ভার্গবের ন্যায়, এমন পরহিতাকাঙ্ক্ষী পুরুষ কে আছে? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা গুরুদেব! তাই হবে।

ভৃগুরাম। এখন তুমি, বিল্বোদকেশ্বর মহেশ্বরের নিকট হ'তে, "শুক," "তুরঙ্গম" ও "করবাল" গ্রহণ ক'রে সিংহলে—বৃহদ্রথ-কন্যা লক্ষ্মী-রূপিণী পদ্মার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক, স্বকর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হওগে। মনে ক'রনা, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, একথা আমার মুখ হ'তে বহির্গত হ'লেও, সে তোমার নিজ মুখেরই কথা। বংশী যেমন, বাদনকারীর মুখ-নিঃসৃত গীতকেই, প্রকাশ

করে, বদন-কারীকে সন্তুষ্ট ক'রে, তুমিও তেমনি, ভক্ত-মুখের দ্বারা নিজ কার্য্য ব্যক্ত ক'রে পরিতুষ্ট হও। তুমি যা—করাচ্ছ, আমরা তাই ক'র্‌ছি কেননা, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথ নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"। হরি! আর কি ব'লব, যাই তবে, তপস্যার সময় হ'য়ে এসেছে।

(প্রস্থান)

কল্কি আমিও, বিল্বোদকেশ্বরের নিকট যাই।

(প্রস্থান)

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

(গিরি-প্রদেশ)

কল্কির প্রবেশ

কল্কি। (সম্মুখে বিল্বোদকেশ্বর মূর্ত্তি দেখিয়া স্বগতঃ) ঐ যে, সম্মুখে বিল্বোদকেশ্বর মহেশ্বর-মূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে, এখন—ঐ মূর্ত্তিকে প্রণাম করি। (প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে) হে মদন মথন-কারি-মাধব মনোহারি-মখবিনাশিন্ মহাদেব! মর্ত্তে এসে, মাধব তোমাকে, মানস-পদ্মে রেখে, মানসপূজা ক'র্‌ছে, মনোবাসনা কি পূর্ণ হবে না? হে কুমারীকান্ত কাপালভৃৎ কৃপাময় কৈলাশ-বিহারিণ্। কলি কলুষিত কলিকালে, কর্ম্মকাণ্ড সব কাল-কবলে কবলিত, কলি-করাক্রান্ত সকলেই, কীর্ত্তিবিহীন ও কাতর হ'য়ে, প'ড়েছে, তাই—সেই কাতরগণকে, কলি কর হ'তে, রক্ষা ক'র্‌বার জন্য, কৃষ্ণ আজ, কলির কালস্বরূপ কল্কি রূপে, জন্মগ্রহণ ক'রেছে; কিন্তু তোমার কৃপা না হ'লে ত, কল্কির কিছুই ক'রবার সাধ্য নাই; তোমার করস্থ করাল করবাল ভিন্ন যে, এ কলি-কণ্টক

কর্ত্তন ক'রতে সমর্থ হবে না। তাই কল্কি কাতর হ'য়ে, তোমার কৃপা-কণা কামনা ক'রছে। কৃপাময়। কৃপা-কণা বিতরণ কর ; আমি কালরূপ কলি-কন্টক উৎপাটন ক'রে, পুনরায় কৃতযুগের সংস্থাপন করি।

গৌরীসহ শিবের আবির্ভাব।

(স্তব)

১

কল্কি। প্রমথেশ মশেষ মনঙ্গরিপুং
সুরবৃন্দ-সুবন্দিত মাদিবিভুং।
বৃষবাহন মস্তক-নাশকরং,
প্রণমামি ভবং ভব ভীতি হরং।

২

সুর-জহ্নু সুতা-যুত-মূর্দ্ধজটং
শশিখণ্ড-বিমণ্ডিত-ভালতটং।
ফণিভূষণ মীশ্বর মস্তকরং
প্রণমামি ভবং ভব-ভীতি হরং।

৩

লয়-তাণ্ডব-নর্ত্তক মঙ্গলয়ং
ত্রিপুরাসুর-শাতক মস্তভয়ং।
শবভস্ম-বিভূষিত শৃঙ্গধরং,
প্রমামি ভবং ভব ভীতি হরং।

৪

ভব সাগর-তারণ-শক্তিধরং
লয়কারণ-কারণ-সৃষ্টি-হরং।
দলিতাঘ মঘোর "মঘোর"পরং
প্রণমামি ভবং ভব-ভীতি-হরং।

গীত।

শঙ্কর শশি-শেখর,
বিশ্বেশ্বর, পরহর, পরাৎপর, স্বয়ম্ভু, শূলধর, হে মহেশ্বর
ভস্ম-বিভূষণ, ভুজঙ্গ ভীষণ, অনঙ্গ-নাশন, ধরহে বিষাণ,
পর বাঘাম্বর, কভু দিগম্বর, সদা শিব-কর, অশিব-হর।
ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসন, মখ-বিনাশন, ত্রিপুর-ত্রাসন, বৃষভ বাহন,
অঘোর, অঘোর অঘ-হর হর, হে বরদাবর, কৃপা বিতর

শিব (কল্কির প্রতি) হাঁহে বিরূপাক্ষ ব'ক্ষের ধন কল্কিরূপিণ্—হরি। হ'য়েছে, আর ছলনা কেন ? এস, এখন এস, একবার বক্ষের ধন—ব'ক্ষে এস ; অনেক দিন্ ব'ক্ষে করি নাই ; ভোলার বক্ষঃস্থল বড়ই তাপিত হ'য়ে র'য়েছে ; আজ ঐ শ্যামল সুন্দর নবীন নীরদ-নীরে, সেই বক্ষঃস্থল শীতল করি। (কল্কিকে ব'ক্ষে ধারণ পূর্ব্বক) (স্বগতঃ) আ—জুড়ালরে, আজ এই তুষার-শীতল শ্যাম অঙ্গ-সংস্পর্শে, হৃদয় জুড়ালরে আ—শান্তি। শান্তি। শান্তি !! ওরে সাধে কি,ভোলা শ্মশানবাসী, সাধে কি ভোলা, সংসার-সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে, ভিখারী বেশ ধারণ ক'রেছে ? ওরে এ ভোল, যার ভাবে ভোলা, তারে পেলে যে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পদও ভুল্‌তে ইচ্ছা হয় এ সামগ্রী কি, সংসারী হ'লে লাভ ক'রতে পার্‌তেম ? শ্মশানবাসী হ'য়েছি বলেই, সংসার ভুল্‌তে পেরেছি ; আবার সংসার ভুল্‌তে পেরেছি ব'লেই,এই সংসার-দুর্লভ অমূল্যধন লাভ ক'রেছি। সংসার-বিরাগের পক্ষে, শ্মশান যেমন উৎকৃষ্ট উপদেষ্টা, তেমন আর কেউ নাই, শ্মশান-ভস্মের প্রত্যেক পরমাণুতে যেন, সংসারের অসারতা গাঁথা র'য়েছে ধনী, নির্ধনী, ভদ্র, অভদ্র, বিজ্ঞ, মূর্খ সকলের পরিণাম চিত্রই,শ্মশানের ভস্মরাশিতে চিত্রিত আছে ; সে চিত্রের মর্ম্ম যে, বুঝতে পে'রেছে, সেই—সেই সংসার-সুখের

অসারতা হৃদয়ঙ্গম ক'রে, সংসার সুখে, চির বিসর্জ্জন দিতে পেরেছে সেই জন্যই, শ্মশান-ভস্মকে আমি ভালবাসি, আর সেই জন্যই, এই সংসার বিরাগের উপদেষ্টা ভস্মরেণুকে, বিভূতি রূপে, সর্ব্বাঙ্গে লেপন ক'রে রেখেছি, এমন বিরাগ মন্ত্র অঙ্গে থাক্‌তে, আর আমাকে, সংসার বিষধরে, দংশন ক'র্‌তে পা'র্‌বে না।

গৌরী মহেশ্বর! দিন, দিন, আমাকে একবার, ওধন দিন। ওধন কি কেবল, আপনিই ভোগ ক'র্‌বেন?

শিব। (স্বগতঃ) শিবের সুখ্ দে'খে, শিবানী আর সহ্য ক'রতে পা'র্‌লেন্ না। আমি যা ক'র্‌ব, শিবানীরও তাই ক'রতে হবে, এ ধারা চিরদিনই দেখে আস্‌ছি আমি যখন, ভৈরবরূপে শ্মশানে ফিরি, শিবানীও অমনি, ভৈরবী সেজে, সঙ্গিনী হন। আমি দিগম্বর বেশে, শূল ধারণ ক'র্‌লেম, শিবানীও অমনি, "শূল-হস্তাদিগম্বরী"। নামগুলিতে পর্য্যন্ত গৌরীর বিদ্বেষ, আমি শঙ্কর, গৌরীও শঙ্করী, আমি মহাকাল, শিবাণীও মহাকালী। আমি রুদ্র, উমাও রুদ্রাণী আজ অনেক দিনের পর, গোলোক-বিহারীকে বক্ষে ধারণ ক'রেছি, শিবানীও অমনি, বক্ষে ক'র্‌বার জন্য ব্যস্ত; কি ক'র্‌ব, চাইলে দিতেই হবে, না দিলে উদ্ধার নাই; শিবানীর প্রার্থনা ভঙ্গ ক'র্‌লে যে, কি তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়, তা আমার সেই দক্ষ যজ্ঞের সময়ে, বিশেষরূপে জানা আছে

গৌরী। কৈ নাথ! কথা ব'ল্‌ছেন না যে? বলি, ধন পেলে কি কেবল একাই ভোগ ক'রতে হয়?

শিব। পার্ব্বতি! একা ভোগ ক'র্‌বার্ ধন যদি এ হ'ত, তা হ'লে কি, আর ভিখারী ভোলা, এধন কাউকে দিত? এ ধনে সকলের সমান অধিকার ব'লেই, একা ভোগ ক'রতে পারি না

গৌরী। ভোলানাথ! আজ আপনার এত ভুল দেখ্‌ছি কেন? আপনি বল্‌ছেন যে, এ ধন যদি আমার নিজের হ'ত, তাহ'লে

অ র কাউকে দিতাম না। হা শঙ্কর! বলি আপনার যাতে অধিকার, এ শঙ্করীরও কি, তাতে অধিকার নাই? আপনার উপার্জ্জিত ধন কি, আমাকে দিলে, সে অন্যকে দেওয়া হয়? ও—ধন, দেবেন ব'লেইত, আজ আমাকে সঙ্গে ক'রে এনেছেন। তাকি সব ভুলে গেছেন?

শিব শঙ্করি ভুলের কথা ব'ল্‌ছ? এ ধন কাছে থাক্‌লে কি, আর অন্য বিষয়, না ভুলে থাক্‌বার যো আছে? ভুল না হ'লে কি, এ ধন লাভ করা যায়? ভুলানই যে, এ ধনের গুণ শিবে! যতদিন, ভুল না হয়, তত দিন, এ ধন লাভ হয় না। সেই জন্যই ত ভোলা সব ভুলে, ভোলানাথ নাম ধারণ ক'রেছে। সর্ব্বাণি! সুধু আমার ভুল হয় নাই, তোমারও ভুল হয়েছে, নইলে ভুলের কথা তুল্‌বে কেন? তা যখন, তোমারও ভুল হ'য়েছে, তখন বুঝ্‌লেম, আর এ ধনকে রাখ্‌তে পার্‌লেম না, এ ধন এখন, তোমার কোলে যাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছে, তবে এই ধন ভোগ কর

(কল্কিকে অর্পণ)

গৌরী। (কল্কিকে কোলে লইয়া) (স্বগতঃ) এতক্ষণে প্রাণ শীতল হ'ল আজ এই কৃষ্ণ-প্রস্রবণে, পার্ব্বতীর হৃদয়-শৃঙ্গ সুশীতল হ'ল। যারা আমাকে, ভিখারী-গৃহিণী ব'লে, অভাগিণী মনে করে, তারা আজ দেখুক যে, সেই ভিখারী-গৃহিণী ভগবতী আজ ভাগ্যবতী কিনা? এমন অমূল্য ঐশ্বর্য্য পেয়েও যদি শঙ্কর ভিখারী হন, তবে আবার ধনবান কে? এই ভিখারীর নারী হ'য়েছিলেম ব'লেই, আজ এ ধন লাভ ক'র্‌লেম, ইন্দ্রাণী হ'লে কখনই পার্‌তেম না (প্রকাশ্যে কল্কির প্রতি) নারায়ণ! এমন বিষণ্ণ বদনে, নির্ব্বাক হ'য়ে রইলে যে? পাষাণ-নন্দিনী পার্ব্বতীর ব'ক্ষে এসেছ ব'লে কি, কোমলাঙ্গে বেদনা পাচ্ছ? না, তাই বা বলি কিসে? তোমার অঙ্গস্পর্শ হ'লে ত, পাষাণের পাষাণত্ব

তাব পবিচয় ত, বাম অবতাবে, অহল্যাকে দিযেই দেখিয়েছ। তবে বল হবি কিজন্য এমন বিষণ্ণ ভাব ধাবণ ক'রেছ ?

কল্কি। মাগো সন্তানেব ব্যথা, যদি মায়ে না বুঝতে পাবে, তাহ'লে, তাহ'তে আব কষ্ট কি আছে মা ? আমি দুরন্ত কলিকে, পৃথিবী হ'তে স্থানান্তবিত ক'রে, পুনরায সত্য ধর্ম্মেব প্রতিষ্ঠা সাধন ক'রব ব'লে, কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছি কিন্তু মা— এবাসনা . তোমার শক্তি ভিন্ন যে, সে বাসনা সিদ্ধ হবার উপায় নাই মা।

গীত।

কি হবে শিবানী,
নিরপায়ের উপায় তুই ঈশানী,
আমি বড় নিরুপায়, করমা উপায়, বাখ রাঙ্গাপায় দীনেব বাণী।
মা যদি না বুঝে মাগো সন্তানের ব্যথা,
এ হ'তে আর কি আছে মা বল দুখের কথা।
মা ব'লে আর এই ভবে, ডাকিবেনা কেহ তবে,
মা নামে যে রটিবে কলঙ্ক, ( মাগো )
তব শক্তি বিনে বল, কি বল্ আছে সম্বল,
দুর্ব্বল আমি যে নিতান্ত, ( মাগো )
( কৃপা কর্মা করমা ) ( কাতর সন্তানে ) ( এই দুর্ব্বল সন্তানে )
মাগো তুমি শক্তি স্বরূপিণী,
দেমা শক্তি দীনে দীন তারিণী,
এই সন্তানে সদয়া হওমা, হওনা যেন পাষাণী।

গৌবী হরি। তাব জন্যে তোম ব এত ভাবনা কেন ?

কল্কি। ভাবনা আছে ব'লেই ত ব'লছি মা। রাবণ বধেব সময়ে, তুমি বড় কষ্ট দিয়েছিলে, আমি রাবণকে বধ ক'রব ব'লে, যখন তার মৃত্যুবাণ এনে, ধনুকে সন্ধান কবি, তখন সেই বাণ-

পৃষ্ঠে, সকল দেবগণই আবে হণ ক'বে ছিলেন ; কেবল মা ! তুমিই এসে ছিলেনা ব'লে, আমাব ব ৎ তখন, নিশ্চল হ'যে প'ড়েছিল ; সে সময়ে,তুমি সেই দশাননেব রথে, দশভুজদ্বাবা দশাননকে, বক্ষে ধাবং ক'রে বসেছিলে ; শেষে সেই শবতে, অকাল বোধন ক'রে, তোমাব দশভুজা মূর্ত্তি পূজা ক'বতে আবম্ভ কবি , তখনও সদয়া হও নাই ; অবশেষে, যখন তোমার চরণে উপহার দেব ব'লে, আমাব নেত্র উৎপাটন ক'রতে যাই,তখন তুমি আমাব প্রতি সদয়া হও মাগো আমি যখনই, যাব বিরুদ্ধে অস্ত্রধাবং ক'বতে যাই, তুমি তখনই,তাব সহায় হ'য়ে দাঁড়াও ; সেই জন্যই ভয় যে, আবাব এই কল্কি অবতাবে, না জানি অদৃষ্টে কি আছে

গৌরী হরি ! সে দোষ, শুধু এক মায়েব দিলে চ'লবে না ; তাতে তোমাব ঐ ভোলানাথেবও কিছু দোষ ছিল আমি তোমাব সেই বাণপৃষ্ঠে, আবোহং ক'বব ব'লেই এসেছিলেম কিন্তু, ঐ বিষকণ্ঠের বাক্য-বিষে জর্জ্জবিত হ'যে, অভিমানে গিয়ে, রাবণের রথে আরোহণ করি । কিন্তু হরি ! আমি যখন রাবণের কাছে যাই, তখন তুমি কি, আমাকে ফিবাবাব জন্য চেষ্টা ক'রেছিলে ? বল দেখি, তাতে আমাব অভিমান হ'তে পাবে কিনা ? সন্তানেব উপকার ক'রতে এসে, মা যদি কোনও কারণে অভিমান বা ক্রোধ কবে, তাহলে, সেই সন্তান যদি তখন, মায়েব সেই ক্রোধ বা অভিমান ভঞ্জন না কবে, তাহ'লে,সে,—মাযেব মনে তখন কি কষ্ট হয় ? আব ভাবতে গেলে, তাতে ববং তোমাব গৌবব বৃদ্ধিই হয়েছিল , কাবণ—আমি বাবণেব সহায়তা ক'বৃতে না গেলে তুমি আমাব অকাল বোধনও ক'রৃতে না এবং জগতেও আমাব অকাল-বোধন প্রচার হ'তনা যদি বল, তাতে তোমাব গৌরব কি ? কিন্তু, হাঁহে নারায়ণ ! মায়েব গৌরব করাই ত পুত্রেব কর্ত্তব্য, সেই কর্ত্তব্য পালন কর্‌লেই ত, পুত্রের গৌবব বৃদ্ধি হ'ল আর

আমি যদি, তোমার অপকারিণীই হ'তেম, তা হ'লে বল দেখি, আজই বা আস্‌ব কেন? আমি এসেছি ব'লেই ত, তুমি আমার কাছে শক্তি প্রার্থনা ক'রছ, না এলে ত আর, আমার অপেক্ষা ক'র্‌তেনা, তুমি শিবকেই আজ ডেকেছ, আমায় ডেকেছ কি?

কল্কি। ওমা হরবল্লভে! হাঁমা! কি ব'ল্লে? আমি তোমাকে ডাকি নাই? শিবকে ডাকলে কি, শিবানীকেও ডাকা হয় না? তা যদি না হয়, তবে আমার দোষ হ'তে পারে। আমি ত জানি, শিব শিবানী—অভেদ, শিবকে ডাকলেই শিবানীকে ডাকা হয়। চন্দ্রকে দর্শন ক'রব ব'ল্লে কি আর, সেই সঙ্গে চন্দ্রিকা দর্শন ক'র্‌বার কথা বলা হয় না?

শিব। দেখলে শিবে! সুধু শিবের নয়, ওধন পে'লে, শিবানীরও ভুল হয়। আমি যেন ভোলা, আমার না হয় সব কাযেই ভুল হ'ল, কিন্তু ভবানি! তুমি ত স্মৃতি সঞ্চারিণী? তবে তোমার ভুল হ'ল কেন? দর্পহারী হরি কাছে থাক্‌তে, কারুর দর্প স্থির রাখবার সাধ্য নাই। আমার ভুল হ'য়েছিল ব'লে, তুমি যেমন দর্প ক'রে, সেই ভুল দেখিয়ে দিলে, আবার স্বয়ং হরির কাছেই, তোমার সেই দর্প চূর্ণ হ'ল। তুমি ভেবেছিলে যে, ছেলে কখনও মায়ের ভুল ধ'রবে না, কিন্তু, ওকি তোমার তেমন ছেলে, যে—ভুল ব'লে উদ্ধার পাবে? ভুল ত দূরের কথ, ও ছেলে যে মাকে বধ পর্য্যন্ত ক'র্‌তেও কুণ্ঠিত হয় না, তার প্রমাণ পরশুরাম অবতারেই পাওয়া গেছে।

গৌরী। (কল্কির প্রতি) হরি! শিব, শিবানী যদি পৃথক না হয়, তবে শক্তির জন্যই বা তোমার ভাবনা কেন? কেননা, শিব শিবানীতে প্রভেদ না থাকলে, হরি হরেও ত প্রভেদ নাই। তাহ'লে তিনই এক হ'ল।

কল্কি। মাগো! না, আর শক্তির জন্য ভাবনা নাই। যখন

শক্তির কোলে ব'সে আছি,তখন আর শক্তিকে পৃথক জ্ঞান ক'রব কেন ? এখন যেমন অভেদ রূপে আছিস্, তেমনি যেন চিরদিনই থাকিস্ মা। কেউ যেন, শিব শক্তিতে, আর হরিতে প্রভেদ না ভাবতে পারে

গৌরী। সর্ব্বশক্তিমান হরি! তোমা হ'তেই ত, শক্তির সৃষ্টি। তবে কেন শক্তি হারা হবার ভয় ক'রছ ? হ বুঝলেম, স্বনির্ম্মিত বস্তুর আদর, নিজে না ক'রলে, অপরে ক'রবে ন, তাই তুমি, তোমার সৃষ্ট শক্তিকে, নিজেই আদর ক'রে, আবার জগতের আদরণীয় ক'রে দিচ্ছ। কেশব হে! তোমার কৌশল, স্বয়ং সৃষ্টি-কুশল বিধাতা পর্য্যন্ত বুঝতে অক্ষম, তা আর আমি বুঝব কিরূপে ?

শিব ভাল দুর্গে তোমাদের মায়ে ছেলের কথা যে, আর শেষ হবে না দেখছি ; এই জন্যই বুঝি কোলে ক'রব ব'লে, অত উতলা হ'য়েছিলে ? এত জান্‌লে, কে তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌ত ? নিজে প্রাণপণ ক'রে, ধন উপার্জ্জন ক'রলেম, শেষে ভোগ কর্‌বার সময় হ'লে তুমি ? বলি একি তোমার উচিত ?

গৌরী উচিত নয়ই বা কিসে ? কৃপণের ধন ত অন্যেই ভোগ ক'রে থাকে ; কৃপণে সুধু সঞ্চয়ই ক'র্‌তে পারে, কিন্তু ভোগ ক'রবার ক্ষমতা কৃপণের থাকে না

শিব। দুর্গে, তুমি ব'ল্‌ছ, "কৃপণে কেবল সঞ্চয়ই ক'র্‌তে জানে, উপভোগ ক'র্‌তে জানে না"। কিন্তু অম্বিকে! তুমি জান যে, কৃপণে,ধন উপভোগ ক'রবার চেয়ে, ধন সঞ্চয় ক'রেই, অধিক সুখ পায়। কেননা, কৃপণের মনে একটা পরম বল থাকে যে, যখন ধন আছে, তখন আর ভাবনা কি ? যখন নিতান্ত অভাব হ'য়ে প'ড়বে, এবং যখন উপার্জ্জনের শক্তি হ্রাস হ'য়ে আস্‌বে, তখন

ইচ্ছা করলেই, পূর্ব্ব সঞ্চিত ধন উপভোগ ক'র্‌তে পা'র্‌ব, তখন আর ধনের জন্য, অন্যের দ্বারস্থ হ'তে হবে না। শিবে! এ শিবেরও, সেই বল আছে যে আমার হরি ধন সঞ্চিত থাক্‌তে,আর আমাকে শমনের দ্বারস্থ হ'তে হবে না। তবে যদি বল, সঞ্চিত ধন যদি অন্যে উপভোগ ক'রে নিঃশেষ ক'রে ফেলে, তখন সেই সঞ্চয়ী ব্যক্তির উপায় কি হয়? তা সে ভাবনাও আমার নাই; সাধারণ ধন-সঞ্চয়ীর পক্ষে, সে ভাবনা বটে, আমার পক্ষে নয়। কারণ, আমার এ ধনকে, কেউ কোটী কোটী বৎসর ব'সে ভোগ করলেও, নিঃশেষ ক'রবার ভয় নাই আর আমার এ ধন নিয়ে যে, তুমি ভোগ ক'রছ ব'লে, আমি ধন হারা হ'য়েছি, তাও নয়, কেননা কৃপণের ধন গত প্রাণ, ধন যেখানেই থাকুক, এ কৃপণ ভোলার প্রাণও সেই খানে আছে। তবে যে—তোমাকে বল্‌ছি, সে—আর কিছুর জন্য নয়, কেবল এই ভাবনা, যে ঐ ভুবন ভুলান ধনে ভুলে, পাছে এই পাগল ভোলাকে শেষে ভুলে যাও; তাহ'লে এ ক্ষেপা যে আরও ক্ষেপে যাবে

কল্কি (স্বগতঃ) ও বুঝেছি, হরের অভিসন্ধি আমি বুঝেছি। আমি মা—কাত্যায়নীর সঙ্গে কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে, আত্মকার্য্য বিস্মৃত হ'য়ে র'য়েছি ব'লে, শঙ্কর ছল ক'রে,আমাকে সতর্ক ক'রে দিচ্ছেন। তা নইলে, শিবানী "শিবকে ভুলে যাবেন" এ কথা শিব ব'ল্‌বেন কেন? কেন না, বিশ্বনাথ—নিজেই যখন ব'লেছেন,যে, হরি-ধনও যেখানে, ভোলার প্রাণও সেইখানে, তখন আর শিবের তাতে ভাবনা কি আছে? কারণ, হরিও যেখানে,ভবানীও সেইখানে, হরি গত প্রাণ হরও সেইখানে এতে আর বিচ্ছেদের ভয় কিসে হ'ল। কেবল আমাকে সতর্ক করবার জন্যই,হরের ওকথা বলা। ওঃ আমি কি ভ্রান্ত! যে জন্য আজ প্রশান্ত সদাশিবকে স্তব ক'রে, সমীপস্থ ক'রলেম, সে কার্য্যের ত কিছুই সিদ্ধ ক'র্‌-

ছিনে। ( প্রকাশ্যে শিবের প্রতি ) হে দেব-দেব বিশ্বনাথ। আমি বিশ্বজননী বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে, কথা প্রসঙ্গে আত্মকার্য্য বিস্মৃত হ'য়েছিলেম, এখন আমি যাতে স্বকর্ম্ম উদ্ধার ক'রতে পারি, তার উপায় ক'রে দিন

শিব কি ব'ল্লে হরি। আমি তোমার উপায় ক'রে দিব? বলি হাঁহে নিরুপায়ের উপায়! তোমার উপায় আজ আমাকে ক'রে দিতে হবে? যে, নিজের উপায় বিধানের জন্য, তোমার রাঙ্গা পায় শরণ লয়, সেই উপায় বিহীন ভোলা আজ আবার তোমার উপায় বিধান ক'রে দিবে? সম্বল হীন দীনের নিকটে, নৃপতির ধন প্রার্থনা! এ যে বড় আশ্চর্য্য বুঝলেম, এ ধারা তোমার নূতন নয়, দীন বিদুরের গৃহেও, একদিন ক্ষুধাতুর হ'য়ে উপস্থিত হ'য়েছিলে এবং সেই ভক্ত বিদুর প্রদত্ত তণ্ডুল কণা ভক্ষণ ক'রে, ক্ষুধা নিবারণ ক'রেছিলে, তার কারণ ত অন্য কিছুই নয়, সেই সামান্য তণ্ডুলকণা ভক্ষণে, ক্ষুধা নিবারণের কারণ ত অন্য কিছুই নয়, কেবল সেই বিদুরকে ধন্য ক'রবার জন্য তবে আজ এই অগণ্য ভোলাকেও কি, তেমনি ক'রে ধন্য ক'রতে সাধ ক'রেছ? তা—ধন্য হ'তে হ'লেত, বিদুরের ন্যায় কিছু তোমাকে প্রদান করা চাই, বিদুরের নিকট ক্ষুধাতুর হ'য়ে উপস্থিত হ'য়েছিলে ব'লে, সে তোমাকে ক্ষুদ্ দিয়ে ধন্য হ'য়েছিল, আর আজ আমার কাছে যখন, কলি পরাজয়ের প্রার্থনা ক'রছ, তখনও তার উপযোগী কিছু প্রদান ক'রে ধন্য হই ( করবাল, শুক ও তুরঙ্গম প্রদান পূর্ব্বক ) এই লও হরি! ভিখারী ভোলার দান গ্রহণ কর এই তুরঙ্গমটী গরুড়ের অংশ ভূত এবং এই শুক পক্ষীটী সর্ব্বজ্ঞ ও কামরূপী, তোমার পদ্মা লাভের অনেক সহায়তা ক'রবে

কল্কি। হে বিশ্বনাথ! আমার মনোবাসনা পূর্ণ হ'ল।

শিব। বাসনা ফলপ্রদ হবির বাসনা পূর্ণ ক'বে, আমাবও বাসনা পূর্ণ হ'ল।

গৌবী (উভয়েব প্রতি) হে হবি-হব। সকলেব বাসনাই পূর্ণ হ'ল, কিন্তু এ গৌরীর বাসনা কি পূর্ণ হবে না?

শিব পার্ব্বতি। তুমি ত, হবি, হব উভয়কেই সম্বোধন ক'বে ব'লছ। তবে এ উভযের মধ্যে, কে তোমাব বাসনা পূর্ণ ক'রবে তা ব'লতে হয়

গৌবী। আমি উভয়েব নিকটই প্রার্থনা ক'বছি

শিব তবে তোমার—কি বাসনা, তা বল। এবং কোন্ বাসনা কে পূর্ণ ক'রবে, তাও বল

গৌবী উভয়েব নিকটই আমাব এক বাসনা

শিব। কে আগে পূবং ক'ববে?

গৌবী। ঐ এক সঙ্গেই পূবং ক'রতে হবে

শিব। বাসনাটা কি, তাও একবাব শুনা চাইত, তোমার বাক্য-কৌশল বুঝে উঠা ত সহজ কথা নয়।

গৌবী। যখন, একজনেব কাছে ব'ল্লেই, দুই জনের শোনা হবে, একজনকে দেখলেই, আমার দুইজনকে দেখা হবে, তখনই আমাব বাসনার কথা জান্তে পাবেন

শিব (স্বগতঃ) ওঃ এতক্ষণে ঈশানীব মনের ভাব বুঝ্তে পেবেছি। সর্ব্বাণীর ইচ্ছা যে,হবি হবের অদ্বৈত ভাব দর্শন কবেন। এবং এই অদ্বৈত ভাব, জগতের হৃদয়ে অঙ্কিত ক'রে দেন ধন্য ভবানীব উদ্দেশ্য। কেবল তোব জন্যই, ভোলা শ্মশানবাসী হ'য়েও সংসাবী (প্রকাশ্যে কল্কির প্রতি) হরি ভবানীব কথার মর্ম্ম বুঝতে পেবেছ ত? আমাদের উভযেব মিলন দর্শন ক'বতে ভবানীর বড় সাধ হ'যেছে এস, একবার উভয়ে, হরিহর রূপে মিলিত হ'য়ে, নগেন্দ্র নন্দিনীর নয়ন রঞ্জন কবি।

( উভয়ের হরি-হর মূর্ত্তি ধারণ )

গীত।

অপরূপ শোভা, মরি যুগল মিলন,
হরি হর মনোহর কর সবে দরশন
নীলকান্ত-পাশে, স্ফটিক প্রকাশে,
যেন নীলাকাশে ভাসে শরতের নবঘন
যুগল হরি হরে, ভাবিয়ে অন্তরে,
অঘোর ভুস্তরে তরে আনন্দে হ'য়ে মগন।

গৌরী আহা। মরি, মরি, শরতের শুভ্র জলদের সঙ্গে, আর শ্রাবণের নীল নীরদ মিলিত হ'য়ে, কি অপরূপ শোভাই ধারণ ক'রেছে ও রূপ কত দেখ্‌ব! ত্রিনেত্রা না হ'য়ে, যদি অনন্তনেত্রা হ'তেম, তা হ'লে ও—রূপ দর্শনে, তৃপ্তি লাভ ক'রতে পারতেম। দেখ্‌রে জগৎ-বাসী। আজ তোরাও দেখ। আজ এই হরি-হরের অদ্বৈতভাব দর্শন ক'রে, মনের ভ্রমান্ধকার দূর কর। ওরে শৈব এবং বৈষ্ণবগণ। আজ দেখ্ দেখি, শিবে আর বিষ্ণুতে, কোনও প্রভেদ আছে কিনা? আজ হ'তে মনে কর্, যে, "যে হর সেই হরি, আর যে হরি সেই হর"। অভেদরূপী হরি হরে, যারা ভেদজ্ঞান করে, তাদের কোন আরাধনাই সিদ্ধ হয় না। তাই বলছি, হৃদয়ে এই হরি হর মূর্ত্তি স্থাপনা ক'রে দেখ্, আর মনে কর্ যে, "যে হরি সেই হর, আর যে হর সেই হরি"।

কল্কি। দেব বিশ্বেশ্বর। তবে এখন, আমি আসি? ওমা বিশ্বেশ্বরি। কল্কি এখন বিদায় হ'ল মা

( কল্কির প্রস্থান )

শিব। জীবগণ। সব হরি হরি বল। চল দুর্গে কৈলাশে যাই

( হর গৌরীর প্রস্থান )

# সপ্তম অঙ্ক।

( বিশসনপুর রাজসভা )

কলি ও দুরুক্তির প্রবেশ

কলি। ভগিনি দেখ দেখি, আমাদের মত সুখী আর এ জগতে কে আছে? আমি সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট, তুমি সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বরী কোটী কোটী নর নারী, আমাদের পদানত ও কৃপাপ্রার্থী। আমাদের একবার দর্শন ক'রতে পারলে যেন, লোকে আত্মাকে কৃতার্থ ব'লে মনে করে। প্রাণের ভাগিনি! এ হ'তে, আর সুখের বিষয় কি আছে? আমার রাজত্বে, সকলেই সুখী সকলেই বিলাসের সুশীতল স্রোতে ভাসমান আমার রাজ্যে, দস্যু তস্করের দণ্ড ভয় নাই হত্যাকারীকে হত্যাপরাধে দণ্ডিত হ'তে হয় না। লম্পটগণ, লাম্পট্য দোষের জন্য, আমার বিচারাধীন হয় না; বরং আমি তাদের দ্বিগুণ রূপে উৎসাহই প্রদান-ক'রে থাকি। সকলকেই আমি স্বেচ্ছাচারিতা অর্পণ ক'রেছি যার—যাকে বাসনা হবে, সেই তাকে প্রণয়ী বা প্রণয়িনী ক'র্‌তে পারে পূর্ব্বের সেই ভ্রান্ত বিবাহপদ্ধতি সব, সমাজ হ'তে একবারে উঠিয়ে দিয়েছি। খাদ্যাখাদ্যের কোন বিচারই নাই, যার যে বস্তু, ভোজনে বা পানে অভিলাষ, সে সেই বস্তু, ভোজন বা পান ক'র্‌ছে। সতীর সতীত্ব, সাধুর সাধুত্ব, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্ব, মহত্ত্বের

মহত্ত্ব, এসব আমার রাজত্ব মধ্যে, কোথায়ও আর দেখ্‌বার যো নাই প্রিয়ে . তোমার কথানুসারে, রমণীগণকে এখন সম্পূর্ণ-রূপে স্বাধীনতা প্রদান ক'রেছি, সেই পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর ন্যায়, এখন আর বিলাসিনীগণের, অন্দর মধ্যে লুক্কাইত থাকতে হয় না। ( বিস্ময়ের সহিত ) এ কি প্রিয়ে ! তোমার বদনচন্দ্র, আজ এমন বিষাদ জলদাবৃত ব'লে বোধ হ'চ্ছে কেন ? আর তোমাকে যেন কেমন অন্যমনস্কার ন্যায় মনে হ'চ্ছে . বিধুমুখি ! আজ এ ভাবের কারণ কি বল

দুরু ( সবিষাদে ) প্রাণেশ্বর তুমি যথার্থই অনুমান ক'রেছ গত রাত্রির শেষ হ'তে আমার এরূপ অবস্থান্তর ঘ'টেছে

বলি কেন ভগিনি ! গত রজনী হ'তে, এরূপ হবার কারণ কি ?

দুরু প্রাণনাথ ! ব'লতে লজ্জা করে (অধোমুখ)

কলি। প্রাণের ভগিনী দুরুক্তি ! এমন কি কথা আছে, যা তুমি আমার নিকট প্রকাশ ক'র্‌তে লজ্জা বোধ কর ?

দুরু। ( সলজ্জ ভাবে অধোমুখে ) মহারাজ ! গত রজনী-শেষে, একটী ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখে অবধি, আমার মন এরূপ অস্থির হ'য়ে উঠেছে

কলি। সে কি ভগিনি ! স্বপ্ন দেখে, মন অস্থির হয় ! এ কথা যে, তোমার মুখে আজ এই নূতন শুনলেম ! আচ্ছা, ভাল বল দেখি, সে স্বপ্নটাই বা কি ?

দুরু। মহারাজ ! দেখ্‌লেম, যেন "একখানা মেঘ উদয় হ'য়ে, সমস্ত পৃথিবীকে অন্ধকার ক'রে ফেল্লে"।

কলি। বেশ,—তারপর ?

দুরু। তা'রপর, যেন সেই মেঘ, ভয়ঙ্কর গর্জ্জন ক'র্‌তে লাগল ; ক্রমে সেই মেঘ হ'তে যেন, কেবল অনল বর্ষণ হ'তে লাগল ; সেই

অনলে যেন, আমাদের রাজপ্রাসাদ সব, ভস্মীভূত হ'য়ে গেল। নাথ! তুমিও যেন, শেষে সেই অগ্নিমধ্যে দগ্ধ হ'তে লাগলে, আর উচ্চৈস্বরে—ভগিনী রক্ষাকর, ভগিনী রক্ষাকর ব'লে চীৎকার ক'রতে লাগলে, আমি যেন কত চেষ্টা ক'রেও, তোমাকে সেই ভীষণ অগ্নিমধ্য হ'তে, রক্ষা ক'রতে পা'রলেম না। অবশেষে যখন দেখলেম, যে—তোমার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মসাৎ হ'য়ে গেল, তখন আমি উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেম, তখনিই নাথ! আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল প্রাণনাথ সেই অবধি, সেই স্বপ্ন যেন আমি সর্ব্বদাই মনের মধ্যে দর্শন ক'রছি।

কলি। এই জন্যই তুমি এমন বিষাদিনী হ'য়েছ? হা প্রিয়ে তুমি, আমার মহিষী হ'যে সামান্য রমণীর ন্যায় আচরণ ক'রছ? ভগিনি আজ আমি তোমার দুর্ব্বলত দর্শনে, নিতান্ত বিস্মিত হ'য়েছি। ছিঃ, ছিঃ, তুমি একজন শিক্ষিতা মহিলা হ'য়ে, যদি কোনও অশিক্ষিতা নারীর ন্যায় ব্যবহার কর, তাহ'লে, লোকে তোমায় কি ব'লবে? তাহ'লে শিক্ষিতাতে অশিক্ষিতাতে পার্থক্য হ'ল কি? স্বপ্নে ত লোকে কত রকমই দর্শন ক'রে থাকে। স্বপ্নের আবার, ভাল মন্দ কি? স্বপ্নে, কেউ রাজা হ'চ্ছে, কেউ প্রজা হ'চ্ছে, কেউ ধনী হ'চ্ছে, কেউবা দরিদ্র হ'চ্ছে, বলি, সে সব কি কখনও কার্য্যে পরিণত হ'যে থাকে? ভাল, তুমিই ত স্বপ্নে আমাকে দগ্ধ হ'তে দেখেছ, কই, আমি কি, তোমার সেই স্বপ্নের আগুনে, দগ্ধ হ'য়ে গিয়েছি না কি? দিনের বেলায়, যে সব বিষয়, অধিক পরিমাণে চিন্তা করা যায়, রাত্রিতে নিদ্রাযোগে, অনেক সময়ে সেই সকল বিষয় আবার, অতিরঞ্জিত ভাবে, স্বপ্নে দৃষ্ট হ'য়ে থাকে, অথবা কোনও কারণে, যদি বায়ু বৃদ্ধি হয় এবং গাঢ় নিদ্রা না হ'যে, তন্দ্রাভাব আসে, তাহ'লেই, অনেক অভাবনীয় অলৌকিক বিষয়ও, স্বপ্নগোচর হ'য়ে থাকে। বলি, তাতে

মানসিক দুশ্চিন্তা বা অস্থিরতার কারণ কি? বলি তুমি কি এসব কখনও জাননা বা শোননি? যে, তোমাকে আজ আবার নূতন ক'রে সেই উপদেশ দিতে হবে? ভগিনি! আজ আমি তোমার প্রতি, বড়ই দুঃখিত এবং অসন্তুষ্ট হ'লেম, তোমাতে যে, এতদূর অজ্ঞানতা আছে, তা আমি এক দিনের জন্যও, কল্পনাতে আনতে পারি নাই জানি—রমণী হৃদয়, স্বভাবতই কোমল, সামান্য কারণেই, অস্থির হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। কিন্তু প্রিয়ে। তাই ব'লে তোমার ন্যায় একজন আদর্শ মহিলার পক্ষে, সেরূপ দুর্ব্বলতা কি ঘৃণার কথা নয়? অলীক স্বপ্নের অনিষ্টতা মনে ক'রে, বিচলিত হ'ত কার? যারা, পূর্ব্বে হিন্দু নামে পরিচিত ছিল, যারা উল্কাপাত-দর্শনে, অমঙ্গলের আশঙ্ক ক'রত, যারা, ভূমিকম্প প্রভৃতিকে দৈব সাধিত ব'লে ধারনা ক'র্‌ত, যারা, সামান্য বৃক্ষাদিকে, দেবতা ব'লে পূজা ক'রত. পুত্তলিকা যাদের, পরম উপাস্য দেবতার মধ্যে গণ্য ছিল জল, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতিকে যারা, ঈশ্বর ব'লে ভক্তি ক'রত, সেই সব অজ্ঞান মূর্খ জাতিতেই, এই সব কুসংস্কার দেখা যেত কিন্তু প্রিয়ে! সে অজ্ঞানতার দিনত এখন আর নাই আমার রাজত্ব আরম্ভ হ'তেই ত, নূতন জ্ঞানালোকে. সে সব অন্ধকার, বহুকাল হ'ল তিরোহিত হ'য়ে গেছে। তবে তুমি স্বপ্ন দর্শনে, আজ এমন অস্থির হ'য়েছ কেন? এ কথা যে, তোমাকে আমার ব'লতে হচ্ছে, এ হ'তে আর আমার লজ্জার বিষয় কি আছে ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

গীত।

ছিঃ ছিঃ কি কথা আজ শুনি,
সাজে কি গো তব মুখে, হেন অসম্ভব বাণী।

কেন কুস্বপন হেরিয়ে, চিন্তিতা হ'য়েছ প্রিয়ে,
আমার মহিষী হ'য়ে, হ'লে অজ্ঞান রমণী।
শুনে অসম্ভব কথা, পেলাম আজি মর্ম্মে ব্যথা,
স্বপন সফলে কোথা, শুনেছ বিধুবদনি

দুরু। জানি নাথ! আমিও জানি, স্বপ্ন যে অমূলক এবং স্বপ্নের যে, কোনও ভাল মন্দ নাই, সে কথা আমিও জানি।

কলি। জান যদি তবে আর এমন বিচলিত হ'চ্ছ কেন?

দুরু। প্রাণনাথ! জান্‌লে কি হবে মনকে যে, কিছুতেই স্থির ক'র্‌তে পার্‌ছিনে। পূর্ব্বেও ত, কতরকম বিপদ আপদ-পূর্ণ স্বপ্ন দেখেছি; কিন্তু কৈ নাথ! একদিনের জন্যও ত, আমার হৃদয় কখনও এরূপ অস্থির হয় নাই। কিন্তু, গত রজনীর স্বপ্ন দর্শন হ'তে, মন যেন কি এক বিষম চিন্তাসাগরে পতিত হ'য়েছে। কত চেষ্টা ক'র্‌ছি, কিছুতেই সে কথা ভুল্‌তে পার্‌ছিনে। বরং মন আমার ক্রমেই যেন, আরও অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ছে।

কলি প্রিয়ে! তবে আমার বোধ হয়, তোমার মস্তিষ্কের কোনরূপ বিকার উপস্থিত হ'য়েছে। তা নইলে এরূপ হ'তে পারে না। আচ্ছা, তুমি এখন অন্তঃপুরে গিয়ে শয়ন ক'রে থাকগে, আমি সত্বর তোমার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করছি।

(দুরুক্তির প্রস্থান।)

ছদ্মবেশে ব্রহ্মার প্রবেশ।

ব্রহ্মা (দূর হ'তে কলির অলক্ষ্যে থাকিয়া স্বগতঃ) তাই ত, যে উদ্দেশ্যে, আজ কলির নিকট গমন করছি, সে উদ্দেশ্য যে, কতদূর সফল হবে, তা বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিনি। কারণ, কলি যেরূপ, অধঃপতনের চরমসীমায় এসে উপস্থিত হ'য়েছে, এ সীমা হ'তে যে, আর উন্নতি-সীমায় উন্নীত হবে, তা বোধ হ'চ্ছে না। সমুদ্রমগ্ন ব্যক্তিকে যদি প্রথমতঃ মগ্নকালেই, উদ্ধার ক'রবার চেষ্টা

করা যায়, তা হ'লে একরূপ উদ্ধার কর্‌বার আশা করা যায়, কিন্তু, একবার যদি সেই—অতল জলধিতল গিয়ে স্পর্শ করে, তা হ'লে আর, তখন তাকে উদ্ধার ক'র্‌বার আশা করা, দুরাশা মাত্র; কলিও সেইরূপ পাপ সমুদ্রের তল পর্য্যন্ত স্পর্শ ক'রেছে, এখন একে, ধর্ম্মতীরে উত্তীর্ণ করবার আশা করা, দুরাশা বই কিছুই নয় তথাপি স্নেহ পরবশ হ'য়ে, না এসে থাক্‌তে পারলেম না ওঃ স্নেহের কি মোহিনী শক্তি! আমি স্বয়ং বিধাতা, আমি ত্রিলোকের সৃষ্টিবিধান করি, আজ আমাকে পর্য্যন্ত স্নেহে মুগ্ধ হ'য়ে, নবরূপ ধারণ ক'রে কলির নিকট আস্‌তে হ'ল। মহাপ্রলয়ে যখন, সব লয় প্রাপ্ত হ'যে যায়, তখনই আমার পৃষ্ঠদেশ হ'তে পাপের জন্ম হয়, সেই পাপের বংশধরই কলি, সেই জন্যই কলির প্রতি আমার স্নেহের কারণ; সন্তানগণ বিপথগামী হ'লে, পিতা পিতামহরাই, তাদিগকে সৎপথে আনবার জন্য, যত্ন ক'রে-থাকেন, আমিও সেই জন্য কলির নিকট এসেছি দেখি, যদি শ্বাস পর্য্যন্ত চিকিৎসা ক'রেও, কিছু ক'র্‌তে পারি (কলির নিকটে আগমন করিয়া প্রকাশ্যে) মহারাজ! আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন

কলি (ক্রুদ্ধভাবে) কে তুমি আমাকে, আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করাতে এলে? বলি, আশীর্ব্বাদ কি কোনও বস্তু, যে—তুমি দান ক'রবে, আর আমি গ্রহণ ক'রব?

ব্রহ্মা মহারাজ আমি কেউ নও, দীন ব্রাহ্মণ, রাজদর্শন ক'রব ব'লে এসেছি

কলি। বেশ, রাজদর্শন ক'র্‌তে এসেছ, তাই কর; আবার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করবার প্রয়োজন কি?

ব্রহ্মা মহারাজ। রাজাকে দর্শন ক'রলে, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ করা কর্ত্তব্য, তাতে রাজা এবং রাজ্য উভয়েরই মঙ্গল আছে।

কলি বাঃ—তোমার মুখের কথায়, আমার এবং রাজ্যের মঙ্গল হবে? কি ভ্রম! কি ভ্রম!

ব্রহ্মা। মহারাজ! এ ভ্রম নয়, এ শাস্ত্রের কথা।

কলি বলি—শাস্ত্রের কথাই যে বিশ্বাসযোগ্য, তারই বা প্রমাণ কি? তোমরা, যে—বেদ শাস্ত্রকে স্বয়ং ব্রহ্ম ব'লে স্বীকার কর, সেই বেদশাস্ত্রের, অনেক স্থানই রাশি রাশি ভ্রমে পূর্ণ। বেদের কোনও স্থানে লেখা আছে যে,"সূর্য্যোদয়ে অগ্নিহোত্র যাগ ক'রবে",আবার সেই বেদের অপরাংশে লেখা আছে যে,"সূর্য্যোদয়ে একেবারে হোম করাই নিষেধ; যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয়ে হোম করে, তার প্রদত্ত আহুতি সকল, রাক্ষসগণের ভোগ্য হয়" যে শাস্ত্রে, এইরূপ শত শত বাক্যের পরস্পর বিরোধ আছে, এবং উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায়, বারম্বার এক কথার উল্লেখও দেখ্তে পাওয়া যায়, তখন সেই বেদশাস্ত্রের কথা, কিরূপে প্রামাণ্য হ'তে পারে? কিরূপেই বা, সেই শাস্ত্রকে অভ্রান্তবোধে, সেই বেদোক্ত কর্ম্ম সকল, পালন করা যেতে পারে? আবার ঐ বেদে লেখা আছে যে, "পুত্রেষ্টিযাগ ক'র্লে পুত্র জন্মে, কারীরী যাগ ক'র্লে বৃষ্টি হয়, শ্যেনযাগ ক'র্লে, শত্রুনাশ হয়", কিন্তু, কার্য্য-কালে, তার কোন ফলই দৃষ্ট হয় না। এমন শাস্ত্র, আবার প্রামাণ্য? কেবল, কয়জন ধূর্ত্ত, প্রতারক একত্র হ'য়ে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য, বেদের সৃষ্টি ক'রে গিয়েছে, এবং সেই বেদে, স্বর্গ নরকাদি নানারূপ অলৌকিক পদার্থ প্রদর্শন পূর্ব্বক, সকলকে অন্ধ ক'রে রেখে গিয়েছে। সেই সকল ধূর্ত্তগণ, আবার নিজেরাই, ঐ সকল বেদ-বিধির অনুষ্ঠান ক'রে, সেই সব বৃথা কর্ম্মে, অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি জন্মিয়ে গিয়েছে,আর তখনকার—সেই অশিক্ষিত নির্ব্বোধ নৃপতিগণকে, সেই যাগাদি কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত ক'রে, তাদের নিকট হ'তে, বিপুল অর্থ সঞ্চয় পূর্ব্বক, আপন আপন পরিবার প্রতিপালন

ক'রত, এবং সেই ধূর্ত্তগণের, গূঢ় অভিসন্ধি উপলব্ধি ক'র্‌তে না পেরে, অলীক স্বর্গভোগের আশায়, ক্রমে ক্রমে, লোক সকল, ঐ সমস্ত বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাতে, বহুকাল পর্য্যন্ত, ঐ কুপ্রথা প্রচলিত হ'য়ে আসছে বেদপাঠ, দণ্ডধারণ, ভস্ম গুণ্ঠন, এ সকল, কেবল বুদ্ধি ও পুরুষত্ব-বিহীন ব্যক্তিদিগের উপজীবিকা মাত্র

ব্রহ্মা মহারাজ! আপনি বেদবাক্য মিথ্যা জ্ঞান করবেননা বেদ হ'তে——

কলি। (কথায় বাধা দিয়া) আচ্ছা রাখ তোমার বেদ যদি সত্যই হয়, বেদকে—যদি তোমরা অভ্রান্তই মনে কর, তবে আর তোমাদের পিতামাতার উদ্ধারের জন্য, শ্রাদ্ধাদি ক'রে, বৃথা কষ্টভোগ করবার আবশ্যক কি? কেন না, বেদনির্ম্মাতা ধূর্ত্ত গণ, ব'লে গেছে, যে, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে, যে জীবের ছেদন হয়, সে স্বর্গে গমন করে, তাহ'লে, সেই যজ্ঞে, তোমাদের আপন আপন পিতামাতা প্রভৃতির মস্তক ছেদন কর না কেন? তাহ লে ত, অনায়াসেই তারা স্বর্গে চ'লে যেতে পারে। আর সেই শ্রাদ্ধ ক'রলেই, যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি সাধন হ'ত, তবে কোনও ব্যক্তি, বিদেশে গমন ক'রলে, তার সঙ্গে পাথেয় দিবার প্রয়োজন কি? নিজের গৃহেই তার উদ্দেশে, কোনও ব্রাহ্মণকে, পরিতোষ রূপে ভোজন করালেই ত, তার সেখানে, তৃপ্তিলাভ হ'তে পারে আর দেখ, এই স্থানে শ্রাদ্ধ ক'রলে, যদি স্বর্গগত ব্যক্তির তৃপ্তিসাধন হ'ত,তবে অঙ্গন মধ্যে শ্রাদ্ধ ক'রলে, প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তিলাভ হ'তে পারবে না কেন? তবেই দেখ, যদ্বারা, সামান্য ঊর্দ্ধস্থ ব্যক্তিরও তৃপ্তিসাধন হ'তে পারেনা, তদ্বারা, অত্যুচ্চ স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তিসাধন—নিতান্ত অসম্ভব। অতএব, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে, যে সকল প্রেতকৃত্য অনুষ্ঠিত

হ'য়ে থাকে, সে কেবল, ভণ্ড ব্রাহ্মণগণের উপজীবিকা ভিন্ন, অন্য কিছুই নয়

ব্রহ্ম। মহারাজ! আপনার মুখে, আজ বেদ নিন্দা শ্রবণ ক'রে, বড়ই বিস্মিত হ'লেম আপনার পূর্ব্বে, যে সব রাজাগণ ছিলেন,তাঁরা কখনও বেদের নিন্দা করেন নাই। আপনি—যে সব দোষ প্রদর্শনে, বেদকে ভ্রান্ত ব'লে স্থির ক'র্‌ছেন, ওসব দোষ-প্রদর্শন করা, নিতান্ত মূর্খ এবং অজ্ঞ লোকের পক্ষেই সম্ভবে, আপনার ন্যায় জ্ঞানবান ব্যক্তির পক্ষে, কোন রূপেই, ওরূপ অলীক এবং অসার বাক্যাড়ম্বর দ্বারা, বেদের দোষ প্রদর্শন করা উচিত নয়। আপনি যদি, অজ্ঞলোক-মুখে শ্রবণ ব্যতীত, প্রকৃতভাবে শাস্ত্রার্থ গ্রহণ ক'রতে পারতেন, তা হ'লে, কখনই আজ এরূপ ভ্রমপূর্ণ সংস্কারে আচ্ছন্ন হ'য়ে, বেদ নিন্দা ক'র্‌তে সাহসী হ'তেন-না। মহারাজ! আপনার এ ভ্রম দূর করুন এবং বৈদিক কর্ম্ম দ্বারা, স্বর্গপথ পরিস্কার করুন আপনি রাজা, আপনি যদি ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন না করেন, তা হ'লে, আপনার ঐ পাপে যে, প্রজাগণও, নরকে নিমগ্ন হবে; কারণ রাজার ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম অনুসারে, রাজ্যের উন্নতি অবনতি হ'য়ে থাকে। সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হ'লে যেমন পৃথিবীও অন্ধকারময় হয়, আবার সূর্য্য যখন মেঘমুক্ত হয়, তখন আবার সেই পৃথিবীর অন্ধকার, দূর হয়। এও তেমনি, আপনি ধর্ম্মানুরাগী হ'লে, প্রজাবর্গও ধর্ম্মানুরাগী হবে, আবার আপনি ধর্ম্মবিদ্বেষী হ'লে, প্রজাগণও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হবে। প্রজার হিতসাধন, প্রজারঞ্জনই যখন রাজার কর্ত্তব্য, তখন আপনি কেন জ্ঞানান্ধ হ'য়ে, ধর্ম্মনিন্দা ক'রে অধর্ম্মকে আশ্রয় ক'র্‌ছেন? নরনাথ! আপনি আমার কথা রাখুন,আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে বল্‌ছি, অনর্থক ভ্রান্তি-জালে জড়িত হ'য়ে, ধর্ম্মকে পরিত্যাগ ক'রবেন না।

গীত।

কেন ভ্রান্ত রাজন,
ধর্ম্ম-ধনে ত্যজি কেন, কর অধর্ম্ম অর্জ্জন
ধর্ম্মহীন হ'লে রাজা, ধর্ম্ম চিন্তা ত্যজে প্রজা,
রাজার পাপে করে প্রজা, নরকে গমন
তাই বলিহে রাখ বচন, ভব-বন্ধন হবে মোচন,
ত্য'জ না এই হিতবচন, কবি নিবেদন

কলি বলি ব্রাহ্মণ। তোমার কি জীবনলীলা শেষ হবার সময় হ'য়ে এসেছে? একে ব্রাহ্মণ আমার পরম অশ্রদ্ধেয়, তাতে আবার আমাকে উপদেশ প্রদান?

ব্রহ্মা। মহারাজ! আমার জীবনলীলা শেষ হবার সময় হ'য়েছে কি না? তা আমি কিরূপে জান্তে পারি? জীবন মৃত্যুর হাত ত আর মনুষ্যের নাই

কলি। তবে আবার কার আছে?

ব্রহ্মা। যিনি নিয়ন্তা, যিনি সকলের সময় নিরূপণ ক'রে রেখেছেন, মহারাজ! সে ক্ষমতা তাঁরই আছে?

কলি বলি তোমার সে নিয়ন্তাটা কে?

ব্রহ্মা। মহারাজ! নিয়ন্তা আবার, আমার তোমার কি? তিনি যে, এই ত্রিভুবনের নিয়ন্তা।

কলি আমি তোমার, ও প্রলাপকাহিনী শুনতে চাইনে। আমি জিজ্ঞাসা করছি, যে তুমি যাকে, নিয়ন্তা নিয়ন্তা ক'র্‌ছ, সে জিনিষটা কি, মানুষ না পশু?

ব্রহ্মা। মহারাজ! তিনি মানুষেও আছেন, আবার পশুতেও আছেন, অথচ তিনি, এ উভয়েরই অতীত যিনি এই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, যাঁর ইচ্ছাক্রমে, সূর্য্যে কর বিতরণ ক'র্‌ছে, বীজ অঙ্কুরিত হ'চ্ছে, বৃক্ষ পুষ্প ধারণ ক'রছে, তিনিই নিয়ন্তা।

কলি। হা, হা, হা, কি ভ্রান্তি, কি ভ্রান্তি, বলি ঠাকুর! তোমাদের কি একটা সামান্য জ্ঞানও নাই, যে, যা দেখছ, তাই ঈশ্বরের সৃষ্ট ব'লে মনে ক'রছ বলি, সূর্য্যে—কর বিতরণ করে, বীজ হ'তে অঙ্কুর জন্মে, বৃক্ষে—পুষ্প ধারণ করে, বলি, এ সব কি তোমার ঈশ্বরের কার্য্য? এ যে, সব স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম, সূর্য্য তেজোময় পদার্থ, কাজেই সূর্য্য হ'তে কিরণ নির্গত হয়। বীজের শক্তিই হ'ল অঙ্কুর উৎপাদন করা, তাই বীজ হ'তে অঙ্কুর জন্মে। তরুশাখায় পুষ্প বিকসিত হয়, সে ত হবেই, তাতে তোমার ঈশ্বরের ইচ্ছা এ'ল কিসে? ঠাকুর! যদিও তোমার প্রতি আমার, ক্রোধোদয় হ'য়েছিল, কিন্তু তোমার প্রলাপ বাক্য শ্রবণ ক'রে, তোমার প্রতি সে ক্রোধ আর নাই, বরং তোমার অজ্ঞানতা দর্শনে, বড়ই দুঃখের উদয় হ'য়েছে।

ব্রহ্মা। মহারাজ! ঈশ্বরে বিশ্বাস করা কি, অজ্ঞানতার কার্য্য?

কলি। হাঁ নিশ্চয়ই, যার নাম, শ্রবণ ব্যতীত, তাকে কেউ কখনও দেখ্‌তে পায় নাই, যা প্রত্যক্ষের বহির্ভূত ব'লে নির্দ্দেশ আছে, তা কি কখনও বিশ্বাসযোগ্য হ'তে পারে? যারা আবার সেই অদৃষ্ট পদার্থকে ঈশ্বর ব'লে বিবেচনা করে, তাদের সে, অজ্ঞানতা নয় ত কি ব'লব?

ব্রহ্মা। মহারাজ! প্রত্যক্ষ ভিন্ন আপনি কিছুই বিশ্বাস করেন না?

কলি। না, কখনই না। যারা মূর্খ, তারাই করে ভাল, তুমি তার কোনও প্রমাণ দিতে পার যে, প্রত্যক্ষ ভিন্ন কোনও বস্তু বিশ্বাসযোগ্য হ'তে পারে?

ব্রহ্মা। মহারাজ! অভয় দেন ত ব'লতে পারি

কলি। আচ্ছা তোমাকে অভয় দিলেম, বল দেখি শুনি, তোমাদের অজ্ঞতা কতদূর উন্নীত হ'য়েছে?

ব্রহ্মা। মহারাজ! আপনি অবশ্য আপনার পিতামাতার নাম অবগত আছেন, কিন্তু বলুন দেখি, আপনি যখন জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন, সে জন্মবৃত্তান্ত কি আপনার স্মরণ আছে?

কলি স্মরণ থাকা নিতান্ত অসম্ভব

ব্রহ্মা। সেই স্মরণ থাকা যদি নিতান্ত অসম্ভব হয়, তা হ'লে আপনি যাকে, জননী ব'লে সম্বোধন করেন, তিনি যে, আপনার বাস্তবিক গর্ভধারিণী, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা কি? কারণ, আপনার জন্মবৃত্তান্ত, যখন স্মরণ নাই, তখন আপনি, কার গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, তা কি ক'রে জানবেন? অতএব, সেই মাতৃ-নিরূপণ যখন, অন্যলোক-মুখে শ্রবণ ক'রে এবং অন্যের জন্ম-ব্যাপার দর্শন ক'রে, স্থির ক'রেছেন, তখন মহারাজ! অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাস না ক'রে পারলেন কই?

কলি আচ্ছা হ'ল, অন্যের জননাদি দর্শন ক'রে, না হয় নিজের জননাদি স্থির করা গেল। কিন্তু তাই ব'লে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিরূপে সিদ্ধান্ত হ'তে পারে?

ব্রহ্মা। মহারাজ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে, অনেক প্রমাণ আছে প্রথমতঃ অনুমানই তার নিশ্চয়তার প্রথম সোপান।

কলি। অনুমানের দ্বারা কিসে প্রমাণিত হ'তে পারে? এমন কোন উদাহরণ দেও দেখি, যদ্দারা পরিষ্কার রূপে বুঝা যেতে পারে।

ব্রহ্মা। মহারাজ! যেমন ধূম দর্শনে, পর্ব্বতে অনলের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়, মেঘ দর্শনে, যেমন মেঘের অন্তর্ভূত সলিলের অনুমান করা যায়, তদ্রূপ, এই জগতের ক্রিয়াদর্শনে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরূপণ করা যেতে পারে।

কলি। কি মূর্খতা, কি মূর্খতা, আরে ধূম দর্শনে, না হয়,

পর্ব্বতে অনলের অনুমান স্থির করা গেল, মেঘ দর্শনে, না হয় মেঘের অন্তর্ভূত সলিলের নিরূপণ করা গেল, কেননা, অনল ভিন্ন ধূমের উৎপত্তি, এবং সলিল ভিন্ন মেঘের সঞ্চার অসম্ভব, কিন্তু জগতের ক্রিয়াদর্শনে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিরূপে নিশ্চয় করা যাবে? কেননা, জগতের সমস্ত ক্রিয়াই স্বভাবসিদ্ধ, তাতে ঐশ্বরিক শক্তির কি পরিচয় আছে?

ব্রহ্মা। মহারাজ! কর্ত্তা ভিন্ন, ক্রিয়া কখনও সম্পাদিত হ'তে পারে না, যেমন ছেদনকর্ত্তা ভিন্ন, বৃক্ষ আপনা হ'তে ছিন্ন হ'তে পারে না; গঠন কর্ত্তা না হ'লে যেমন, কুম্ভ প্রভৃতি আপন হ'তেই গঠিত হ'তে পারে না, তেমনি আবার,সেই বিশ্বরচয়িতা সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা ভিন্ন,এই অনন্ত জগৎ আপনা হ'তে সৃষ্ট হ'তে পারে না। কারণ, জগৎ-নির্ম্মাণ মনুষ্যশক্তির অতীত

কলি। থাক্—তোমার ও অদ্ভুত ঈশ্বর-নিরূপণ আমি শুন্‌তে চাইনে, আর ঈশ্বরে বিশ্বাসও ক'র্‌তে চাইনে।

ব্রহ্মা। মহারাজ! ঈশ্বরে অবিশ্বাস থাক্‌লে, তার কখনও গতি হয় না।

কলি। কি হয় তবে?

ব্রহ্মা নরকে গমন ক'র্‌তে হয়।

কলি। আরে, এ যে বিষম মূর্খ, দেহ ভস্মসাৎ হ'যে গেলে কি, আর কিছু থাকে, যে সে, সেই কল্পিত স্বর্গ নরকে গমন ক'রবে?

ব্রহ্মা মহারাজ! দেহ ভস্মসাৎ হ'যে যায় বটে, কিন্তু আত্মা ত ভস্মসাৎ হয় না; কারণ আত্মা অবিনশ্বর, তার বিনাশ নাই।

কলি। দেহ ভিন্ন আবার আত্মা কি?

ব্রহ্মা। মহারাজ! দেহ এবং আত্মাতে সম্পূর্ণ প্রভেদ,

দেহ ভস্মসাৎ হ'য়ে গেলে. আত্মাই সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুযায়ী স্বর্গ নরক ভোগ ক'রে, পুনবায় দেহান্তরে প্রবেশ করে

কলি অসম্ভব, অসম্ভব, নিতান্ত অসম্ভব প্রথমতঃ দেহ ভিন্ন আত্মার অস্তিত্বই অসম্ভব, তারপব, যদিও আত্মা নামক কোনও কিছু থাকে, তা হ'লে, তার দেহান্তরে গমন কবা, কোন-রূপেই সম্ভবপর ব'লে অনুমিত হ'তে পারে না

ব্রহ্মা মহারাজ। তা হ'লে, আপনি আত্মার পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন না। ?

কলি না, কোনরূপেই না

ব্রহ্মা পুনর্জ্জন্ম যদি স্বীকাব না করেন, তবে সদ্যঃপ্রসূত শিশুর ক্ষুধাবোধ এবং রোদন করা, কিরূপে সম্ভব হ'তে পারে ? কারণ, শিশু তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞান, তাব পক্ষে, অন্যের দ্বারা শিক্ষা-লাভও অসম্ভব।

কলি। ভাল, তোমরা তার কি কারণ নির্দ্দেশ ক'রেছ ?

ব্রহ্মা। মহারাজ। শিশুর ক্ষুধাবোধ ও রোদন করা সম্বন্ধে আমরা পুনর্জ্জন্মের সংস্কারই তার কারণ ব'লে মনে করি এবং ইহজন্মের সুখ দুঃখ ভোগের কারণও, আমরা জন্মান্তরীণ সুকৃতি দুষ্কৃতির ফল ব'লে স্থির সিদ্ধান্ত করি।

কলি। এ তোমাদের সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ সিদ্ধান্ত। অনুমানের উপর, কোনও স্থির সিদ্ধান্তকে নির্ভর করা নিতান্ত অজ্ঞের কার্য্য

ব্রহ্মা। তবে আপনার মতে জন্মান্তরীণ সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুসারে, পুনর্জন্মে সুখ দুঃখ ভোগ ক'রবে না।

কলি। কিরূপে ক'রবে ? আর কেইবা ক'রবে ? যে, সুখ দুঃখ ভোগ ক'রবে, সেত ভস্মেই পরিণত হ'য়ে গেল, তবে আর কে ভোগ ক'রবে ? আর তুমি, সুকৃতি দুষ্কৃতিই বা কাকে বল ? সেও'ত, সেই ভণ্ড ধূর্ত্তদের কল্পনা-প্রসূত বই অন্য কিছুই নয়। সেই

ভণ্ডগণ, কতকগুলি কার্য্যকে, পাপ এবং পুণ্য নামে অভিহিত ক'রে রেখে গিয়েছে ; তোমাদের মত মূর্খ যারা, তারাই কেবল, ঐ সকল কার্য্যকে, পাপ, পুণ্য, মাথামুণ্ড ব'লে মনে করে বস্তুতঃ পাপ, পুণ্য, দয়া, দাক্ষিণ্য ওসমস্ত কিছুই নয় যতদিন জীবিত থাকৃতে হবে, ততদিন কেবল সুখ স্বচ্ছন্দে অবস্থান করাই উচিত। উত্তম উত্তম বসন ভূষণ পরিধান ক'রবে, সুন্দরী কামিনী সম্ভোগ ক'রবে, এবং পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য সব ভোজন ক'রে, শারীরিক উন্নতি সাধন ক'রবে। এমন কি, পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন ক'রতে হ'লে, যদি ঋণ ক'রতে হয় তাও ক'রতে কুণ্ঠিত হবে না। যদি আত্মা ব'লে কোন দেহাতিরিক্ত পদার্থই থাকত, আর সেই আত্মার যদি পরলোক গমন এবং দেহান্তর প্রাপ্তির ক্ষমতাই থাকত, তা হ'লে, বন্ধু বান্ধব গণের স্নেহে মুগ্ধ হ'য়ে, সেই আত্মা, অন্য দেহে গমন না ক'রে, পুনরায় আবার ঐ দেহেই আশ্রয় গ্রহণ করে না কেন ? দেখ ঠাকুর। এই ভণ্ড, ধূর্ত্ত, ও রাক্ষস এই তিন শ্রেণীর লোকে একত্র হ'য়ে, তোমাদের বেদ সৃষ্টি ক'রেছে। তার মধ্যে "অশশিশ্ন গ্রহণ ক'রবে" এই সকল উক্তি ভণ্ডের রচিত, স্বর্গ নরকাদির কথা সব ধূর্ত্তের কৃত, এবং যে সব অংশে মদ্য মাংস নিবেদনাদির বিধান আছে, সে সব অংশ নিশাচরের কল্পিত সুতরাং তোমাদের বেদ শাস্ত্র মিথ্যা, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ, কিছুতেই ওরূপ অলীক কথায় বিশ্বাস ক'রবে না।

ব্রহ্মা। মহারাজ! আপনি সুখের কথা বল্‌ছিলেন, কিন্তু আপনি যে সকল কর্ম্মকে সুখ ব'লে মনে করেন, সে সব প্রকৃত সুখ নয়, কারণ, ঐহিক সুখের নিত্যতা নাই, এবং সেই সুখের সঙ্গে, দুঃখও বিদ্যমান র'য়েছে, অতএব, যে সুখ নিত্য নয়, ক্ষণস্থায়ী, এবং যে সুখ—দুঃখের সঙ্গে জড়িত, মহারাজ। জানবেন, সে সুখ—কখনও প্রকৃত সুখ নয়।

কলি অ'রে কি ব'ল'। সুখের সঙ্গেত দুঃখ থা'ক্বেই, তা ব'লে কি, সেই সুখ কেউ ভোগ ক'রবে না? বলি, মৎস্যত কণ্টকময়, তাই ব'লে কি, কেউ—সেই মৎস্য ভক্ষণ করে না? ভিক্ষুক দ্বারে আসবে ভয়ে, কি কেউ কখন—তণ্ডুল নির্ম্মাণ ক'র-বেনা? সে সব বুদ্ধি, তোমাদের ন্যায় মূর্খদের পক্ষে, তোমরা যেমন মূর্খ, তোমাদের তেমনি উপযুক্ত বাসস্থান, উপযুক্ত বসন, উপযুক্ত আহার।

ব্রহ্ম। মহারাজ আমি যে মূর্খ, সে কথা আর মিথ্যা নয়, আমি মূর্খ না হ'লে, আজ আপনাকে উপদেশ প্রদান ক'রতে আসব কেন? আপনার পাপ-কলুষিত অন্তঃকরণে, কি আর ধর্ম্মের বিমলভাতি প্রতিভাত হয়? অনুর্ব্বরক্ষেত্রে, বীজ বপন ক'রলে কি, সে বীজ আর অঙ্কুরিত হয়? মহারাজ! আপনারই বা দোষ দিচ্ছি কেন? এ সকলই যে, সেই চক্রী হরির চক্র, তার চক্র অতিক্রম করে কার সাধ্য হরি আপনার প্রতি নিতান্ত বক্র, নইলে তিনি চক্র ক'রে, আপনার দুর্দ্দশা ক'রবেন কেন? আমি নিতান্ত মূর্খ ব'লেই, তাঁর চক্র অতিক্রম ক'রতে এসেছিলাম।

কলি কি দুর্ব্বৃত্ত! আমাকে উপদেশ প্রদান করবার জন্য তুই এসেছিস্? রে নির্ব্বুদ্ধি দ্বিজ! এ সে পূর্ব্ব কালের অশিক্ষিত ক্ষ'ত্র রাজা নয়, যে, তোদের বাক্যানুযায়ী কার্য্য ক'রবে, আমি এখনও তোকে ব'লছি, সতর্ক হ'যে কথা বল্; আমি তোকে এতক্ষণ ক্ষমা ক'রেছি, সে কেবল আর কিছুর জন্য নয়, কেবল তোদের এই সব কুসংস্কার পরিত্যাগ করাবার জন্য, কারন, এক সম্প্রদায়ের মধ্যে, যদি এক জনেরও ভ্রম সংশোধন হয়, তাহ'লে, সেই এক জনের দৃষ্টান্তে, অন্যান্য মূর্খগণও, আপন আপন ভ্রম সংশোধন ক'রে নিতে পারে। নইলে তোর ঐ মুণ্ড, এতক্ষণ স্কন্ধচ্যুত হ'য়ে ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হ'ত।

ব্রহ্মা। মহারাজ! মৃত্যুর আর আমার বাকী কি আছে? যখন ধর্ম্মনিন্দা শ্রবণ ক'রতে হ'য়েছে, তখনই একরূপ মৃত্যু হ'য়েছে মহারাজ! সামান্য জীবনের জন্য, আমরা চিন্তিত বা ভীত নই, জীবন যখন চিরস্থায়ী নয়,তখন আর সে—জীবনের জন্য চিন্তা ক'রে কি হবে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে, আপনাকে বিপদ হ'তে রক্ষা ক'রতে পারলেম না যদি জীবন দিয়েও আপনার কোন উপকার ক'রতে পারতেম, তাহ'লেও, আত্মাকে কৃতার্থ ব'লে মনে ক'রতেম

কলি। কি ঘোর উন্মত্ত বলি আমার আবার বিপদ কি, যে, তুই—তা হ'তে আমায় রক্ষা করবি?

ব্রহ্মা। মহারাজ! আপনি দেখছেন যে, আপনার কোনও বিপদ-সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমি দিব্য চ'ক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, আপনার অদৃষ্টগগনে, ভবিষ্যৎ-বিপদের সূত্রপাতস্বরূপ ভয়ঙ্কর কাল-মেঘ উদিত হ'য়েছে, আপনি জ্ঞানান্ধ, তাই দর্শন ক'র্‌তে পার্‌ছেন না। মহারাজ! আর অধিক দিন বিলম্ব নাই, শীঘ্রই ঐ কাল-মেঘ হ'তে, বিষম ঝঞ্ঝাবাত উত্থিত হ'য়ে, আপনাকে অবিলম্বে ভয়ঙ্কর বিপদজালে জড়িত ক'রবে; তখন মহারাজ! এই বন্যফলমূলাশী তপস্বীর কথা মনে ক'রবেন মহারাজ! যদি সেই নরকার্ণব হ'তে ত্রাণ পাবার ইচ্ছা থাকে, তা হ'লে, এখনও ধর্ম্মকে আশ্রয় করুন, অনর্থক ধর্ম্মনিন্দা ক'রে, পাপের অন্ধতম কূপে, আত্মাকে নিমজ্জিত ক'র্‌বেন না মহারাজ! পাপ ক'র্‌লে, যখন তার প্রায়শ্চিত্ত আছে, তখন আর ভয় কি। একবার সেই ভবভয়হারী হরিকে প্রাণখুলে ডাকুন, তাহ'লে দেখ্‌বেন, আপনার সকল পাপ দূর হবে। মহারাজ. এ বিকারে, এ হ'তে আর অন্য বিধি নাই; বৈদ্যগণ বিকারে, বিষ-প্রয়োগ ক'রে থা'কেন, কিন্তু আমি আপনার এই ভব বিকারক্ষেত্রে, হরিনামা-

মৃতরূপ নূতন ঔষধির ব্যবস্থা ক'রে দিলেম; যদি রোগমুক্ত হ'তে বাসনা থাকে, তাহ'লে এখন হ'তে ভক্তি-অনুপান দ্বারা হরিনামৌষধি পান করুন।

গীত।

ওহে নরনাথ মম রাখহে বচন,
ক'রনা হে অবহেলা,
দুর্ব্বার বিকার তবে হবে নিবারণ।
হরিনাম-মহৌষধি এ রোগের বিধি,
ভক্তি অনুপানে, পান কর নিরবধি,
( এযে শঙ্কর-দুর্ল্লভ মৃতসঞ্জীবনী )
এ রোগের নাই অন্যৌষধি নিদানে বিধান
সেবনে সুরস হবে সন্তাপ না রবে,
প্রলাপ যাইবে শেষে পিপাসা ফুরাবে,
( ভবযাতনা রবেনা শুনহে রাজন )
যাবে ভ্রান্তি পাবে শান্তি জুড়াবে জীবন।

কলি। ( সক্রোধে ) ঘাতুক! ঘাতুক!

ঘাতুকের প্রবেশ।

কলি। ( ঘাতুকের প্রতি ) ঘাতুক! তুই এখনই এই নরাধমের মুণ্ড ছেদন কর্।

ঘাতুক। যে আজ্ঞা। ( ব্রহ্মার প্রতি ) আয়রে বিট্‌লে বামুন! আয় তোর মুণ্ড ছেদন করি। ( ব্রহ্মাকে বন্ধন করণ )

ব্রহ্মা মহারাজ! আমাকে বন্ধন ক'রেছে করুক; এত সামান্য বন্ধন, এ বন্ধনে ভয় কি; কিন্তু মহারাজ! আপনার ভবিষ্যৎবন্ধন চিন্তা ক'রে, আমি বিশেষ চিন্তিত হ'য়েছি। তাই বল্‌ছি মহারাজ। দিন থাক্‌তে, সেই সর্ব্ববন্ধন মোচনকারী হরিকে ডাকুন।

কলি। ঘাতুক! বলি এখনও নরাধমের মুণ্ড দ্বিখণ্ড ক'র্‌তে পার্‌লিনে?

ব্রহ্মা। মহারাজ! যতক্ষণ না পরমায়ু নিঃশেষ হবে, ততক্ষণ এক ঘাতুক কেন, সহস্র ঘাতুকে চেষ্টা ক'র্‌লেও, আমার কিছুই ক'র্‌তে পারবেনা। আবার যখন কাল পূর্ণ হবে, তখন হয়ত, সামান্য তৃণের আঘাতেই জীবনলীলা শেষ ক'র্‌তে হবে।

কলি। ঘাতুক। বলি ভাবছিস্ কি?

ঘাতুক। মহারাজ! আমি কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, কেবল সব ধোঁয়া, কেবল সব ধোঁয়া।

কলি। আচ্ছা তবে অস্ত্র আমায় দে। (অস্ত্র নিতে উদ্যত)

ব্রহ্মা। মহারাজ! এই দেখুন, হরিনামে, বন্ধন মোচন হয় কিরূপে। (বন্ধন-মুক্ত ও অন্তর্ধান)

কলি। (সকলদিকে চাহিয়া) কোথা গেল, নিশ্চয়ই ভণ্ডটার যাদুবিদ্যা অভ্যাস করা আছে। নইলে চ'খের সম্মুখে অন্তর্ধান হবে কিরূপে।

(নেপথ্যে)

"কলি! তোর গর্ব্ব খর্ব্বকারী হরি, সম্ভলপুরে বিষ্ণুযশার গৃহে জন্ম গ্রহণ করেছেন; শীঘ্রই ও গর্ব্ব, খর্ব্ব হবে"

কলি। ঐ যে, ধূর্ত্তটা প্রলাপ ব'ক্‌ছে, ঘাতুক! শীঘ্র অগ্রসর হ'য়ে দেখ্ কোথায় গেল।

(ঘাতুকের প্রস্থান)

কলি। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য!

জ্ঞানহীন নর—
ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি, প্রাণ দেয় বিসর্জ্জন।
কিন্তু, কিবা ধর্ম্ম, কোথা ধর্ম্ম, কিরূপ আকার,—

জানিল না, দেখিল না কেহ ;
তবু কবে ধর্ম্ম ধর্ম্ম, সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজি ;
এ হ'তে আর অপকর্ম্ম কি আছে জগতে।
ভণ্ড-বিরচিত যত প্রলাপকাহিনী,
অন্ধ-বিশ্বাসের সূত্রে গাঁথিয়া হৃদয়ে,—
রাখিয়াছে ভ্রান্তগণ
সর্ব্বস্বান্ত হয় কেহ পিতৃশ্রাদ্ধ করি,
জীবনান্ত পণ তবু ধর্ম্ম রাখিবারে।
সংসার-সুখের আশে দিয়ে জলাঞ্জলি—
করে বাস কানন-মাঝারে।
উত্তম উত্তম সব বসন, ভূষণ,
সুমধুর মদ্যপান, কামিনী-সম্ভোগ,—
ত্যজিয়ে বর্ব্বরদল কোন্ সুখ আশে—
অস্থিচর্ম্ম করে সার পত্র-বস পানে।
অহো! এ হ'তে আর কি আছে অজ্ঞতা!
কতদিনে এ অজ্ঞতা দূর হবে হায়।
মম রাজ্যবাসিগণে, বহুদিন হ'তে,—
অজ্ঞতার অন্ধকার বিনাশ করিয়া—
আনিয়াছি জ্ঞানা লোক মাঝে।
কিন্তু, বন্য ভণ্ড এই সব যোগীঋষিগণ,
রহিয়াছে বিষম আঁধারে।
দূর হ'ক—কাজ নাই ও সব চিন্তনে ;
যাই এবে শান্তিময় প্রমদ-কাননে।

(উভয়ের প্রস্থান)

# অষ্টম অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য।

( সিংহলদ্বীপস্থ কারুমতীনগরীর রাজপথ )

জনৈক অধ্যাপকের প্রবেশ।

অধ্যা। ঐ যা, কুষ্মাণ্ডটা আবার পিছনে প'ড়েছে। যেমন আমার তাড়াতাড়ি, তেমনি ও বেটা আরম্ভ ক'রেছে। ওদিক্ হয়ত, এতক্ষণ বিদেয় আদায় সব হ'য়ে গেল। শেষে যদি আমাকে হতভম্ব হ'য়ে ফিরে আস্‌তে হয়, তবেই দেখ্‌ছি মারা গেছি গৃহলক্ষ্মী ব্রাহ্মণীশর্ম্মার ক্ষিপ্রহস্তের, সেই চলৎ সম্মার্জ্জনী—তর্জ্জনায়, এই ছিন্নকন্থাবৎপৃষ্ঠ-ত্বকের হয়ত, সর্ব্বাভাব হ'যে দাঁড়াবে; এবং সেই মূলক-বিনিন্দিত শুভ্র দন্তপংক্তির, পরস্পর সংঘর্ষনে, হস্তিকর্ণ-সদৃশ বিলম্বিত অধরোষ্ঠ হ'তে, রুধিরধারা বিনির্গত হ'য়ে, আমার ক্ষুদ্র কুটীরখানি হয়ত, একটী রক্তের নদীতে পরিণত হ'য়ে উঠ্‌বে। আর সেই—ঢক্কা-বিনিন্দিত সুমধুর স্বরলহরীর দ্বারা, যখন চতুর্দ্দিক মুখরিত ক'রে, আমার প্রতি অমৃত বর্ষণ ক'রতে থাক্‌বেন, তখন আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা সব

কিছুই থাক্‌বে না বোধ হবে, যেন স্নধার উষ্ণপ্রস্রবণে সন্তরণ ক'রছি। যাক্ এখন হতভাগাটাকে একবার ডেকে দেখি। ( উচ্চৈঃস্বরে ) ওবে ন'দে! ন'দে! বলি এলিরে ?

ক্রুদ্ধভাবে সত্বর ন'দেরচাঁদের প্রবেশ।

ন'দে। দেখ ভট্‌চার্য্যি মশাই। তুমি যদি—ফের আবার আমায় ন'দে ন'দে ব'লে ডাক্‌বে, তবে কিন্তু আমি একেবারে, ভয়ানক চ'টে গরম হ'য়ে যাব। তখন কিন্তু আর অধ্যাপক ব'লে, মান রাখব না কেবল ন'দে, ন'দে, ন'দে, ওকি রকম ? একি ন'দে শ স্তিপুর যে, ন'দে, ন'দে, ন'দে, কেন ন'দেরচাঁদ ব'ল্‌তে কি মুখে ব্যথা পাও ?

অধ্যা। (স্বগতঃ) ব্যাটার আবার,এদিক্ নাই ওদিক্ আছে। লেখা পড়ায় ত মূর্ত্তিমন্ত চতুষ্পদ, তাতে আবার, নামের বাহার-টার দিকে বিলক্ষণ নজর আছে। ব্যাটা আমার কাছে পড়ে,অথচ আমাকে গ্রাহ্যও করে না। কিছু ব'লবার যোও নাই, কিছু ব'ল্লে, হয়তো আমার সব গুমরকথা খুলে দেবে তাব চেয়ে, ও যাতে সন্তুষ্ট থাকে, তাই করাই উচিত, কুকুর কাম্‌ড়ালে ত, আর তাকে ফিরে কাম্‌ড়ান যায় না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বাপু! তে কে ন'দেবচাঁদ ব'লেই ডাকা যাবে। এখন বল্ দেখি, তুই অত পেছনে প'ড়েছিলি কেন ? সভাব সময়ে না উপস্থিত হ'তে পারলে, যে, শেষে—"মার্গহস্তে বনং ব্রজেৎ" ক'র্‌তে হবে

ন'দে। আমি কি শুধু শুধু পেছনে প'ড়েছিলেম ? সভায় যেতে হবে ব'লে, এই দেখ ফোঁটা কেটে এসেছি।

অধ্যা জল পেলি কোথা ?

ন'দে। জল্ আমার সঙ্গে ছিল।

অধ্যা। সঙ্গে আবার জল ছিল কখন্ রে ?

ন'দে। জল—ক'রে নেওয়া গেছে। ভগীরথ অমন একটা গঙ্গা

ক'রে ফেল্‌তে পাবল, আর আমি একটু—ফোঁটা কাটবার জল ক'রে নিতে পারব না ? তবে আর তোমার ছাত্র হ'য়েছি কেন ?

অধ্যা তবু শুনি, বল্‌না, কি ক'রে, জল ক'বেনিলি ?

ন'দে এই প্রোচ্ছাপ ফিরে, সেই জল—দে, জল ক'বে নিয়েছি

অধ্যা (সরিয়া গিয়া) দূর আবেগের ব্যাটা, স্পর্শ করিস্‌নে স্পর্শ কবিস্‌নে, অশুচি হব।

ন'দে। কেন, তুমি নিজে যখন কর ?

অধ্যা। আমি কি প্রচ্ছাপেব জল—দে ফোঁটাকাটিবে কুষ্মাণ্ড ?

ন'দে। ঐ যে—সে দিন, একটা নিমন্ত্রে যেতে, পথে জল পাওনা, শেষে সেই বাগানটার ভেতব গিয়ে প্রোচ্ছাপ ফিরে সেই জল—দে, দীর্ঘ ফোঁটা কাটলে আমি আড়াল থেকে দেখ্‌লেম। আমিও সেই হ'তে,ঐ ফিকির শিখে রেখেছি ; ও ফিকির কিন্তু মন্দ নয় ভট্টাচার্য্যিমশাই। "রথ দেখাও হয় কলা বেচাও হয়" প্রোচ্ছাপও করা হয়, আবার দরকাব হ'লে ফোঁটা কাঁটাও চলে।

অধ্যা। কি, তুই আড়াল থেকে দেখে ছিলি ? আমাব—কাছে গিয়ে দেখিস্‌ ন ই ? তাই বল্‌, সেই জন্যই ঠিক দেখতে পাস্‌ নাই, সে ত প্রচ্ছাপেব জল নয়, সে হ'চ্ছে মূত্র সলিল, তাতে কোন দোষ নাই, ওব ব্যবস্থাও দায়ভাগে আছে, যখন পড়বি, তখন বুঝিয়ে দেব। আব দেখ্‌, তুই যখন—ফোঁটা কেটে ফেলেছিস্‌ তখন আর কি হবে, কাউকে যেন ও কথা বলিস্‌ নে

ন'দে। কেন ভট্টাচার্য্যি মশাই। "মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" কি ক'র্‌তে নাই ?

অধ্যা। যা'ক—ওসব কথা এখন রেখেদে। এখন সভাতে গিয়ে বিচার ক'র্‌তে পাববি ত ?

ন'দে তবে এত দিন কি প'ড়লেম ?

অধ্যা শেষে যদি ঠ'কে যাস্ ?

নদে ইস্—ঠ'কব ? নদেরচাঁদকে ঠকাবে, এমন চাঁদ—চাঁদের -তলে কে আছে ? (স্বগতঃ) ন'দেরচাঁদের কি শুধু এক বিদ্যে, যে, তাই ভয় ক'রব ? যখন দেখি যে, বিচারে হ'টে এসেছি, অমনি পটাং ক'রে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে, তখনি অমনি দে চম্পট্।

অধ্যা আচ্ছা, ন'দেরচাঁদ . সভাতে গিয়ে, সংস্কৃতে আলাপ ক'রতে পারবিত ?

ন'দে। কেনং পারিবং নাং।

অধ্যা ঐরূপ সংস্কৃতালাপ ক'রবি নাকি ?

ন'দে কেবলং কিং এইরূপং করিষং, কতং রূপং করিবং, তার কিং ঠিক্ আছেং। কথন্তি, মথন্তি, যায়ন্তি খায়ন্তি, ইত্যাদিং ইত্যাদিং।

অধ্যা। থাম্ বাপু থাম্। তোর সংস্কৃত ব'লে কায নাই।

ন'দে। তুমি এ সংস্কৃতেরস্য কিং বুঝন্তি এ আমারং বাপেরস্য কাছেং তেং শিখন্তি।

অধ্যা। বিদ্যা ত অগাধ দেখছি, তুমি একটী বিশালমূর্খ।

ন'দে শুধু বিশাল না ব'লে, একেবারে "বিশালশাল্মলী তরু" বল না কেন ?

অধ্যা অ চ্ছা তাই বলা যাবে, এখন চুপ কর্। রাজবাড়ীর কাছে এসে উপস্থিত হ'য়েছি

ন'দে। আচ্ছা ভট্চার্য্যি মশাই। রাজবাড়ীতে যে, আজ সোম্‌বার হবে, তাকি আমাদেরও সেই সোম্‌বার ক'রতে হবে ?

অধ্যা সোম্‌বার হবে কিরে ?

ন'দে সেই যে—বাড়ীতে আমার দিদিমা, রেতের বেলায় হবিষ্যি ক'রে থাকে।

অধ্যা দূর বোকা। সোমবার নয়, এ—স্বয়ম্বর, বৃহদ্রথরাজ-কন্যা পদ্মা'র স্বয়ম্বর।

ন'দে। আচ্ছা "স্বয়ং" মানেটা কি ?

অধ্যা স্বয়ং শব্দের অর্থ "নিজে"।

ন'দে তবে আর আমাকে বোকা ব'লছ কেন ? বোকা দেখছি—তবে তুমিই হ'লে "স্বয়ং" মানে যদি "নিজে" হয়, আর "বর" মানে ত "বরপাত্তর" আছেই, তাহ'লে হ'ল কি ? না নিজেই বর, আবার ব'ল্লে যে, রাজকন্যার স্বয়ম্বর, ত হ'লে রাজকন্যা নিজেই, নিজের বর হ'ল, কেমন ? বলি, মেয়েছেলে কি আবার বর—হ'য়ে থাকে নাকি ? (করতালি প্রদানপূর্ব্বক) হ', হ, হ', ভট্‌চার্য্যিমশাই। আজ হেরে গেলে। আমি তবে তোমার চাইতেও পণ্ডিত হ'লেম, এইবার নবদ্বীপে গিয়ে, পোড়ামার পূজাটা দিয়ে আস্‌তে পার্‌লেই, বাড়ীতে গিয়ে টোল খুলব।

অধ্যা। (স্বগতঃ) চণ্ডালের হাতে, শালগ্রামের মরণ ত চির-দিনই আছে। (প্রকাশ্যে) ন'দেরচাঁদ, আমিই হার মানলেম, এখন যা বলি, তাই শোন্, আমি রাজবাড়ীতে উপস্থিত হ'য়ে, এক-বারে সভাতে গিয়ে ব'সব, আর তুই, যে ঘরে, অধ্যাপকদের সিধেপত্র বিলু হ'চ্ছে, সেই খানে চ'লে যাবি সিধেপত্র সব—দেখে শুনে নিস্, ঘৃতটা তৈলটার দিকে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিস্, আর সেখানে গিয়ে একটু পরিষ্কার ক'রে কথা ক'স্, নইলে তোকে ছাত্র ব'লে বিশ্বাস ক'রবেনা।

ন'দে। পরিষ্কের কথা আর আমাকে শিখাতে হবেনা, সেসব তোমাদের ভাবনা, কারণ নস্যি টেনে টেনে, তোমা-দের কথা জড়িয়ে গেছে। আমার কথা—টস্ টস্ করে ফোঁটে।

অধ্যা। আরে অকাল কুষ্মাণ্ড, সে পরিষ্কারের কথা বল্‌ছিনে।

একটু শুদ্ধভাবে ব'ল্‌তে ব'ল্‌ছি যেমন চাল্ না ব'লে—তণ্ডুল, দই না ব'লে—দধি দুধ্ না ব'লে—দুগ্ধ ইত্যাদি

ন'দে। আর পাকা কলা না ব'লে, পাক্কাকলা ব'ল্‌ব ?

অধ্যা। পাক্কাকলা বুঝি তোর শুদ্ধ কথা হ'ল ? বল্‌বি যে পক্কবস্তা

ন'দে। অত লম্বা লম্বা কথা মনে থাকবেনা বাপু! অমন করলে একবারে লম্বা দেব

অধ্যা। আচ্ছা পক্ক না ব'লে, শুধু বস্তা ব'ল্‌তে পারবি ত ? ( কর্ণের কাছে মুখ লইয়া ) বুঝলি ত ? বস্তা, বস্ত, বস্তা।

ন'দে। ( বিরক্তি স্বরে ) হ্যাঁ, হাম্বা, হাম্বা, হাম্বা। কানের কাছে একেবারে, ষাঁড়ের মত চেচাতে আরম্ভ ক'র্‌লে। আমাকে একেবারে হতভম্ভ ক'রে তুলেছে। এ হ'তে যে আমার সংস্কিত বলাই ভাল ছিল, কোন বালাই নাই, কথাটা ব'লে তার পিছনে এক্ একটা অনুস্বর লাগিয়ে গেলেই বাস্ ফুরিয়ে গেল।

অধ্যা। দূর মূর্খ।

ন'দে। দেখ ভটচার্য্যিমশাই মূর্খ না ব'লে, মুখ্যু বল না কেন, তোমার ও আর্কফলা শুন্‌তে শুন্‌তে, কানটা একেবারে ঝালা পালা হ'য়ে গেল। নিজের মাথাতেও যেমন একটা আর্ক-ফলা রেখেছ, অক্ষর গুলির মাথায়ও তেম্‌নি এক্ একটা বসান চাই।

অধ্যা। যা'ক, তোর সঙ্গে মিছে বাজে বকা যায় না, চল্ এখন চল্। তারা শিবসুন্দরী মা

( উভয়ের প্রস্থান )

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

( স্বয়ম্বর সভা )

বৃহদ্রথের প্রবেশ।

বৃহ। ( স্বগতঃ ) আহা আজ কি আনন্দের দিন আমার একমাত্র নয়ন-পুত্তলী কন্যারত্ন পদ্মা, আজ স্বয়ম্বরা হবে। পৃথিবীর যাবতীয় নৃপগণকেই নিমন্ত্রণ করা হ'য়েছে। ( দেখিয়া ) এই যে ভূপতিগণ সকলেই এসে উপস্থিত হ'য়েছেন ( প্রকাশ্যে ) আসুন আসুন, সকলে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করুন

রাজগণের প্রবেশ ও উপবেশন

১ম রাজা। ( আপন অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্বগতঃ ) তা—এমন চেহারাটা কি, আর রাজকুমারীর পছন্দ হবে না? আমার মত সুশ্রী রাজা ত দেখছি এখানে একটীও নাই। তবে আমার একটু দোষ আছে—কিনা কুব্জ, তা আর কেই বা দেখতে আসছে; রাজপরিচ্ছদে ত,—তা ঢাকাই র'য়েছে, আর না হয়, আর একটু উঁচু হ'যে ব'সলেই ঠিক হবে, বরং তাতে,একজন মহ-বীরের মতই দেখাবে। তবে আর চিন্তা কি আমারই আজ পোয়া বার; রাজকন্যা আজ আমাকে নিশ্চয়ই বরমাল্য দান ক'রবে

২য় রাজা। ( নিজ শরীর দেখিতে দেখিতে স্বগতঃ ) অনেকে আমার রঙটাকে, একটু কাল কাল বলে, তা—এমনই বা কাল কোথায়? তাতেই বা ক্ষতি কি, বরং লাভই আছে; কেননা, লোকে বলে, "কাল জগতের আলো", আর "কোকিল যে কাল তাতে কিবা আসে যায়" আর অত কথায়ই বা কায

কি? স্বয়ং কৃষ্ণ পর্য্যন্ত কাল, তার সেই কাল রূপেইত গোপিনীরা মোহিত হ'য়েছিল আর কাল, না হ'লেই বা, পদ্মাসুন্দরীর সঙ্গে মানাবে কেন? কাল মেঘের কোলেই সৌদামিনী শোভা পায়, কাল আকাশেই চাঁদ উঠে, কাল মাণিকেরই মূল্য বেশী। এসব কথা কি আর বুদ্ধিমতী রাজকন্যার জানা নাই? নিশ্চয়ই আছে? তবে আর আমাকার বরমাল্য কে নেয়? আমার ত হ'য়েই র'য়েছে।

৩য় রাজা (স্বগতঃ) আমার চোখ্‌টা নাকি একটু টেরা, তা সাপে বরই হ'য়েছে, কটাক্ষ আর ইচ্ছা ক'রে, বা চেষ্টা ক'রে ক'র্‌তে হবে না, সব সময়েই আমার চক্ষে কটাক্ষ লেগে র'য়েছে; লক্ষ্য পেলেই হ'ল এই টেরা চোখেই ত, কৃষ্ণ বাহার লুটে ছিল। বাঁকা আঁখির যে, কত গুণ, তা আর ব'লে শেষ ক'রবার যো নাই; যাঁরা ভুক্তভোগী, তাঁরাই জানেন। যে দেখব, যে, রাজকুমারী এসে উপস্থিত হ'য়েছে, অম্‌নিই সন্ধান, আর যাবে কোথা, এ বাঁক চোখ্‌ দেখলে কি আর রাজকুমারী, ওসব রাজাদের কাছে যাবে? যাহ'ক, লক্ষ্য দেখ্‌ছি আজ, আমিই বিঁধে ব'সে আছি। এখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকি

৪র্থ রাজা। (স্বগতঃ) আমার আকারটা একটু—বামনের মত খর্ব্ব, তা—এতে আর দোষই বা কি? চেহারাটা বরং একটু গোলাকার থাকাই ভাল, আরও এক সুবিধা আছে, চিরদিনই খোকা থাকা যায়, লোকে বয়স কমিয়ে বিবাহ ক'র্‌তে যায়, আমার আর তা ক'র্‌তে হবেনা। দে'খেই লোকে বুঝ্‌তে পা'রবে যে, এই সবে নবীন বয়স এমন চেহারা, রাজকন্যার মনে, ধ'রবেই ধ'রবে, তাতে আর সন্দেহ নাস্তি এখন শ্রীমতী এলেই হয় আর যারা এসেছেন, তাদের দেখ্‌ছি, কেবল আসাই সার হবে। কেমন ক'রে যে, সব বাড়ী গিয়ে মুখ দেখাবে, তা আর ভেবেই পাচ্ছিনে।

কি লজ্জা! কি লজ্জা!! আরে! এসব ভাগ্য চাই, "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র, ন বিদ্যা নচ পৌরুষং।"

বিমলাদাসীসহ পদ্মার প্রবেশ।

(পদ্মাকে দেখিয়া রাজগণের নানারূপ অঙ্গ-ভঙ্গি করণ)

বিম। (রাজগণকে দেখাইয়া)

দেখ সখি বিধুমুখি! ভুবন-মোহন—
আসিয়াছে, কত শত রাজপুত্রগণ
কাম-রূপ-জিনি রূপ, কিবা অপরূপ,
গুণে বাণী পরাজিত, গুণলো স্বরূপ।
নবীন বয়স সব রসের সোপান,
যারে ইচ্ছা, তারে সখি কর মাল্য দান।

পদ্মা। কৈ সখি! অপরূপ ভুবন-মোহন?
পীতধড়া-পরা পদ্মপলাশ-লোচন?
ত্রিভঙ্গ মুরতি সখি! বঙ্কিমনয়ন?
অলকা তিলকা ভালে মদনমোহন?
কৈ সে নবীন নীল নীরদবরণ?
হৃদিমাঝে, যার ছবি করি দরশন।
কৈ সে? বাঁশরী হেথা, রাধানাম-সাধা?
কোথা সখি! শিরপরে শিখিপুচ্ছ বাঁধা!
আমার হৃদয়ানন্দ সে বর বরণ,—
কোথা সখি? কারে বল করিব বরণ?

বিম। সখি! এসব ভুবন-ভুলান রূপ কি, তোমার মনে ধ'র্‌ল না?

পদ্মা। বিমলে! মনে ধ'রবে কি? মনে স্থান থা'কলে ত ধ'রবে? মন যে, আমার সেই কালরূপে, পূর্ণ হ'যে র'য়েছে।

বিম। আমি তোমাকে, সে ধ'রবার কথা ব'লছিনে। বলি,

এসব রাজপুত্রগণের, রূপ কি তোমার পছন্দ হ'ল না ? এর চেয়ে কি তোমার সেই শ্যামসুন্দর বেশী সুন্দর ?

পদ্মা সখি ! তুমি, সে রূপ দেখনাই, তাই, ও কথা বল্‌ছ । চন্দ্র, যতক্ষণ উদিত না হয়, ততক্ষণ, নক্ষত্রগণই শোভা-বিস্তার ক'রে থাকে, কিন্তু, শশধর উদিত হ'লে কি আর সেই ক্ষীণজ্যোতি তারকাবলীর দীপ্তি থাকে ? তুমি সেই—নীলকান্ত মণিকে দেখনাই ব'লেই, এই সব কাঞ্চন দর্শনে মোহিত হ'চ্ছ ।

বিম। আচ্ছা বুঝলেম, সেই নীলকান্তমণিই অধিক উজ্জ্বল তা বুঝলেম, কিন্তু যদি, সেই নীলকান্তমণি না মেলে, তবে কি আর কেউ কাঞ্চনের আদর ক'রবে না ? আর সখি ! এই সব রাজকুমারগণ, তোমার প্রতি অনুরাগী হ'য়ে উপস্থিত হ'য়েছেন, কিন্তু তোমার সেই—হৃদয়ের মাণিক ত একবার এলেনও না । তোমাকে যদি তিনি, স্বপ্নে দেখা দিয়েই থাকেন, আর তোমাকে যদি তিনি ভালই বাসতেন ? তাহ'লে, এই স্বয়ম্বরে না আস্‌বেন কেন ?

পদ্মা সখি ! আমি কি, তাঁর ভালবাসার প্রার্থনা করি ? তিনি—ভাল বাসুন, আর নাই বাসুন, আমি তাঁকে ভালবাসি, তাই তাঁর ভিখারিণী। আমি হতভাগিনী ব'লেই, তিনি আমাকে বঞ্চনা ক'রলেন সখিরে আমি সেই নীলমণিকে পাব ব'লে, শিবের তপস্যা ক'রেছিলেম ; আমার স্তবে তুষ্ট হ'য়ে, শিব আমাকে "বাসনা পূর্ণ হবে" ব'লে বর দিয়েছেন, আর ব'লেছিলেন যে—যারা, তোমাকে, কামাতুর হ'য়ে দর্শন ক'রবে, তারা তৎক্ষণাৎ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হবে। তবে কৈ ? সে হরি ত এলেন না ? সখিরে ! আজ ভাগ্য দোষে, শিবের বাক্যও মিথ্যা হ'ল।

বিম। তাইত সখি ! ঐ দেখ, রাজ-কুমারগণ সব—নারী-রূপ ধারণ ক'রছে ।

( রাজকুমারগণের নারীরূপ ধারণ )

১ম রাজা। ( ২য় রাজার প্রতি ) বলি, ও কিহে। মেয়ে সেজে ব'সলে, যে। রাজকুমারীকে পেলেনা ব'লে কি, শেষে সখী সেজে, রাজকুমারীর সঙ্গিনী হবে নাকি ?

২য় রাজ। ( ১ম রাজার প্রতি ) তুমি আবার কাকে ব'লছ ? একবার নিজের দিকে চেয়ে দেখ দেখি।

৩য় রাজা। ( স্বগতঃ ) এঁ্যা, একি হ'ল, আমার বক্ষে, পীন-পয়োধর যুগল হ'ল কেন ? ( গোঁপে হাত দিয়া ) তাইত। গোঁপও ত—দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। (সকলের দিকে চাহিয়া) এই যে,সকলেরই এক দশা ; যার দিকে চাই, তাকেই আমার মত দেখতে পাইযে। হনুমান যেমন লঙ্কাপুর হ'তে দগ্ধ মুখ হ'য়ে এসে, স্বজাতির মধ্যে যার দিকেই চায়, তাকেই দগ্ধমুখ দেখতে পায়, আমারও তাই হ'ল দেখছি। যাহ'ক, হাসান কাঁদান কেউ না থাকলেই হ'ল।

৪র্থ রাজা। এ যে বড় আশ্চর্য্য দেখ্‌ছি, রাজকন্যা আমাদের সব যাদু কর্‌লে নাকি ? শুনেছি কুহক-বলে, পুরুষগণকে ভেড়া করে, কিন্তু এযে দেখছি, সব বেড়াকাপড়-পরা, নারীর দল হ'য়ে গেলেম হায়। হায়।। রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হ'লে, মহিষী আম কে চিন্তে পারবেত ?

বৃহ। (স্বগতঃ) ওঃ—আজ এই জন্যই কি, এই দৃশ্য দেখবার জন্যই কি, স্বয়ম্বরসভা আহুত ক'রে ছিলেম ? না এ দৃশ্য আর দেখা যায় না। বুঝ্‌লেম, পদ্মার প্রতি, হরি অনুকূল হ'লেন না। আজ অব্যর্থ শিবের বাক্যও ব্যর্থ হ'ল। এখন যাই, এখান হ'তে স্থানান্তরে যাই।

( প্রস্থান )

পদ্মা। সখিরে। এই কলঙ্কের ডালি, মাথায় ক'র্‌বার জন্যই কি, পদ্মার জন্ম হ'য়েছিল ? আমার জন্যই আজ, রাজকুমারগণ

এমন দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হ'য়েছেন এসব যে, ভুবনময় ব্যাপ্ত হ'য়ে প'ড়বে। সখিরে! আমি লোক-সমাজে, এ মুখ কেমন ক'রে দেখাব? পিত এই ব্যাপার দেখে, বিষণ্ণমুখে প্রস্থান ক'রলেন। আমি এমনি কুলনাশিনী যে, আমি, আজ আমার উচ্চ পিতৃ-কুলে, বিষম কলঙ্ক কালি লেপন ক'রলেম। চল সখি! আমি আর এ সব দেখতে পারিনে, এ পাপ প্রাণ পরিত্যাগ ভিন্ন এ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই

(বিমলাসহ পদ্মার প্রস্থানোদ্যোগ)

১ম রাজা। (সদুঃখে) রাজকুমারি! আমাদের আর গতি কি হবে, আমরা আর এ মুখ নিয়ে, নিজ নিজ রাজ্যে যেতে পারবনা তুমি এখন কৃপা ক'রে আম দিগকে তোমার দাসীর পদে স্থান দেও।

(বিমলা ও পদ্মার প্রস্থান ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজগণের প্রস্থান)

## তৃতীয় দৃশ্য।

*বিমলার কণ্ঠবেষ্টন পূর্ব্বক পদ্মার প্রবেশ।*

উভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি—

### গীত

পদ্মা। সখি, পিয়াসা বহিয়ে গেল পূরল না সাধ লো,
কি করম দোষে আজি হেন পরমাদ লো
যদি হবে না সে হামারি মনে তার ছিল লো,
তবে স্বপনে আসিয়ে কেন দেখা দিয়ে গেল লো।
(হৃদে শেল বিঁধি গেল লো)
অবলা সরলা পেয়ে কেন বা মজালো গো

বিম। আর, কেঁদনা কেঁদনা ধনি, আসিবে সে গুণমণি,
ধৈরজ ধর বিষাদিনী। (স্বজনী)

পদ্মা। আর কিলো আছে আশা, গিয়েছে তার আমার আশা,
ধৈরজ মানে না পরাণী। (সখিরে)

বিম (পাগলিনী যে হলিলো) (ভেবে ভেবে)

পদ্মা (আর বাকী কি আছেলো) (পাগলিনী হবার আমার)

বিম। কতদিন আর এই ভাবে, কাটাবি গো ভেবে ভেবে,

পদ্মা ত্যজিব প্রাণ আজি চিতানলে। (সখীরে)

বিম। (প্রাণ কেঁদে যে উঠে গো) (তোর কথা শুনে)
ভুলে যা সেই নিঠুর কপটে (ধনীলো)

পদ্মা। ভুলিতে যে নারি সখি, সদা হৃদিমাঝে দেখি,
সে নীল নবীন মোহনচাঁদে (সখীরে)

বিম। রাজকুমারি। আর অমন ক'রে, ম'রব ম'রব ব'লে, আমাদের প্রাণ কাঁদাস্‌নে; তোর ঐ সব কথা শুনে, আমার প্রাণ যেন অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ছে।

গীত।

পদ্মা। কিবা ফল, সখি বল, এ জীবনে,
বাধা দিওনা মরণে।
আশা ছিল মনে মনে, হেরে সে মনোমোহনে,
জুড়াব এ প্রাণ মনে, ভাসিব সুখ জীবনে।
গিয়েছে তার আমার আশা, মিটিল না মনের আশা,
রহিল প্রাণ-পিয়াসা, পুরিল না এ জীবনে।

শুকের প্রবেশ।

শুক (স্বগতঃ) হরিবল, হরিবল, মায়ার কি মোহিনী শক্তি। স্বয়ং মহাশক্তি মহামায়া লক্ষ্মীকে পর্য্যন্ত, মায়াতে মোহিত হ'তে হ'য়েছে। ধন্য মায়া। তোকে ধন্য, গোলকেশ্বরী লক্ষ্মী, গোলক ছেড়ে ভূলোকে এসে, মায়ার বশে, আজ আত্মবিস্মৃতা। আত্ম-

বিস্মৃতি হ'য়েছে বটে, কিন্তু,সংস্কার দূর হয় নাই, হরিকেই পতিত্বে বরং ক'রতে হবে, এ সংস্কার স্থিরই আছে; তাত থাকবারই কথা, কারণ, সংস্কার যে আত্মা গত; নইলে জন্মান্তরীণ সংস্কার থাকে কেন? কিন্তু, এই বিস্মৃতি আর এই সংস্কার টুকু না থাকলে, হরির অবতার এত মধুময় ও এত বৈচিত্রপূর্ণ হ'ত না বিস্মৃতি আর সংস্কার আছে ব'লেই, রামায়ণ অত মধুর ভাবে পরিপূর্ণ, আর কৃষ্ণাবতারে রাসলীলা অত রসোদ্দীপক হ'য়ে, ভক্তজনের প্রাণ মন অমৃত-রসে সিক্ত ক'রছে। আর আমার বোধ হয়, ভগবান এদ্বারা জগৎকে এই শিক্ষা দান ক'রছেন যে, প্রেম ভিন্ন কেউ আমাকে লাভ ক'রতে সমর্থ হয় না; প্রেম যখন সম্পূর্ণরূপে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়, তখনি জীবে আমাকে প্রাপ্ত হয়। সেই প্রেমের ছবি জগৎ-হৃদয়ে বিশেষরূপে অঙ্কিত ক'রে দেবার জন্যই, হরি, অবতার সঙ্গিনী লক্ষ্মী দ্বারা সেই প্রেমের উদাহরণ প্রদর্শন ক'রছেন লোকে আদর্শ না পেলে, শিক্ষা লাভ ক'রতে পারে না। তাই—সেই সীতার বিশুদ্ধ অবিচলিত প্রেম, রাধিকার সেই আধ্যাত্মিক প্রেম, লোকের হৃদয়ে চিরাঙ্কিত র'য়েছে আবার এই কলিযুগে, পদ্মারূপিণী লক্ষ্মী দ্বারা সেই প্রেম পুনর্জ্জাগরিত ক'রে দিচ্ছেন কিন্তু; পদ্মার আজ—যে ভাব উপস্থিত, তাতে যে, সে প্রেম পূর্ণ হবে ব'লে বোধ হ'চ্ছে না; পদ্মা স্বয়ম্বরে হরিকে লাভ ক'রতে না পেরে, আজ চিতানলে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বার জন্য যখন উদ্যোগিনী, আবার এ জেনেও হরি যখন, স্থির হ'য়ে আছেন, তখন এবারকার উদ্দেশ্যে যে—কি, তা বুঝতে পারছিনে না, তাই বা ভাবছি কেন, পদ্মা অনলে প্রাণত্যাগ ক'রবেন ব'লেই বা এত ভাবছি কেন? অনলের সাধ্য কি যে, লক্ষ্মীকে দগ্ধ করে, তার প্রমাণ ত ত্রেতায় অগ্নিপরীক্ষায়ই পাওয়া গেছে তবে আমারই দেখ্‌ছি সম্পূর্ণ ভ্রম। তা যা

হ'ক, আমি এখন যে জন্য এসেছি, তার কার্য্য দেখি ; স্বয়ম্বর হ'তে এ পর্য্যন্ত সবই আমি স্বচক্ষে দর্শন ক'র্‌ছি, এখন যাতে নারায়ণ আর লক্ষ্মীর যুগল মিলন, এই যুগলনয়নে দর্শন ক'রে, এই অপবিত্র পক্ষি জন্ম সার্থক ক'র্‌তে পারি, তার উপায় দেখা যাক এই যুগলমিলন দেখ্‌ব ব'লেই ত, মহাদেবের তপস্যা করি, হরির তপস্যা না ক'রে, হরের তপস্যা ক'র্‌বার কারণ এই যে, যদি কোন ব্যক্তি, কোনও প্রধান লোকের সঙ্গে দেখা ক'র্‌বার বাসনা করে, তা হ'লে যেমন, সে প্রথমতঃ সেই প্রধান ব্যক্তির নিকট গমন না ক'রে, তার কোনও নিতান্ত প্রিয়পাত্রের নিকট গিয়ে, তাকে সন্তুষ্ট ক'রে, পরে সেই প্রিয়পাত্রের সঙ্গেই গিয়ে প্রধান ব্যক্তির দর্শন করে ; আমিও তেমনি, সেই হরি-প্রিয় হরকে তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট ক'রে, সেই হরের সঙ্গেই এসে, শ্রীহরির দর্শন পেয়েছি এখন যুগলমিলন দেখতে পেলেই উদ্দেশ্য সফল হয়। তাহ'লেই এই শুকের আর সুখের সীমা থাকে না। যাই, এখন রাজকুমারীর কাছে যাই। (নিকটে গিয়ে পদ্মার প্রতি) মা পদ্মা! আমি বৃক্ষশাখায় ব'সে, তোমার সকল কথাই শুন্‌তে পেয়েছি, তুমি যে সেই গোলোকেশ্বর নারায়ণের অভিলাষিনী, তাও বেশ জান্তে পেয়েছি মাগো! আমাকে নরাকারে দর্শন ক'রছ, কিন্তু, আমি বাস্তবিক মনুষ্য নই, আমি বিহঙ্গকুলজাত শুক, আমি সর্ব্বজ্ঞ ;—আমি ব্রহ্মাণ্ডের সকল সংবাদই রাখি মা! আমাদ্বারা যদি তোমার কোন উপকার হয়, তবে আমার নিকট বল। মাগো আমি তোর পুত্র তুল্য, আমার কাছে ব'ল্‌তে কোন বাধা নাই।

পদ্মা। বিহঙ্গম! তোমার কথা শুনে, তোমাকে মহৎ ব'লেই বোধ হ'চ্ছে, তুমি কোথায় থাক শুক? এবং কি জন্যই বা অভাগিনী পদ্মার নিকট এসেছ?

শুক। মা আমার আর অন্যবাসস্থান নাই, সেই পদ্ম-পলাশলোচন হরির পদ কল্পতরুর মূলেই আমি বাস করি সম্প্রতি তোর স্বয়ম্বরের কথা শুনে, তাই দেখ্‌বার জন্যই সিংহলে এসেছিলেম। আর আমার মনের একটী বাসনা পূর্ণ করবার জন্যই তোর নিকটে এসেছি মা। আমি তোর হরিদাস, আম কে অন্য কিছু মনে করিস্‌নে মা!

পদ্মা। শুক! কি ব'ল্লে, তুমি হরিদাস? হরি-পদ-কল্পতরু-মূলেই তোমার বাস? ধন্য শুক! তোমার সাধন বল। শুকরে! নাজানি তোর হৃদয়ে কি অপার আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হ'চ্ছে। তুই পক্ষী হ'লেও সকলের শ্রেষ্ঠ শুকরে. তুমি আর আমার কি উপকার ক'র্‌বে, তবে অন্তিম সময়ে, এই এক উপকার কর; তুমি এখন গিয়ে সেই হরিকে বল্‌গে, যে—"তুমি স্বপ্নে দেখা দিয়ে যার প্রাণমন চুরি ক'রে নিয়ে এসেছ, যে তোমায় লাভ কর্‌বার জন্য স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হ'য়ে,কলঙ্কের ডালি মাথায় ক'রে এনেছে, যে তোমাকে পাবার জন্য শিবের উপাসনা ক'রেছিল, সেই অভাগিনী জনমদুঃখিনী পদ্মা—আজ চিরদিনের মত,তোমার চরণ স্মরণ ক'রতে ক'রতে প্রাণত্যাগ ক'রেছে।" আর সেই নির্দ্দয়কে আর একটী কথা ব'ল যে, "পদ্মার হৃদয়ে যেমন ব্যথা দিলে আর যেন কখনও কারুর হৃদয়ে এমন ক'রে ব্যথা দিও না।" আর একটী কথা ব'ল যে, "যেদিন নিশাশেষে, পদ্মার শিয়রে ব'সে, পদ্মার মস্তক স্পর্শ ক'রে যে কথা ব'লেছিলে, সে কথা পদ্মা মরণ সময় পর্য্যন্তও ভুল্‌তে পারে নাই" শুকরে! আর আমার বলবার কিছুই নাই, আজ ভাগ্যক্রমে, বিধি তোমায় মিলিয়ে দিয়েছিলেন ব'লেই এই সকল মর্ম্মের কথা আজ এই অন্তিম-কালে, তোমার কাছে ব'লে যেতে পারলেম (বিমলার প্রতি) সখি বিমলে! আজ আমার বড় সুখের দিন, আজ স্বয়ং হরিদাস

শুক এসে আমায় দেখা দিয়েছেন। সখিরে! আপন প্রিয়-জনের দেখা না পেলেও, সেই প্রিয়জনেব কোনও প্রিয়ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হ'লে, তার কাছে যদি হৃদয়ের দুঃখ জানান যায়, তা হ'লেও সুখ আছে। সখিরে! আজ হবি-প্রিয় শুকেব নিকটে মর্ম্মকাহিনী প্রকাশ ক'বে, আমার হৃদয়-ভার অনেক পরিমাণে লঘু হ'যেছে, আর আজ হ'তে তোদেবও একটা ভারলাঘব হবে; কেননা, তোরা আমার জন্য বড় কষ্টভোগ ক'র্‌ছিস্‌, আমার দুঃখের ভার, তোদেবও অংশরূপে বহন ক'রতে হ'চ্ছে সখিরে! আব তোদের সে ভাব বহন ক'রতে হবে না, আব তোদেব কষ্ট দেব না, আর তোর গলা ধ'রে, তেমনি ক'রে কেঁদে তোর মনে বেদনা দেব না। সখিবে! আমার কথা রাখিস্‌, আমার জীবনান্ত হ'লে, আমার সেই হরিমূর্ত্তিটীকে জলে ভাসিয়ে দিস্‌, সে মূর্ত্তি গৃহে থাক্‌লে তোরা তাঁকে পূজা ক'র্‌বিনে, আমাকে কষ্ট দিয়েছেন ব'লে, তোরা তাঁকে ঘৃণা ক'রবি। তাই ব'ল্‌ছি, আমার সেই সাধের হরি মূর্ত্তিকে, জলে ভাসিয়ে দিস্‌। আর আমাব সেই স্বহস্ত-বোপিত মাধবীলতাটী বড় হ'লে, তাকে সেই সহকারের সঙ্গে একত্র ক'রে দিস্‌, নইলে সেও আমার মত অকালে শুকায়ে যাবে। আর আমার জনক জননীকে বলিস্‌, যে, তোমাদের 'কুলকলঙ্কিনী পদ্মা আজ জন্মের মত বিদায় হ'য়েছে। সখিরে! কাঁদিস্‌নে, কাঁদিস্‌নে। (বিমলার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া) এমন সুখের দিনে কাঁদ্‌তে নাই। আমি আজ হবিদাসকে সম্মুখে ক'রে, হরি হবি ব'লে প্রাণত্যাগ ক'রছি, এ সময়ে কাঁদিস্‌নে, তোব কান্না দেখ্‌লে, আমি সুখে প্রাণত্যাগ ক'রতে পারব ন। এ জীবনে যখন সেই প্রাণকান্ত হরির দেখা পেলেম না, তখন পুনর্জ্জন্মে যদি তাব দেখা পাই, এই জন্যেই আজ প্রাণত্যাগ ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছি, এখন তুই এক কায কর, সত্বর আমায়

অনল প্রজ্বলিত ক'রে দে আর আমায় হাসিমুখে বিদায় দে।
এ সুখের সময়ে কেঁদে আর আমায় কাঁদাস্‌নে।

গীত।

সখি দে বিদায়, আজি আমায়, যাই, যাই, যাই, জনমের মতন,
আমার চিতানল, ত্বরা দে গো জ্বেলে, আজি চিতানলে চিন্তা দিব জ্বেলে,
( বড় সুসময় পেয়েছি সখি ) পেয়েছি লো দরশন
( সখি হরিদাসের ) পেয়েছিলো দরশন
সখি, অন্তিমের এই কথ রাখিস্‌, আমার মায়েরে মা ব'লে ডাকিস,
( মায়ের মা বোল শোনা উঠে যে গেল ) ( দেখিস্‌ মা যেন প্রাণ ত্যজে না গো )
দুখিনী পদ্মাকে তোরা যা গো ভুলে,
পদ্মা নাম মন হ'তে দে মুছে ফেলে,
( সখি কাঁদিস্‌নে ) ( আমার তরে ) ( সুখের মরণ কালে )
হাসিমুখে দে বিদায় এখন
কত কষ্ট আমার তরে, পেয়েছিস্‌ সখি অন্তরে,
আজ হ'তে আর তেম্‌নি ক'রে, তোর গলা ধ'রে ক'র্‌ব না রোদন
( ভায়ের লাঘব হবে ) ( তোদের )

শুক। ওমা পদ্মা ওকি কথা শুন্‌ছি মা? তোর ঐ নিদারুণ কথা শুনে, এ শুকের হৃদয় যে বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে মাগো! তুই কি দুঃখে, আজ জীবন ত্যাগ ক'রতে সঙ্কল্প ক'রেছিস্? মা! তুই যদি হরিকে না পাবি, তবে আর পাবে কে মা? মা! তুই মর্ত্তে এসে, মায়ার বশে, সব ভুলেছিস্ মা! কিন্তু আমি ত সব জানি, তুই যে—কে, তা আর আমার জান্তে বাকি নাই। পদ্মা! তোমাতে, আর সেই সমুদ্র-জাতপদ্মাতে, কি কোনও প্রভেদ আছে? তুই সেই বাণীর অভিশাপেই, আজ

আত্মবিস্মৃতা হ'য়ে এরূপ কষ্টভোগ ক'রছিস্, মাগো! তবে আমার গতি কি হবে? আমি যে, বড় সাধ ক'রে নদী পার হব ব'লে, তরণীর আশ্রয় নিয়েছি, কোথায় তরণীর আশ্রয়ে নদী পার হব, না, সেই তরণী নিজেই ডুব্‌তে চ'ল্‌ল।

পদ্মা শুকরে! তরণী ডুব্‌তে চ'ল্‌ল বল্‌ছ, তা—এ তরী ত ডুব্‌বেই, এ তরী যে ভগ্ন হ'য়ে গেছে। এ তরীতে আর কেউ পার হ'তে পারবে না।

শুক। মাগো! তুই দেখ্‌ছিস্ যে, তরণী ভগ্ন হ'য়েছে, কিন্তু, আমি জানি, ও তরণী কখনও ভগ্ন হয় না, ও তরণী চিরদিনই নূতন থাকে। তবে তরণী—আজ কাণ্ডারী বিহীন হ'য়েছে ব'লেই, পার ক'র্‌তে পরাঙ্মুখ। দেখ্‌বি মা যখন, কর্ণধার নিজেই এসে ঐ তরণীর হাল ধ'রে ব'সবে, তখন ঐ তরী আবার পার করে কিনা। মাগো! এ তরণীর আরও এক আশ্চর্য্য ভাব দর্শন ক'রছি আমি জানি যে, কর্ণধার না থাক্‌লে, তরণীর ভেসে যাবারই সম্ভব; কিন্তু মা! আজ দেখ্‌ছি, কর্ণধারের অভাবে তরণী ডুব্‌তে যাচ্ছে।

পদ্মা। শুকরে! কর্ণধার না থাক্‌লে, তরণী ডুবে না ব'ল্‌ছ, হা শুক! প্রবল ঝটিকা উত্থিত হ'লে, তরণী কতক্ষণ স্থির থাক্‌তে পারে? এও যে হতাশ্বাস রূপ ঝটিকাঘাত সহ্য ক'রতে না পেরে তরণী ডুব্‌তে যাচ্ছে আর ব'লছ যে, কর্ণধার এসে যখন হাল ধরে ব'সবে, তখন আবার এ তরণী সকলকে পার ক'র্‌বে। শুকরে! আর কি সে আশা আছে? এ তরণীতে কি আবার সেই কর্ণধারের পদছায়া প'ড়বে? কর্ণধারই যদি আস্‌বে আশা থাকৃত, তা হ'লে কি আর তরণী আজ সাধ ক'রে ডুবতে যায়? বিহগবর! তুমি আমাকে বৃথা প্রবোধ দিচ্ছ।

শুক। পদ্মা! আমি তোমাকে বৃথা প্রবোধ দিচ্ছি না; আমি

তোমার সেই কর্ণধারের নিকট হ'তেই এসেছি কর্ণধারও তরণীর জন্য নিতান্ত অস্থির হ'য়ে উঠেছেন, আমি তাঁরই আদেশে, তাঁর তরণীর অনুসন্ধান ক'রতে বের হ'য়েছি, ওমা। সে কর্ণধারের যে—আর তরণী নাই, তাঁর এ তরণী গেলে যে—আর পার ক'রবার উপায় থাকবে না। তিনি এই তরণীর কাণ্ডারী হবেন ব'লেই, গোলোক ছেড়ে ভূলোকে এসে, কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন। মাগো! সন্তানের কথা রাখ্, তুই প্রাণত্যাগ ক'রে সেই কর্ণধারকে তরণীহীন করিস্‌নে। আমি তো'র কাছে বল্‌ছি, আমি তোর সেই হৃদয়বিহারী হরিকে এনে, তোর সঙ্গে মিলন ক'রে দেব, এ মিলনে, যে কেবল তোরই স্বার্থ আছে, তা নয়, আমারও বিশেষ স্বার্থ আছে; ঘটকে যেমন ঘট্‌কালী ক'রে, শেষে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ এই উভয় পক্ষ হ'তেই পুরস্কার লাভ করে, আমিও তেমনি তোদের মিলন ক'রে দিয়ে, শেষে তোদের দুই পক্ষ হ'তেই একেবারে যুগলমিলন-দর্শন রূপ পুরস্কার লাভ ক'রব। মা! তখন দেখিস, যেন সুখের দেখা পেয়ে, এ শুকের কথা ভুলে যাস্‌নে। এখন আমি তোর বর আনতে বিদায় হ'লেম।

(প্রস্থান)

বিম। রাজকুমারি! শুকের কথা সব শুন্‌লে ত? তবে আর চিন্তা কি? চিন্তামণি নিজেই যখন তোমার জন্য চিন্তিত, তখন আর দুঃশ্চিন্তানলে দগ্ধ হবার প্রয়োজন কি? আর চিতানলে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বারই বা প্রায়োজন কি?

পদ্মা। সখিরে! শুকের কথা সবই শুনেছি, কিন্তু সহচরি! আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ ব'লে, কিছুতেই আর আশা হয়না।

বিম। আচ্ছা, এতই যদি সহ্য ক'রেছিস, তবে আর শুকের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত সহ্য ক'র্‌তে পারবিনে?

পদ্মা। বিমলে! আমার পাষাণপ্রাণ কিনা সহ্য ক'র্তে পারে। সহ্য ক'র্বার জন্যই ত জন্মগ্রহণ ক'রেছি।

বিম। তবে আয় এখন সখি। আয় অন্তঃপুরে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)



## নবম অঙ্ক।

### প্রথম দৃশ্য

( কারুমতীনগরীস্থ সরসীতট )

কল্কি ও শুকের প্রবেশ

কল্কি শুক! এস্থানের নাম কি? এস্থানটী ত বড় সুন্দর, সরসীর নীলজলে, নলিনী বিকসিত, মৃদুল মলয়-বায়ু মন্দ-মন্দ প্রবাহিত, মধুকুলের কলরবে দিগন্ত মুখরিত, উদ্যান-মধ্যস্থ সুগন্ধি কুসুম সৌরভে, চারিদিক আমোদিত। দেখ, দেখ, ময়ূরীগণ, কেমন পুচ্ছবিস্তার পূর্ব্বক, ময়ূরসঙ্গে নৃত্য ক'রছে। আহা! আহা!! এমন অপূর্ব্ব স্বভাবের শোভা ত আর কোথায়ও দর্শন করি নাই। শুক! বল, বল, এস্থানের নাম কি?

শুক। দেব কল্কি! এই সেই কারুমতী নগরীর সরোবর তীর। এই স্থানেই আপনার হৃদয়েশ্বরী পদ্মার সঙ্গে, সাক্ষাৎ হ'য়ে ল। প্রভো! আপনি এখন ঐ রত্নবেদীর উপর উপবেশন র্বক শ্রান্তি দূর করুন, আমি আপনার আগমনসমাচার কে প্রদান করিগে। আবার সময় মত এসে, চরণ দর্শন ব।

( প্রস্থান )

কল্কি (স্বগতঃ) আজ পদ্মার নিকট কেমন ক'রে মুখ দেখাব। পদ্মা আমাকে লাভ ক'রাব জন্য, সেই বালিকা বয়স হ'তেই শিবের তপস্যা ক'রে, অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হ'য়েছে, শেষে, আমিও নিশাযোগে স্বপ্ন-মধ্যে এসে, পদ্মাকে দেখা দিয়ে আশ্বাসিত ক'রে ছিলেম কিন্তু, স্বয়ম্বর সভায়, আমি উপস্থিত না হওয়াতে, পদ্মা বড়ই মর্ম্মে ব্যথা পেয়েছে, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'র্‌তে উদ্যতা হ'য়েছিল; ভাগ্য ক্রমে, আমার শুক তখন সেখানে উপস্থিত ছিল, তা নইলে, পদ্মাকে আর দেখ্‌তে পাবার আশ ছিল না কিন্তু, আমি কেন যে, সে স্বয়ম্বরে উপস্থিত হই নাই, তা ত আর পদ্মা জানে না আমি যদি সে সময়ে, সেই স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হ'তেম, তাহ'লে কি আমার উদ্দেশ্য সফল হ'ত? আমার এ কল্কিরূপ ধারণ ক'র্‌বার উদ্দেশ্যই হ'চ্ছে, কেবল লোকশিক্ষা দেওয়া, পদ্মাকে এত লাঞ্ছনা দিয়ে আমার এই লাভ হ'ল যে, সকল রমণীই জান্তে পে'ল, যে সতীরমণী যাকে মনে মনে আত্ম সমর্পণ করে, সেই তার প্রকৃত পতি এবং এও দেখান হ'ল যে, নিজ বাঞ্ছিত পতিকে লাভ ক'র্‌তে না পার্‌লেও, সতীরমণী ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ ক'র্‌বার জন্য, অন্যপতি গ্রহণ করে না আর কামাতুর পুরুষগণও এই শিক্ষা লাভ ক'র্‌লে, যে, সতীরমণীর প্রতি, কামাভিলাষী হ'লে তাদের কি দুর্দ্দশা হয় কেন না, পদ্মাকে মহাদেব এই বর প্রদান করেন যে, "যে পুরুষ তোমার প্রতি কামান্ধ হ'য়ে দৃষ্টিপাত ক'র্‌বে, সে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হবে, তাই স্বয়ম্বর স্থলে, সেই সমাগত নৃপতিগণ সকলেই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হ'য়ে পদ্মার সহচরীরূপে অবস্থান ক'র্‌ছে সতীত্ব মাহাত্ম্য প্রদর্শন দ্বারা অন্যান্য রমণীগণের কুপ্রবৃত্তি দূরীকরণ ক'র্‌ব ব'লেই, পদ্মাকে এত যন্ত্রণা পেতে হ'য়েছে। তা—সহধর্ম্মিণীর কর্ম্মই ত—স্বামীর সহায়তা করা; লক্ষ্মী না থাকলে যে, আমার কোন কার্য্যই সহজে উদ্ধার হ'ত না।

রাম অবতারে, লক্ষ্মী যদি সীতারূপে জন্মগ্রহণ না ক'র্‌তেন, তা হ'লে কি আমি রাবণকে অত সহজে বিনাশ ক'র্‌তে সমর্থ হ'তেম? রাক্ষসাধম দশানন,সীতার অঙ্গস্পর্শ ক'রেছিল ব'লেই অল্পায়ু হ'য়েছিল, এবং তাই অত সত্ত্বর সত্ত্বর দশাননকে সংহার ক'র্‌তে পেরেছিলেম। লক্ষ্মী কোন্ জন্মেই বা, আমার জন্য কষ্ট স্বীকার না ক'রেছেন রাধারূপেও যথেষ্ট যন্ত্রণা সহ্য ক'রেছেন, আবার এই পদ্মা রূপেও কষ্টভোগ ক'রছেন যাহ'ক আজ লক্ষ্মীর সঙ্গে মিলিত হ'লে, উভয়েরই বিচ্ছেদানল নির্ব্বাণ হবে। (পদ্মাকে আসিতে দেখিয়া) ঐ যে, আমার অবতার-সঙ্গিনী পদ্মা লজ্জাবনতমুখে, সখীসঙ্গে আস্‌ছেন। আহা! আজ, বহুদিন পরে, শান্তিময়ীর শান্তিময়ীমূর্ত্তি দর্শন ক'রে প্রাণ শীতল হ'ল। এখন আমি মৌনাবলম্বন ক'রে ব'সে থাকি, দেখি পদ্মা কি করে। (মৌনাবলম্বন)

পদ্মা ও বিমলার প্রবেশ।

পদ্মা। (দূর হ'তে স্বগতঃ)

আহা আহা মরি মরি, কিবা অপরূপ হেরি,
নবীন নীরদ শ্যাম নয়নরঞ্জন,
বঙ্কিম নয়নশোভা, কি সুন্দর মনোলোভা,
হেরিয়ে লজ্জায় দূরে পলায় খঞ্জন
হেরিয়ে ও মুখশশী, আনন্দসলিলে ভাসি,
শ্রবণে কুণ্ডল কিবা করে ঝল্‌মল্,
বনমালা দোলে গলে, হেরে মন প্রাণ টলে,
নবর শরীর কিবা করে ঢল্ ঢল্
কেন লজ্জা বাধা দাও, যাও লজ্জা স'রে যাও,
জান না এসেছি আমি প্রিয়-সম্ভাষণে?
ইচ্ছা হয় ও রতনে, দিবানিশি সঙ্গোপনে,
যতনে বসিয়ে রাখি হৃদয়আসনে।

গীত।

কিবা নবীন নীরদ শ্যাম ভুবন মন মোহনরে,
কিবা চাঁচর চিকুর চারু চুঁমে চাঁদবদন রে।
কিবা সুবিমল মুখ শশী, হাসে মৃদু মৃদু হাসি,
যেন বিজলী বিকাশি, উজলে নবঘন রে।
কিবা বনমালা শোভে গলে. হেরে মন প্রাণ উথলে.
মরি, নাসাতে নোলক দোলে, হেরে মোহিল নয়ন রে।

বিম। ওকি সখি। এখন যে আর—পা চলে না। শুকের কথা শুনে, ঐ অত এলি, এখন দেখ্‌ছি ধ'রে নিতে হবে। এ যে সোহাগার কাছে না যেতে যেতেই সোণা গ'লে গেল

পদ্মা। সহচরি। কি জানি কেন এমন হ'ল। আর এক পদও অগ্রসর হ'তে পারছিনে। আমি এইখানে থাকি, তুই গিয়ে, বিদেশীর সঙ্গে, আমার হ'য়ে আলাপ কর'গে।

বিম। (সহাস্যে) তা অনেক্ষণ বুঝ্‌তে পেরেছি, ফল পাড়্‌বার সময়ে আমি, আর খাবার সময়ে তুমি; তখন আর একটু ভাগও দিবিনে। তা যাই। (অগ্রসর হইয়া কল্কির প্রতি) মহাশয়। আপনি আমাদের প্রমদ কাননে এসেছেন কেন?

কল্কি। আমি বিদেশী, অপরিচিত ব'লেই এসেছি, তাতে বোধ হয় বিশেষ কোন দোষ হ'তে পারে ন

বিম। দোষ হ'তে পারে না, আপনাকে কে ব'ল্লে?

কল্কি। ভাল, দোষ হ'লে, ক্ষমাও ত ক'র্‌তে পারেন?

বিম এ গুরুতর দোষের ক্ষমা হয় না।

কল্কি। আচ্ছা, ক্ষমার পরিবর্ত্তে, আর আপনারা কি ক'র্‌তে চান?

বিম। ক্ষমার পরিবর্ত্তে, শাস্তিপ্রদান বিধান আছে।

কল্কি। কি শাস্তি? আর কেই বা শাস্তি প্রদান করেন?

বিম। কি শাস্তি—সে পরে বল্‌ছি। আর এ উদ্যানের মালিকা যিনি, তিনিই শাস্তি প্রদান করেন।

কল্কি। উদ্যানের মালিকা ব'লছেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই স্ত্রীলোক?

বিম। তাও কি আবার ব'লে দিতে হবে? বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না?

কল্কি। বুঝ্‌তে পা'র্‌লেও, স্ত্রীলোক শাসনকার্য্য করেন, কথাটা যেন কেমন অসম্ভব ব'লে বোধ হয়।

বিম। কেন অসম্ভব বোধ হ'ল কিসে?

কল্কি। যাঁরা শাসনকার্য্য করেন, তাদের অন্তঃকরণ সম্ভবতঃ কিছু কঠিন হওয়া চাই।

বিম। তা কি আর, স্ত্রীলোকের হ'তে পারেনা নাকি?

কল্কি। হ'তে পারে, তবে স্বভাবতঃই রমণী হৃদয় নিতান্ত কোমল হ'য়ে থাকে ব'লেই জানি।

বিম। রমণী, কার্য্য বশতঃ কুসুমের ন্যায় কোমল হ'তেও জানে, আবার কার্য্যবশতঃ বজ্রের ন্যায় কঠিন হ'তেও জানে।

কল্কি। সে আর অধিক কি ব'লছেন, কার্য্যবশতঃ, কঠিন কোমল, সে, পুরুষেও হ'তে জানে।

বিম। কোমল হ'তে জানেনা, বরং আরও কঠিন হতেই জানে

কল্কি। সে আপনার ভুল বিশ্বাস।

বিম। আমার নয়, সে আপনারই?

কল্কি। ভাল বলুন দেখি? কিসে জানলেন যে, পুরুষ— কোমল হ'তে পারেনা?

বিম। তার ব'ল্‌তে হবে কেন? যারা বিনা দোষে, সরলা বালাকে কাঁদাতে পারে, আশা দিয়ে নিরাশ ক'র্‌তে পারে,

মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে, শঠতা ক'রতে যাদের হৃদয়ে, বিন্দুমাত্রও করুণার সঞ্চার হয় না। তারা কঠিন নয়ত কি? শুধু কঠিন কেন? কঠিন পাষাণ? নান তাও নয়, পাষাণও সময়ে সময়ে গ'লে থাকে, তারা পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন।

কল্কি। তাহ'লে ত রমণীগণ—তা অপেক্ষাও কঠিন হ'ল।

বিম। কিসে?

কল্কি। যারা, সেই কঠিন কর্ত্তৃক পীড়িত হ'য়েও, সেই পীড়ন সহ্য ক'র্‌তে পারে, তারা কি সেই কঠিন অপেক্ষাও কঠিন নয়? কেননা—কঠিন হ'তে কঠিন না হ'লে, সেই কঠিনের পীড়ন সহ্য ক'রবে কিরূপে? যাহ'ক, আপনার সঙ্গে আমি অধিক তর্ক ক'রতে চাইনে; এখন আমাকে নিয়ে, কি শাস্তি প্রদান ক'রবেন, তাই করুন আমি তাতে অসম্মত নই।

বিম অসম্মত হ'লেই কোন্ রক্ষা আছে।

কল্কি বেশ—আপনার কাছে আমি বাক্‌চাতুর্য্যে পরাস্ত হ'লেম। এখন আমার উপর কি শাস্তি বিধান হয়, সেটা শুন্‌তে পাই কি?

বিম। শাস্তি হ'চ্ছে—ফাটকে আটক থাকা।

কল্কি। আপনাদের ফাটকে কত দিন আটক থাকতে হবে?

বিম। আমাদের ফাটক নয়, আমাদের উদ্যানমালিকার ফাটক।

কল্কি। বেশ তাই হ'ল, এখন বলুন, কতদিন সে ফাটকে আটক থাকতে হবে?

বিম। যাবজ্জীবন

কল্কি। যাবজ্জীবন-দণ্ডে, দ্বীপান্তর নাইত?

বিম। না—ঐ ফাটকেই যাবজ্জীবন থাকতে হবে।

কল্কি (পদ্মাকে দেখাইয়া) ভাল ঐ, অবনতমুখী রমণীই কি আপনাদের উদ্যানকর্ত্রী ?

বিম হ্যাঁ। এখন আপনি ইচ্ছামত যাবেন্ ? না জোর ক'রে ধ'রে নিতে হবে ?

কল্কি। ফাটকে আর, সাধ ক'রে কে যেতে চায়। তবে যখন আর উপায়ান্তর নাই, তখন আপনিই যাচ্ছি, আর ধ'রে নিতে হবেনা (উভয়ের পদ্মার নিকট গমন)

বিম। সখি! এই নেও, তোমার কয়েদীকে, নেও, নিয়ে ফাটকে আটক ক'রে রাখ; দে'খ যেন পালায় না। আমি মহারাজকে সংবাদ দিতে চ'ল্লেম (প্রস্থান)

কল্কি। (পদ্মার চিবুক ধরিয়া) অয়ি সুধাংশুবদনি! অবনত বদনে কাল যাপন ক'র্‌ছ কেন? অপরাধী ত নিকটেই আছে, তবে আর বিলম্ব কেন? ভুজ-রজ্জু দ্বারা আমাকে বন্ধন ক'রে, নয়ন-বাণ দ্বারা বিদ্ধ কর; চারুশীলে! তাতেও যদি সাধ না মিটে, তাহ'লে তোমার ঐ পীনপয়োধররূপপাষাণ-খণ্ড দ্বারা, আমার বক্ষে, সবলে আঘাত কর বিম্বাধরোষ্ঠি! আমি তাতে কিঞ্চিৎ মাত্রও দুঃখিত হবনা।

পদ্মা নির্দ্দয়! যাও—আর কেন? তুমি নিষ্ঠুর, ঘোর কপটী তা নইলে আমাকে এরূপ কাঁদাতে পার? (অধোবদন)

কল্কি। অয়ি মানময়ি পদ্মে! হাসাব ব'লেই ত, কাঁদিয়ে ছিলেম, যে প্রথমতঃ অধিক দুঃখ ভোগ করে, সেই পরিণামে অধিক সুখের ভাগী হয় বৃষ্টি হবার পূর্ব্বে যেমন তাপ অধিক হয় হাসির পূর্ব্বেও তেমনি কাঁদতে হয়।

পদ্মা। জানি বাকপটু! তোমার সঙ্গে কথায় আট্‌তে পা'রব-না, কিন্তু, তুমি যদি আমার মনের দুঃখ জান্তে পেতে, স্বয়ম্বরে তোমাকে না পেয়ে, কি ভাবে কাল যাপন ক'রেছিলেম, তা যদি

জান্তে পেতে, তাহ'লে তোমার ঐ পাষাণ প্রাণেও, দয়ার সঞ্চার হ'ত।

কল্কি। পদ্মা! আজ তুমি যাকে পাষাণ ব'লে তিরস্কার ক'রছ। কিন্তু ভেবে দেখ দেখি, সে পাষাণরূপ হবার কারণ—তুমিই কি না? তোমার অভিশাপেই, আমি পাষাণরূপে পরিণত হ'য়েছি। কিন্তু পদ্মা! তুমি অভিশাপ দিলেও, আমি তোমাকে একদিনের জন্যও ছাড়া হই নাই। কেননা, লোকে আমার সেই পাষাণরূপ-কেই নারায়ণশিলা ব'লে পূজা করে; আমি নারায়ণশিলারূপে সর্ব্বদাই তোমার তুলসীরূপকে মস্তকে ধারণ ক'রে রেখেছি। আজ তুমি আমাকে বাহ্যভাবে, দেখতে পাও নাই ব'লে, এত দুঃখিত হ'য়েছ? হা পদ্মা! বলি, আমি কি—তোমার মনের ভাব জানিনে? তুমি কি আমার বাহ্যভাব দর্শনেই প্রকৃত সুখী? তা নয়। তবে তোমার এক উদ্দেশ্য আছে, আমার দর্শন দ্বারা তোমার পিতাকে মুক্ত ক'রবে। কেমন পদ্মা! বলি, এই ত তোমার উদ্দেশ্য? জানি, জানি, রমণীগণের স্বধর্ম্মই হ'চ্ছে, স্বামী দ্বারা পিতৃ-অভাব-মোচন করা। তা বেশ, তা বেশ।

বিমলাসহ বৃহদ্রথের প্রবেশ।

বৃহ (কল্কিকে দেখিয়া দূরহ'তে স্বগতঃ) হাঁ—বিমলার কথা সত্যই ত বটে, সেই কল্কিরূপিণ্ কৃষ্ণ-চন্দ্রই ত বটে। চন্দ্র নইলে এমন সুশীতল জ্যোৎস্না আর কে বিতরণ ক'রতে পারে। গগন-চন্দ্র হ'তে দেখ্ছি, এ চন্দ্রের আরও বিশেষত্ব আছে; কেননা, গগনচন্দ্র সকলঙ্ক, আর এ চন্দ্র—অকলঙ্ক। গগনচন্দ্রে—হ্রাস বৃদ্ধি আছে, কিন্তু এ চন্দ্রের সেটী নাই; এ চন্দ্রের আরও একটী আশ্চর্য্য গুণ দেখছি, গগনচন্দ্র উদিত হ'লে পদ্মিনী নিমীলিতা হয়, কিন্তু এ যে দেখছি, পদ্মিনী পূর্ণ বিকসিতা। ঐ যে কল্কি-চন্দ্র-

দর্শনে, আমার স্নেহ সরসীর পদ্মারূপ পদ্মিনী আজ প্রফুল্লমুখে চন্দ্রের দিকে চেয়ে র'য়েছে। তবে—রাহুর ভয় দেখছি, সে চন্দ্র হ'তে এ চন্দ্রের অধিক; সে চন্দ্রকে রাহু গ্রাস ক'রলে আবার পরিত্যাগ করে, কিন্তু এ চন্দ্রের যে রাহু আছে, সে যদি একবার ধ'রতে পারে, তাহ'লে আর পরিত্যাগ ক'র্‌ছেনা। আমিই আজ এ চন্দ্রের রাহুরূপে উদিত হ'য়েছি; রাহুকে লোকে চণ্ডাল বলে, চণ্ডাল—কে? যে, নিতান্ত নিকৃষ্টকর্ম্ম করে, সেই চণ্ডাল। তা—আমিও যখন জন্মাবধি কোনদিন, নিকৃষ্ট কর্ম্ম ব্যতিত,উৎকৃষ্ট কর্ম্ম কা'কে বলে জা'নিনা, তখন আমিও সেই চণ্ডাল বই কি? দেখি এখন চন্দ্রকে ধ'রতে পারি কি না?

( নিকটে গিয়া করপুটে প্রকাশ্যে )

( স্তব )

নমঃ নিত্য নিরঞ্জন, সত্য সনাতন,<br>
বিশ্বপতি।<br>
নমঃ ভুবন-তারণ, তাপ-নিবারণ,<br>
সুক্ষ্মগতি॥<br>
নমঃ মোক্ষ-বিধায়ক, রক্ষ বিনাশক,<br>
দুঃখ হর।<br>
নমঃ দানব-ঘাতন, পাতক-শাতন,<br>
শক্তি ধর।<br>
নমঃ কংশ-বিমর্দ্দন, সৃষ্টি-বিবর্দ্ধন,<br>
নন্দ-সুত।<br>
নমঃ শঙ্কর-বল্লভ, পাতকি-দুর্ল্লভ,<br>
জ্ঞান-যুত॥

নমঃ অচ্যুত কেশব, ঈশ্বর মাধব,
চক্র ধর।
নমঃ যাদব নন্দন, স্বর্গ-বিমণ্ডন,
পাপ হর ॥

(প্রণাম করণোদ্যোগ)

কল্কি। (প্রণামে বাধাদিয়া) ও কবেন কি? আপনি যে আমাব শ্বশুব হবেন, আপনি আমাকে প্রণাম ক'র্‌তে আস্‌ছেন কেন?

বৃহ তাই বটে, পাগল ভুলাবার কথা এইরূপই বটে। হাঁ-হে হবি। এইরূপেই কি, সব ভুলাও নাকি? বলি সম্বন্ধ পাতিয়ে, আমাকে, প্রণাম ক'র্‌তে নিষেধ ক'র্‌ছ? না—আমার, মনোবাসনা পূর্ণ হ'তে নিষেধ ক'র্‌ছ? কেন না, আমি প্রণাম ক'রলেই তোমাকে, "মনস্কাম পূর্ণ হ'ক" ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'রতে হ'ত, এবং তুমি আশীর্ব্বাদ ক'বলে, মানস্কামও পূর্ণ হ'ত; তাহ'লেই এই বৃহদ্রথ বিনাসাধনায় মুক্তি-রথে আবোহণ ক'র্‌তে পার্‌ত। তাহ'লে আব তোমার পাপীকে দণ্ড দেওয়া হ'ত না; তাই কৌশলে, ঐ সম্বন্ধের কথা উত্থাপন ক'বে, আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু হরি। তুমি কি জাননা? যে, তোমাকে দর্শন ক'র্‌লে, তার সকল ভুল কেটে যায় আলোক থাকলে, সেখানে কি অন্ধকাব থাক্‌তে পারে? বলি চক্রধর। আজ চক্র ক বে আমার মনোবাসনা পূর্ণ ক'র্‌তে দিলে না এই কি তোমাব বাসনাপ্রদ হরিনামের গুণ?

কল্কি মহারাজ। আমিত কোনও "চক্রান্ত" কবি নাই; আমি আপনাব পদ্মার সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হ'তে এসেছি, আপনি কি তাতে অসম্মত?

বৃহ। ও আবার কি কথা? বলি ও আবার কি কথা? আমিত, সম্মত কি অসম্মত, সে কথা কিছুই বলিনাই। তবে তুমি

ও কথা ব'লছ কেন? আর ব'লছ যে, "আমি কোন চক্রান্ত করি নাই", চক্রান্ত যে কর নাই, ত আমিও জানি; তোমার চক্রের কি অন্ত আছে যে, তাই চক্রান্ত ক'রবে? সেই জন্যেই আমি তোমার চক্রান্ত ক'রবার কথা বলি নাই, চক্রের কথা ব'লেছি।

কল্কি। আপনি আবার অর্থান্তর গ্রহণ ক'রছেন।

বৃহ। না হরি. তাই বা ক'রলেম কই, অর্থান্তর গ্রহণই বা করলেম কই? অনর্থ অর্থকে যদি, অন্তর হ'তে অন্তরিতই ক'রতে পারতেম, তাহ'লে কি আর, আজ এই পরমার্থের জন্য ভাবতে হ'ত? অর্থের জন্যই যখন আমার সকল অনর্থ, তখন আর অর্থান্তর গ্রহং ক'রলেম কই?

কল্কি। মহারাজ! পদ্মার সঙ্গে মিলন হ'লে কি, তাতে আপনার মনোবাসনা পূর্ণ হ'ত না?

বৃহ না হরি। কেবল ঐ এক পদ্মার সঙ্গে মিলন হ'লেই, আমার মনস্কাম পূর্ণ হবে না আরও একটী মিলন চাই। যদি বল যে,আমি এক বিবাহের অধিক বিবাহ ক'রব না। কিন্তু হরি। তাও তুমি ব'লতে পার না; কেননা তুমি কুলীন; কুলীনের ত বহু বিবাহে দোষ নাই,যদি বল তুমি কুলীন কিসে? তাও ব'লছি,লোকে বিষ্ণু-ঠাকুরের সন্তানকেই প্রধান কুলীন বলে তুমি নিজেই যখন বিষ্ণু-ঠাকুর,তখন তুমি মহাকুলীন। আর 'কু'শব্দে পৃথিবীকে বোধ করে, 'লীন' অর্থে রত থাকা, তুমিও পৃথিবীর কার্য্যে রত আছ, তাই তুমি কুলীন। আর আমিও কুলীন, কেননা, আমার ন্যায় কুকর্ম্মেলীন আর ধরাধামে কে আছে? তবে তুমিও কুলীন, আমিও কুলীন। তা—কুলীনের কুল, কুলীনকেই ত রক্ষা ক'রতে হয়, তবে এখন আমার সাধ এই, তুমি যেমন পদ্মার সঙ্গে মিলিত হবে, তেমন আমার হৃদয়স্থ কুলকুণ্ডলিনীর সঙ্গে, আত্মারূপে মিলিত হও, তাহ'লেই আমার কুল রক্ষা হয়, এবং মনস্কামও

পূর্ণ হয়। তবে কুলীন ক'রতে হ'লে, পণ দিতে হয়, তা আমার আর অন্য পণ নাই, আমি এই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ নিয়ে ব'সে আছি, তুমি গ্রহণ কর, আমি কন্যাদায় এবং সকল দায় হ'তে মুক্ত হ'য়ে যাই।

গীত।

কি দিব বলহে পণ,
দিতে পারি প্রাণ পণ।
নাই হে হরি অন্য পণ, সম্বল জীবন-পণ।
মিলে হরি পদ্মাসনে, এ হৃদ্-পদ্মাসনে,
থাকলে শুধু পদ্ম সনে, আমায় সফল হবে না পণ।
কুল কুণ্ডলিনী সঙ্গে, আত্মরূপে থাক বঙ্গে,
হেরে অঘোর জ্ঞানা-পাঙ্গে, কাটিবে মায়া স্বপন।

কল্কি। মহারাজ! আপনার সকল মনোরথই পূর্ণ হবে।

বৃহ। তবে আর ভাবনা কি? তবে এখন এস, অন্তঃপুরে যাই। মা পদ্মা! বিমলা! আয়

(সকলের প্রস্থান)

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

(অন্তঃপুর)

কল্কি আসীন।

পদ্মাসহ সখীগণের প্রবেশ।

১ম সখী। বলি, বরের মুখ যে শুকিয়ে গেছে।

২য় সখী। উপস্ লেগেছে বুঝি।

১ম সখী। বিয়ের উপস্ কি লাগে না? ও ত সুখের উপস্।

২য় সখী। না হয় বরকে কিছু খাওয়ান যাক্।

১ম সখী। খেলে যে উপস্ ভেঙ্গে যাবে।

২য় সখী না লো না, এমন খাওয়ান আছে, যাতে উপসও ভাঙ্গেনা, অথচ খাওয়াও হয়।

১ম সখী সে আবার কি রকম খাওয়া লো?

২য় সখী এই নাক্‌মলা·কানমলা

সকলে। (সহাস্তে করতালি প্রদান পূর্ব্বক) ঠিক্ ব'লেছিস্, লো, ঠিক্ ব'লেছিস্

২য় সখী। (কল্কির প্রতি) ওহে বর! বলি, আর একটা কিছু খাবে?

কল্কি না আর খেতে হবে না। তোমাদের আগমনেই আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হ'য়ে গেছে।

২য় সখী। বলি, আমরাত আর খাবার জিনিস নই যে, ঘ্রাণ ক'র্‌লেই অর্দ্ধভোজন হ'য়ে যাবে?

কল্কি। খাবার জিনিস না হ'লেও, পানের জিনিস ত বটে?

২য় সখী। পানের জিনিসই বা কিসে হ'লেম?

কল্কি তোমাদের অঙ্গলাবণ্যরূপ অপূর্ব্ব সরবৎ কি আর পানের জিনিষ নয়?

১ম সখী। (পদ্মার প্রতি) ও পদ্মা! বলি, তোর বরে এ— হলে কি লো? ওলো! তোর বিয়ে দেখ্‌তে এসে কি শেষে, আমাদের রূপ লাবণ্য টুকু খুয়িয়ে যেতে হবে?

২য় সখী। শুধু সরবৎ দিয়ে কেটে যায় সেও ভাল।

কল্কি না, সে ভয় তোমাদের নাই। আর যা দরকার, সে তোমাদের ঐ পদ্মার কাছেই পাব।

১ম সখী। সে ভাল কথা, তোমার নিজের জিনিস ব্যবহার ক'রবে, তাতে আর আমাদের কি? আমরা খালাস পেলেই বাঁচি

২য় সখী। ভাল বর। তুমি গাইতে জান? একটা গান গাওনা ভাই।

কল্কি। আমি জানিনে বটে, তবে আমার বাড়ীতে আমার একজন অন্তরঙ্গা আছেন, তিনি বেশ বীণাব সঙ্গে গাইতে পারেন, সেই জন্য তাঁর এক নাম বীণাপাণি।

১ম সখী। তোমার অন্তরঙ্গা গাইতে জানেন, তাতে আব তোমার লাভ কি? যা'ক, তুমি শুন্‌তে চাও? আমবা গাইব?

কল্কি। না আর শুন্‌তেও চাইনে, আমার সে গান শুনে আর কোন গান ভাল লাগে না।

২য় সখী। তুমি কি রকম বেরসিক পুরুষ গা? নিজেও গাইবে না, আবার গাইলেও শুন্‌বে না।

কল্কি। আমি যে পাষাণ। পাষাণে কি বস থাকে?

১ম সখী। বস না থাক্‌লেও, চুয়ানজল বে'রয়ত?

কল্কি। হ্যাঁ পাষাণ হ'তে চুয়ানজল বে'রয় বটে, কিন্তু পাষাণে কিছু চাপা না দিলে বে'রয় না।

২য় সখী। তার জন্য ভাবনা কি। চাপা দেবার জিনিস ত কাছেই আছে। ধর এই নাও। (পদ্মাকে ধরিয়া কল্কির নিকটে প্রদান)

বৃহদ্রথেব প্রবেশ

বৃহ। (পদ্মার প্রতি) ওমা পদ্মা। আয় তোকে এখন পদ্মপলাশলোচন হরির করে সমর্পণ ক'বে বাসনা পূর্ণ করি। মা। তোব জন্য আর আমাকে ববের চেষ্টা ক'র্‌তে হয়নি, তুই নিজেই তোর উপযুক্ত বর আনয়ন ক'রেছিস্‌। শুধু—তোর বরই বা ব'ল্‌ছি কেন? ও বর যে, মা। এই স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল ত্রিলোকেব বর; আজ সেই ত্রিলোকের ববকরে তোকে সমর্পণ ক'রে জীবন সফল করি। (পদ্মার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ক ল্কির প্রতি

এই লও হরি! আমার জীবন সর্ব্বস্ব পদ্মাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর। আজ আমার হৃদয় রাজ্যের অমূল্যরত্ন-পদ্মাকে, তোমায় দান ক'রে কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার হই (পদ্মাকে অর্পণ) কিন্তু দে'খ হরি! আজ যেমন আমার পদ্মাকে গ্রহণ ক'রে, আমাকে কন্যাদায় হ'তে পরিত্রাণ ক'র্‌লে, তেমনি শেষের দিন, সেই শমন-দায় হ'তে পরিত্রাণ ক'র। হরি! তোমাতে আমাতে যে শুধু জামাতা শ্বশুর সম্বন্ধ হ'ল, তা নয়, আজ হ'তে আবার উভয়ের মধ্যে পিতা পুত্র সম্বন্ধ ও স্থাপন করা হ'ল কেন না, পঞ্চ পিতার মধ্যে, "যার কন্যা বিবাহ করা যায়, সেও এক পিতা ব'লে অভিহিত হয়", তা হ'লে আজ হ'তে আমি তোমার পিতা তুমি পুত্র। পুত্রের কার্য্যই হ'চ্ছে পিতাকে উদ্ধার করা তাই বল্‌ছি, হে কল্কিরূপিণ্ হরি! আমাকে সেই শেষের দিনে শমন দায় হ'তে উদ্ধার ক'র, (সখী-গণের প্রতি) মা. তোমরা এখন, বধূবরের মঙ্গল গান কর।

সখীগণের—

গীত।

কিবা রূপ, অপরূপ,
বারেক নেহা'র নয়ন ভরিরে
আজি চাঁদে, চাঁদে, মিশে, মিশে, হ'য়েছে কি মাধুরী রে।
(কেউ চাঁদ নিবি রে) (তোরা) (কত চাঁদ উঠেছে)
যেন সুনীল আকাশে, রাকাশশী ভাসে,
নীরদে দামিনী হাসে রে
যেন নীল নীরে নলিনীরে, শোভিছে কিবা মরি রে
(ভুবন আলো ক'রেছে) (মরি হায় গো) (আজি যুগলরূপে)
হেরে যুগল মিলন, যুগল চরণ,
পুলকে পূরিল মন রে
যেন, প্রভাতের কালে, নব দূর্ব্বাদলে, শোভিছে হিমবারি রে
(নয়ন জুড়াল রে) (হেরে) (আজি যুগল মিলন হেরে)

শুকের প্রবেশ

শুক। (দূর হ'তে) নয়ন রে! দেখ্, একবার দেখ্, একবার চেয়ে দেখ্। যে রূপ দেখ্‌বি ব'লে, এতদিন ব্যাকুল হ'য়েছিলি, আজ একবার প্রাণভ'রে, অকাতরে সেই রূপ লহরী পান ক'রে, প্রাণ শীতল কর্। শুক! আজ তোর জীবন সফল হ'ল, আজ তুই অপবিত্র পক্ষী জন্ম হ'তে উদ্ধার হলি। ওরে! আজ হ'তে আর অন্য বুলি না ব'লে, কেবল এক মধুর হরিবোল বুলি ব'লে, প্রাণ মাতিয়ে তোল্, আর বৃথা গণ্ডগোলে গোল্ ক'রে বেড়াস্‌নে। যদি ঐ সৌদামিনী ভরা নব জলধররূপ দিবানিশি দেখ্‌তে চা'স্, তা হ'লে তোর হৃদয় মধ্যে, শতদলপদ্মরূপ চতুর্দ্দোলে, ঐ যুগল-রূপ আনয়ন পূর্ব্বক, নয়নদ্বয় মুদ্রিত ক'রে, শ্যামসুন্দরের ঝুলন-যাত্রা দর্শন কর্, তা হ'লেই তোর ভবের যাত্রা সাঙ্গ হবে। শুকরে! এমন মহৎ আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিলি ব'লেই আজ এই অপরূপ রূপ দেখ্‌তে পেলি আজ জগতের লোকে দেখুক, যে, সামান্য বিহঙ্গ হ'য়েও, মহদাশ্রয়ের গুণে, কি দেব দুর্লভ রত্ন প্রাপ্ত হ'ল। বল একবার উচ্চৈস্বরে সকলে প্রাণ খুলে মধুর হরিবোল বল।

কল্কি ও পদ্মা। (এক সঙ্গে) শুক! এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

শুক। যেখানেই থাকি না কেন, আমার সময় মত আমি এসে উপস্থিত হ'য়েছি। সুখের সময়—শুকের বেশ ঠিক আছে। শুক যা পাবার, তা আজ পেয়েছে (পদ্মার প্রতি) মা পদ্মা! দেখ্ দেখি, তরণী আজ পার্ করে কিনা। মাগো ঘট্‌কালীর বিদায় আর চাইনে, যথেষ্ট দিয়েছিস্ এখন আশীর্ব্বাদ কর্ যে, শুক এই পুরস্কার-ধন জীবন ভ'রে ভোগ ক'র্‌তে পারে মা। তবে এখন আসি। (কল্কির প্রতি) প্রভো! শুক এখন বিদায় হ'ল।

বৃহ (স্বগতঃ) লোকে বলে যে, "দশ পুত্র সম কন্যা।" আজ আমি পদ্মা দ্বারা তা প্রত্যক্ষ ক'র্‌লেম পদ্মা আমার কন্যা হ'য়েও যা আমাকে দান ক'র্‌ছে, ত দশপুত্র কি, শত সহস্র পুত্রেও কখন দিতে পারে ন। কে বলে আমি অপুত্রক, আজ সকলে দেখুক, যে আমি জগতের সকল পুত্রের পিতা হ'তে পুত্রবান কিনা ? পুত্র কি করে, পুন্নাম নরক হ'তে ত্রাণ করে আর আমার পদ্মা আজ আমাকে স্বয়ং নরকান্তকারী হরিকে এনে, আমার সেই নরক ভয় দূর ক'রে দিয়েছে। আজ এই নবজলধরের কৃপা-জল পান ক'রে, আমার ভবিষ্যৎ প্রেতলোকের দারুণ পিপাসা পর্য্যন্ত দূর হ'ল (কল্কির প্রতি প্রকাশ্যে) দয়াল হরি ! আজ বৃহদ্রথের মনোরথ পূর্ণ হ'য়েছে। এখন এইমাত্র প্রার্থনা, যেমন তোমাদের এই যুগল মিলন, বহিশ্চক্ষুদ্বারা বাহিরে দর্শন ক'রছি, তেমনি হরি। জ্ঞান চক্ষু দ্বারাও যেন যুগলরূপকে অন্তরে দেখ্‌তে পাই। (সখীগণের প্রতি) মা। তোরা বর কন্যাকে এখন বাসর গৃহে নিয়ে যা

(প্রস্থান)

কল্কি (স্বগতঃ) আহা। বৃহদ্রথের ন্যায় ভক্ত-চূড়ামণি আর আমার কে আছে যদি এত ভক্তই না হবে, তবে তার ঔরসে লক্ষ্মী—পদ্মারূপে জন্মগ্রহণ ক'র্‌বেন কেন যা হ'ক, আমার পদ্মালাভ উপলক্ষে, ভক্তকে ধন্য করাও হ'ল এখন এস্থান হ'তে পদ্মাসঙ্গে সম্ভলপুরে গমন ক'রে,পরে, পিতার জন্য দিগ্বিজয় গমন-সূত্রে, বিধর্ম্মী বৌদ্ধ প্রভৃতি সংহার ক'র্‌তে হবে অবশেষে, বিশসনপুরে গিয়ে কলিকে দমন ক'রে, সত্য ধর্ম্মকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত ক'র্‌তে হবে (পদ্মার প্রতি প্রকাশ্যে) পদ্মা। মনো-বাসনা পূর্ণ হ'য়েছে ত ?

পদ্মা। তোমাকে পে'লে কি আর বাসনা পূর্ণ হ'তে বাকী থাকে ?

১ম সখি। এসগো বর। পদ্মার সঙ্গে বাসর ঘরে।

কল্কি চল।

(সকলের প্রস্থান)

## দশম অঙ্ক।

( বিশসনপুর মশান পথ )

হরিবোলার হস্ত বন্ধনপূর্ব্বক জনৈক চণ্ডালের প্রবেশ

হরি। চণ্ডাল, তুমি আমায় বেঁধে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

চণ্ডাল। তোর বাপ মা যেখানে, সেই খানে নিয়ে যাচ্ছি।

হরি। আমার বাপ মা কোথায় গিয়েছেন চণ্ডাল?

চণ্ডাল। এই একটু বাদে, তুই যেখানে যাবি, ঠিক সেইখানে তোর বাপ মা গিয়েছে

হরি। সে যায়গার নাম আমায় একবার বলনা?

চণ্ডাল। যা চোখে দেখ্‌তে পাবি, তা আর ব'লে কি হবে?

হরি। চণ্ডাল! তোমার কথা শুনে, আর তোমার রাঙ্গা রাঙ্গা চোখ দেখে, আমার বড় ভয় ক'চ্ছে, তুমি সত্যি ক'রে বল, আমাকে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

চণ্ডাল। সত্যি ক'রে শুনবি?

হরি। হ্যাঁ চণ্ডাল! শুনব

চণ্ডাল। তোকে মশানে বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছি, হাড়কাঠের ভেতর পাঁঠাকে ফেলে যেমন বলি দেয়, তোকেও তেমনি ক'রে আজ বলি দেব

হরি। (সভয়ে) কি কি চণ্ডাল! কি ব'ল্লে, আমায় বলি দেবে? চণ্ডাল! তুমি আমার দাদা। তুমি আমাকে বলি

দিও না। আমার বড্ড ভয় ক'চ্ছে, তুমি আমার মা বাপের কাছে দিয়ে এস।

চণ্ডাল তোর মা বাপ কি আছে? যে, তাদের কাছে তোকে দিয়ে আসব? তাদেরও কাল মশানে এনে বধ ক'রেছি। তোকে যদি, কাল তোদের বাড়ীতে দেখ্‌তে পেতেম, তাহ'লে কি আর তুইও এতক্ষণ থাক্‌তিস্? তোকেও সেই সঙ্গে সাবাড় ক'রে দিতেম।

হরি। কি ব'ল্লে চণ্ডাল! তুমি আমার মা বাপকেও বধ ক'রেছ? আমার মা বাপ তবে আর বেঁচে নাই? আমি আর তাদের দেখ্‌তে পাব না? আর মাকে মা ব'লে ডাক্‌তে পাব না? চণ্ডাল! আমি যে, মায়ের কোল ছাড়া ঘুমুতে পারিনে। বল চণ্ডাল! আমরা তোমাদের কাছে কি দোষ ক'রেছি যে, আমাদের এনে বধ ক'রছ?

চণ্ডাল। তোরা মহারাজ কলির বারণ সত্ত্বেও, হরির নাম ক'রেছিস্, তাই তোদের এই গতি।

হরি। কি ব'ল্লে, হরির নাম ক'র্‌লে কলিরাজ তাদের এনে বধ করেন?

চণ্ডাল। হাঁ, এখন আর তোর সঙ্গে মিছে বকর্ বকর্ ক'রতে পারিনে। (হস্তবন্ধন ধরিয়া আকর্ষণ) আয়, আয়।

হরি। উঃ, উঃ, হাতে বড্ড লাগ্‌ছে, হাত কেটে গেল। চণ্ডাল! তোমার পায়ে ধরি, অত জোরে টেনোনা, আমি আপনিই যাচ্ছি।

চণ্ডাল। বাবা! এই কাজ ক'রতে ক'রতে পেঁকে গেলেম, তোর মত, কত শত অপিণ্ডে ছেলেকে যে, এই হস্তে সাবাড় ক'রেছি, তার আর অন্ত নাই। কত পায় ধ'রে কেঁদেছে, কত মাথা খুঁড়েছে, কিন্তু কিছুতেই এই পাষাণহৃদয় এক বিন্দু গলে নাই।

আর তুই বল্‌ছিস, হাতে লেগেছে; হারে! হাত ছিঁড়ে যাক্ না, তাতেই বা ক্ষতি কি, বরং দেখতে আরও মজা বাড়'বে। চল্ এখন চল্।

হরি। (মশান গৃহে আগমন) চণ্ডাল! এ যে বড় অন্ধকার যায়গা, ভাল ক'রে কিছুই দেখ যাচ্ছে না।

চণ্ডাল। নে, এখন হাড়কাঠে গলা দে, কায চুকিয়ে দি। মিছে ঘ্যান্ ঘ্যানানি ভাল লাগে না।

হরি। চণ্ডাল সত্যি সত্যিই তুমি আমায় বলি দেবে?

চণ্ডাল। (বিরক্তভাবে) সত্যি সত্যি না—তবে কি, মিথ্যে মিথ্যে? তোর সঙ্গে কি এয়ারকি ক'রতে এসেছি নাকি? কিছুই যেন বুঝ্‌তে পাচ্ছেন্ না, একেবারে আকাম ধ'রে দিলে।

হরি। সত্যি চণ্ডাল আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে; মানুষ হ'য়ে যে, মানুষকে বলি দেয়, তা আমি বুঝতে পারি না। শুনেছি রাক্ষসেরা মানুষ খায়, সেই জন্য তারা মানুষকে মেরে ফেলে। কিন্তু, তোমাকে ত আমি মানুষের মতই দেখছি, তবে কি তুমি মানুষ নও, রাক্ষস?

চণ্ডাল (সক্রোধে) চুপ্ রাও। একটু খানিক ছেলে, তার আবার পাঁকা পাঁকা কথা শুনে নেও, একেবারে এক থাপ্পড়ে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। (মারিতে উদ্যত)

হরি। (সভয়ে) থাকুক! থাকুক! আমায় মে'রনা মে'রনা, আর কিছুই ব'লবনা। (উদ্দেশে) ওমা মাগো! কোথায় তুই? একবার কাছে আয়, একবার কাছে এসে দেখে যা, তোর হরিবোলার আজ কি দুর্গতি হ'চ্ছে। মাগো! আমার মুখ একটু মলিন দেখলে তুই কেঁদে আকুল হতিস। আজ এসে দেখে যা, তোর হরিবোল কেমন ক'রে বন্ধনযাতনায় ছট্ ফট্ ক'চ্ছে। মা! আমায় এসে কোলে কর্, আমার বড় ভয় ক'রছে। মাগো!

আজ এত ডাক্‌ছি, তবুও এলিনে? দেখে যা, আজ চণ্ডালের করে, তোর হরিবোলার জীবন যায়।

গীত।

আমার জীবন যে যায়, নাই মা উপায়, দেখে যা মা নয়নে,
আমি ভাসি ম মা ব'লে, নয়নের জলে, ভুলিলি কি সন্তানে।
( আমায় একবার এসে কোলে নে মা )
( আর তোর কোলে উঠ্‌তে পাবনা মা )
মাগো, হেরিলে যার মলিন বদন, কবিতিস তুই কতই রোদন,
( তার কি দশা আজ দেখে যা মা )
( সে যে বন্ধন জ্বালায় জ্ব'লে মরে )
মা তোর, হরিবোলার মা মা বলা, ফুরা'ল যে এত দিনে।
মাগো, দেখে যা চণ্ডালের করে, তোর সাধের হরিবোলা মরে,
( একবার মরণকালে দেমা দেখা )
( আমি মা মা ব'লে প্রাণ জুড়াব )
এই মরণকালে, মা মা ব'লে, ডেকেনি তোমায় বদনে

চণ্ডাল ওরে হতভাগা। আর মা মা ব'লে ডাক্‌তে হবেনা। এখন হাড়কাঠে মাথা দে, নিকেশ ক'রে দি।

হরি। ঘাতুক। আমার কান্না দেখেও কি, তোমার মনে দয়া হ'চ্ছে না? তোমার হৃদয়ে কি দয়ামায়া নাই? তোমার কি ছেলে নাই ঘাতুক? তোমার ছেলেকে যদি এমনি ক'রে, কেউ কাট্‌তে যায়, তাহ'লে কি তোমার মনে কষ্ট হয় না? ঘাতুক! আমায় কেটোনা কেটোনা

চণ্ডাল। আরে নে, নে, আর জ্যাঠামোতে কাজ নাই। তুই দেখ্‌ছি, সোজা কথার পাত্র ন'স, আয়, তোকে নিজহাতেই হাড়কাঠে পুরি। ( মস্তক ধারণ )

হরি। চণ্ডাল! না, আর ব'লবনা আর তোমাকে কাট্তে নিষেধ ক'রব না। কিন্তু ঘাতক! আমার মরণ সময়ের একটী কথা রাখ আমি আর কিছু চাইনে

চণ্ডাল। আচ্ছা বল্ শুনে যাই।

হরি। চণ্ডাল আমাকে কাটবেই ত। কিন্তু একটু অপেক্ষা কর, আমি মরণকালে, একবার সেই দীনের দয়াল হরিকে ডেকে নি মা ব'লেছিলেন মরণকালে হরিকে ডাক্লে তিনি দেখা দেন।

চণ্ডাল। আরে বোকা! সে ব্যাটাকে ডাক্লে কি হবে? সে কি তোকে এসে রক্ষা ক'র্বে?

হরি। রক্ষা না করেন, তাকে দেখ্লে যমের বাড়ী যাবার ভয় ত থাক্বে না। যমের বাড়ী যেতে আমার বড় ভয়; সেখানে বড় বড় আগুনের কুণ্ডু আছে। যমের দূতেরা আমাকে সেই আগুনের মাঝে ফেলে দেবে। তাই ব'ল্ছি ঘাতুক! কিছুকাল অপেক্ষা কর, আমি সেই শমন দমনকারী হরিকে ডেকে নি।

চণ্ডাল। হা, হা, হা, তোর কথা শুনে যে, হাসি থামাতে পার্‌ছিনে, আরে হতভাগা ছোড়া! যে নামের জন্য আজ সংসার ছাড়া হ'য়ে ম'র্তে যাচ্ছিস, সেই নাম ক'রবার জন্য আবার সাধ?

হরি। ঘাতুকবে! সে নাম বড় মিষ্টি, যতবার বলি, ততবারই ব'ল্তে সাধ হয় সে নাম ক'রতে ক'রতে যদি মরণ হয়, তা হ'লেও সুখ আছে

চণ্ডাল আচ্ছা, তোকে কিছুকাল সময় দিলেম, তুই এই ফাঁকে যাকে ড কবি ডেকেনে, কিন্তু খবরদার, চেঁচিয়ে ডাক্তে পার্‌বিনে, আমার কানে যেন না যায়, আমি ততক্ষণ খাঁড়াখানায় ধারটা দিয়ে নি. অনবরত মানুষ কাট্তে কাট্তে খাড়াখানার ধার কমে গেছে।

হরি। (করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে) হরি কাঙ্গালের বন্ধু! কোথায় আছ? একবার দেখা দেও দুরন্ত কলি কিঙ্কর, আমায় কাট্‌তে নিয়ে এসেছে, আমার পিতামাতাকেও কাল বধ ক'রেছে। আমরা তোমার নাম করি ব'লে, আমাদের এই দশা। হরি হে! এই কি তোমার নামের গুণ? আমি শুনেছি যে, তোমার নাম ক'রলে,লোকের মৃত্যুভয় দূর হয়, কিন্তু, আজ তার বিপরীত ভাব দেখ্‌ছি কেন? মধুসূদন! তুমি প্রহ্লাদ ধ্রুবকেও রক্ষাক'রেছিলে; আমায় কি রক্ষা ক'রবেনা? মাতৃ-পিতৃহীন অনাথ বালক ব'লে কি, আমার প্রতি তোমার দয়া হবে না? আমার যে, আর কেউ নাই, তুমি রক্ষা না ক'রলে আমাকে আর কে রক্ষা ক'রবে? হরি! রক্ষা যদি না কর, তবে আমাকে একবার দেখা দেও। আর কোন সাধ নাই, একবার কেবল দেখব; তোমার ঐ মোহন-রূপ একবার কেবল দেখব। তোমায় দেখলে, যমের ভয় থাকবেনা। তাই বলছি, পদ্মপলাশলোচন হরি! একবার এস, একবার এসে আমার হৃদয় মাঝে উদয় হও তোমার নীরদবরণ মূর্ত্তিখানা দেখে প্রাণ শীতল করি আমি পাপী ব'লে, যদি দেখা না দেও, তবে তোমার নাম পাপহারী হরি হবে কেন? আর আমার পিতা মাতা কোথায়, এসে ব'লে দেও। আমার পিতা মাতা কোথায়, আমি তা জানিনে, তুমি সব জান, তাই তোমাকে ডাক্‌ছি, আমায় এসে ব'লে দাও। আমি সেই পিতামাতার কাছে যাব। দয়াল হরি! দয়ালের কায কর, আর নিদয় হ'ওনা দেখা দেও।

## গীত।

দয়াল হরি, দয়া করি, একবার দেও হে দরশন,  
কাঙ্গাল বালকে কর, কৃপাবিন্দু বরিষণ।

মাতা পিতা হারাইলাম, চরণ তাঁদের না হেরিলাম,
( কলি-করে প্রাণ দিলাম, এই পরিণাম )
আমার, ভবের খেলা সাঙ্গ হ'ল, হ'লনা কোন সাধন
এখন, দাঁড়াও হরি এসে হৃদে, দেখি ওরূপ আঁখি মুখে,
( প'ড়েছি বিষম বিপদে, রাখ রাঙ্গাপদে )
ওহে, অন্তিমের ধন তুমি, শুনেছি যে নারায়ণ।

হরি। ঐ যে, কে যেন আমার কানের কাছে এসে ব'লছে, যে—হরিবোলারে! আর তোর ভয় নাই, আমি তোর হরি এসেছি, কেবল হরিবোল বল্, আর কোনও ভয় থাক্‌বে না তবে কি সত্য সত্যই হরির দয়া হ'য়েছে, আমার কান্না দেখে কি, হরির দয়া হ'যেছে? ঐযে ঐযে, হরি এসেছেন, আমার দয়াল হরি এসেছেন, ধড়া চূড়া প'রে, আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন আ—হরির কি সুন্দর রূপ! আহা এ সময়ে আমার মা কোথায়? হরিকে দেখবার জন্য, মা আমার কত তপস্যা ক'রেছিলেন। (উদ্দেশে) মাগো! আজ একবার দেখে যা, তোর হরিবোলা আজ হরির দেখা পেয়েছে, তোর হরিবোলার প্রতি হরির আজ দয়া হ'যেছে মাগো! তোরা মরণ সময়ে, কেন হরিকে ডাক্‌লি নে? তবে কি দুরন্ত চণ্ডাল তোদের হরিনাম ক'র্‌তে দেয় নাই? (হরিকে না দেখিয়া যেন) কৈ? কৈ? দেখতে দেখতে, আবার কোথায় গেলেন, আর যে, সে ত্রিভঙ্গ রূপ দেখতে পাচ্ছিনে। (পুনরায় হরিকে দেখিয়া যেন) ঐযে, ঐযে, নূপুর পায় দিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে, হরি আবার এসেছেন। এবার ধ'রব, ধ্রুবর মতন দুই হাতে, হরির রাঙ্গা পা-দুখানি জড়িয়ে ধ'রব, (ধরিতে গিয়ে না পারিয়া) হরি! হরি! ধরা দিলেনা? স'রে গেলে? একটু দাঁড়াও তোমাকে ধরি (ধরিতে উদ্যত হইয়া পুনরায় না দেখিয়া যেন) কি চ'লে গেলে? ধরা

পড়বার ভয়ে পালিয়ে গেলে? আমাকে ধরা দেবে না? তা—না দিলে, তুমি আর একবার এস, আমি তোমাকে ধ'রব না, কেবল তোমাকে ব'সে ব'সে দেখব।

চণ্ডা। (স্বগতঃ) এযে দেখ্‌ছি—ছোঁড়াটা ক্ষেপে উঠল। নিজে নিজে কি বকব্‌ বকর্‌ ক'রছে, আর একবার এগুচ্ছে, একবার পেছুচ্চে, মরণের আগে অনেকেই ক্ষেপে উঠে। এখন ওটাকে সত্বর সত্বর, সাবাড় ক'রেদি। (প্রকাশ্যে) বলি ওরে ক্ষেপাছোঁড়া। হ'য়েছে? কারে ডাকবি, তারে ডাকা হ'য়েছে? তবে এখন কাছে আয়, আর দেরি ক'রতে পারিনে।

হরি ঘাতুক! ঘাতুক! তুমি দেখেছ দেখেছ? আমার হরি আমায় দেখা দিয়ে, কোন্‌ পথে পালালেন, তুমি দেখেছ?

চণ্ডা। (স্বগতঃ) ওটা বলে কি? (প্রকাশ্যে) বলি তুই হলি কি? ক্ষেপে উঠ্‌লি যে?

হরি। ঘাতুকরে! তাকে দেখে, না ক্ষেপে থাকা যায় না। সে যে, সকলকেই ক্ষেপিয়ে বেড়ায়, ভোলা পর্য্যন্ত তার জন্য ক্ষেপা; তুমি যদি দেখ্‌তে পেতে, তা হ'লে তুমিও ক্ষেপে উঠ্‌তে

চণ্ডা। কাকে দেখ্‌ব রে?

হরি। সেই পদ্ম পলাশলোচন হরিকে।

চণ্ডা। কোথায় তোর ধূম্রলোচন হরি?

হরি। এই যে আমায় অভয় দিতে এসেছিলেন। তুমি কি দেখ্‌তে পাওনি?

চণ্ডা। আরে দূর হতভাগা! তুই ক্ষেপেছিস্‌ ব'লে কি, সকলেই ক্ষেপ্‌বে নাকি?

হরি। চণ্ডাল! আমি মিথ্যা কথা বল্‌ছিনে, সত্যই হরি এসেছিলেন।

চণ্ডা। আচ্ছা বল্‌ ক্ষেপা! তোকে সে—কি ব'লে গেল?

হরি তিনি ব'লেছেন যে হরিবোল। আর তোর ভয় নাই, কেবল হরিবোল বল্।

চণ্ডা আচ্ছা বেশ কথা, তোকেত সে ব'লে গেছে যে তোর কোনও ভয় নেই তবে আমি তোকে এখন কাটি, দেখি কেমন ক'রে সে তোকে রক্ষা করে

হরি। ঘাতুক এখন তুমি আমায় কাট, আর আমি ভয় করি না

চণ্ডা আচ্ছা দেখা যাবে

হরি (স্বগতঃ) হরি! এইবার তোমার নামের গুণ বুঝা যাবে (প্রকাশ্যে) ঘাতুক! আমায় তুমি কাট, আর আমি দাঁড়িয়ে হরিবোল বলি হাড়কাঠে গলা দিলে ত, হরিকে ডাক্‌তে পাব না?

চণ্ডা আচ্ছা তাই কর্। (খড়্গ উত্তোলন)

হরি। (উচ্চৈঃস্বরে) হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল

চণ্ডা। (আঘাত করিতে না পারিয়া) (স্বগতঃ) একি খাড়াখ না যে, উঁচু হ'য়েই রইল, নামে না যে। হাতের কব্‌জিটে এটে গেল নাকি?

হরি হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

চণ্ডা (স্বগতঃ) ছোঁড়াটার সুরটি কিন্তু বড্ড মিষ্টি, বামুনের ঘরের ছেলে কিনা, ব'সে ব'সে কেবল ঘি মাখন খেয়েছে, কাজেই গলার সুর অতটা মিষ্টি আরে তা যেন হ'ল, আমার খাড়া নাবেনা কেন? (খড়্গ নাবাইতে নানারূপ চেষ্টা)

হরি হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

চণ্ডা (স্বগতঃ) আরে বা, বা, এ যে আরও মিষ্টি লাগ্‌ছে, তবে কি, ও নামটাতে কোন যাদু আছে? আচ্ছা চুপু চুপু নামটা একবার ক'রেই দেখা যাক না, তাতেই বা লোকসান

কি, একবার মনে মনে বলা বইত নয়, কেউ দেখ্‌তেও আসছে না, শুন্‌তেও আসছে না। তবে একবার বলি—হরিবোল। আহা! এযে বড়ই মিষ্টি গো। আর একবার বলি,—হরিবোল,হরি-বোল, না আর থাম্‌তে পাচ্ছিনে, অবিরাম ঐ নাম ক'রতে ইচ্ছা হ'চ্ছে, আব'র বলি। (উচ্চৈঃস্বরে) হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

হরি। চণ্ডালরে! বল্ আবার বল্, হরিবোল, হরিবোল।

চণ্ডা এ্যাঁ ছোঁড়াটা শুন্‌তে পেয়েছে নাকি? আমি, ক্ষেপে উঠ্‌লেম নাকি? তবে দেখ্‌ছি ছোঁড়াটার কথাই ঠিক, ও নাম ক'বলে যে,না ক্ষেপে থাকা যায় না, সেত দেখ্‌ছি ঠিকই ব'লেছে। (খড়্গ হস্ত হইতে ভূমিতে পতন) একি! হাতের খাড়া যে প'ড়ে গেল, তাই ত, গতিক ত ভাল ব'লে বোধ হ'চ্ছে না, হরিবোলাকে আর যেন বধ ক'রতে ইচ্ছা হ'চ্ছে না; হরিবোলার মুখ দেখে যেন বড় কষ্ট হ'চ্ছে, এক একবার মনে হ'চ্ছে যে, হরিবোলার বাঁধন খুলে দিয়ে, হরিবোলাকে কোলে করি, আর দুইজনে মিলে বাহুতুলে হরিবোল বলি। যাহ'ক হরিবোলার হাতের বাঁধন ত খুলেদি (প্রকাশ্যে) আয়রে আয়, তোর হাতের বাঁধন খুলেদি। তোকে দেখে আমার বড় কষ্ট হ'চ্ছে। কিন্তু বাঁধন খুলে দিলে, ঐরূপ ক'রে একবার হরিনাম ব'লে আমায় শুনাতে হবে। (বন্ধন মোচন)

হরি। যাদুকরে একবার কেন, যতবার ব'লবি, ততবার ব'লব, হরিবোল হরিবোল।

চণ্ডা। হরিবোলা! না আর না, আর তোমাকে বধ ক'রতে পারব না, তোমার মুখে ঐ হরিনাম শুনে আমার কঠিন হৃদয় নরম হ'য়ে গেছে। হরিবোলারে! বল্ ভাই বল্, মধুর হরিবোল বল্, চুপ ক'রলি যে? যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ চণ্ডালের শ্রবণ-

শক্তি থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বল্, মধুর হরিবোল বল্ আর কিছু চাইনে; পুত্র, কন্যা, পরিবার, ধন, রত্ন আমি কিছুই চাইনে, কেবল তোর মুখের মধুর হরিনাম সুধা পান ক'র্‌তে চাই। হরিবোলা! বল্ আমার গতি কি হবে? আমার মত পাপী এ জগতে আর কেউ নাই, আমি সামান্য ধনের লোভে, হায়! হায়! কত শত লোকের যে, প্রাণ বিনাশ ক'রেছি, তার আর কি ব'লব, ওঃ হরিবোলা! জ্বলে গেল, কীটে দংশন ক'র্‌ছে, আজ আমাকে পাপকীটে দংশন ক'র্‌ছে, হরিবোলা! এখন এক কায কর্ এই অস্ত্র দ্বারা আমার এ পাপ মুণ্ড ছেদন কর্, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'যে যাক্ নইলে, আর উপায় নাই, এ পাপ সাগর হ'তে আর উদ্ধারের উপায় নাই হরিবোলারে! আমার কথা রাখ, এ নরাধম চণ্ডালকে বিনাশ কর্, আর মুখে হরিবোল বল্ আমি ঐ হরিনাম শুন্‌তে শুন্‌তে এই পাপ-জীবনের খেলা সাঙ্গ করি।

গীত।

কি আছে উপায়, আমি নিরুপায়, এ পাপ সাগরে বল কিসে তরি,
আমি অতি পাপমতি, কি হবে হে গতি,
আমার, কিছু নাই সঙ্গতি কোথা পাব তরী।
রাখ হরিবোলা পাপীর ভারতী,
এই চণ্ডালেরে বিনাশ করহে সম্প্রতি,
এ হ'তে আর বল, কি আছে প্রতিফল,
কি হবে বিফল, পাপ প্রাণ ধরি।
আর, বলরে ভাই বল হরি হরি ধ্বনি,
আমি, তোমার মুখে মধুর হরিনাম শুনি,
এই নিদানের দিনে মধুর হরিনাম শুনে,
আমি এ পাপ জীবনের খেলা সাঙ্গ করি।

হরি। চণ্ডাল! প্রাণত্যাগ ক'রে প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হবেনা। কেবল হরিনাম কর, তাহ'লেই তোমার সকল পাপ দূর হবে। হরি, পাপীকে পার ক'রবার জন্যই পদ তরী রেখেছেন। যে— তাঁকে প্রাণ খুলে ডাকে, তাকেই তিনি দয়া করেন। চণ্ডাল! হরি বড় দয়ার সাগর।

চণ্ডা হরিবোলা! আমি যে চণ্ডাল? আমাকে তিনি দয়া ক'রবেন কেন?

হরি। চণ্ডাল! তাঁর কাছে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ নাই, তিনি কেবল ভক্তের সখা, আমি শুনেছি, তিনি রামঅবতারে গুহক চণ্ডালকেও দয়া ক'রেছিলেন।

চণ্ডা। হরিবোলা! তবে আর ভয় কি, তুমি যখন ব'লছ, তখন আর ভয় নাই হরিবোলারে আমি আজ হ'তে, তোর দাস, তুই যেখানে যাবি, এ দাসও সেখানে যাবে যখন তোকে পেয়েছি, তখন আর ছাড়ছিনে। হরিবোলা! বল্, তোকে আমি বধ ক'র্‌তে এনেছিলেম ব'লে, তুই আমাকে ত্যাগ ক'রবিনে? হরিবোলারে! আজ তোকে বধ ক'র্‌তে এসেছিলেম ব'লেই, আমার জ্ঞান উদয় হ'য়েছে। এখন আয়রে আয় হরিবোলা! বুকে আয়, তোকে বুকে ক'রে আজ চণ্ডাল জন্ম ধন্য করি। (হরিবোলাকে কোলে লইয়) (উদ্দেশে হরির প্রতি) হরি! আমি মহাপাপী চণ্ডাল, আমি জন্মাবধি কখনই তোমাকে ডাকি নাই। কেবল পাপ চিন্তা, পাপ কর্ম্মই ক'রেছি আমি তোমার ভজন সাধন জানি না। আমাকে কি দয়া ক'রবে না? পতিত পাবন! এ অধম চণ্ডালকে কি পদতরী দেবে না? না দিলে তবে এ পতিতের গতি কি হবে? যারা তোমার ভক্ত, তারা ত সেই ভক্তিবলেই উদ্ধার হবে, কিন্তু পাপীগণ ত, তোমার কৃপা ভিন্ন উদ্ধার হ'তে পারবেনা হরি পতিতপাবন! আজ

তোমার ভক্ত হরিবোলাকে যেমন, ঘাতুকের কর হ'তে রক্ষা ক'র্লে, তেমনি আমাকে কি সেই শমন-কিঙ্করের কর হ'তে রক্ষা ক'রবে না? হরি আমি শুনেছি যে, তুমি ভক্তের দাস, তাই তোমার ভক্ত হরিবোলাকে আজ বুকে ক'রেছি, যখন ভক্তকে দেখা দিতে আস্‌বে, তখন আমাকেও বঞ্চিত ক'র্‌তে পারবে না (হরিবোলার প্রতি) হরিবোলা এখন চল, দুইজনে এই পাপ—কলি রাজ্য হ'তে পলায়ন ক'রে, কল্কিরূপিণ হরির শরণাগত হইগে

হরি চণ্ডাল! সেই কল্কিরূপিণ হরি কোথায়?

চণ্ডা হরিবোলা! আমি শুনেছি, তিনি সম্ভলপুরে বিষ্ণু-যশার গৃহে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন।

হরি। তবে চল সেইখানে যাই

চণ্ডা। যাব, কিন্তু হরিবোলা! তোমাকে একটা কায ক'র্‌তে হবে, যদি সেই কল্কিদেব আমাকে তোমার শত্রু ব'লে পদছায়া না দেন, তাহ'লে তুমি আমাকে ত্যাগ ক'র্‌তে পারবে না কারণ তুমি ত্যাগ না ক'রলে, হরিও ত্যাগ ক'রতে পারবেন না, কেননা তিনি ভক্তের অধীন

হরি চণ্ডাল তুমি সে জন্য ভাব্‌ছ কেন? হরি, পাপী-গণকে দয়া করেন, তোমাকেও দয়া ক'র্‌বেন

চণ্ডা (স্বগতঃ) না—আর ভাবছিনে পারের জন্য আর ভাবছিনে আজ এই হরিবোলারূপভেলা বুকে ক'রে, সংসার-নদীতে ঝাঁপ দিলেম, দেখি সেই দয়ার সাগর হরির দেখা পাই কিনা?

গীত।

ভাবনা কিসের করি আর মনে,
হ'য়েছে সবল যাব হরি দরশনে

হরিবোলায় ভেলা করি, রেখেছিরে বুকে ধরি,
ঝাঁপ দিব এই ভব-নদীর অকূল তূফানে,
দেখি, যাই কিনা ভেসে শেষে সাগর-জীবনে। (দয়ার)

চণ্ডা। চল এখন যাই। হরিবোল হরিবোল।

(উভয়ের প্রস্থান)

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

(বিশ্বম্ভরপুর রাজসভা)

কলির প্রবেশ।

কলি। (স্বগতঃ) তাইত, আমার নির্ভীক হৃদয়ে, এমন অকারণ ভীতির সঞ্চার হ'চ্ছে কেন? আবার মাঝে মাঝে, হৃদয় যেন কম্পিত হ'য়ে উঠ্ছে কারণ কি? এ যে বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। যে কোনদিন ভীত দর্শন ব্যতীত, কারুর নিকট কখনও ভীত হয় নাই, আজ আবার তার অন্তরে আতঙ্ক। কি আশ্চর্য্য। কি আশ্চর্য্য!!

জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। (শশব্যস্তে) মহারাজ পালিয়েছে পালিয়েছে।

কলি। কে পালিয়েছে?

দূত। মহারাজ। সেই ছোঁড়াটা, যাকে শ্মশানে বলি দেবার জন্য নেওয়া হ'য়েছিল।

কলি। কি ক'রে পালাল? তার সঙ্গে যে ঘাতুক্ ছিল।

দূত। সেই ঘাতুকই তাকে নিয়ে পালিয়েছে।

কলি। কেন, ঘাতুকের তাকে নিয়ে পালাবার কারণ কি?

দূত। মহারাজ। সে বড় অদ্ভুত কথা, সেই ছোঁড়াটা—তার

কানে হরিনাম দিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলেছে, শেষে দুইজনে, সেই বোল্ ব'লতে ব'লতে, দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে।

কলি। তা হ'তে পারে, অনবরত রুধির দর্শনে, মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নয় আচ্ছা দূত। তুমি যাও, তাদের অনুসন্ধান ক'রে নিয়ে এস; আমি স্বহস্তে তাদের বধ সাধন ক'রব। আর বলি শোন্——

( নেপথ্যে, "জয় দেব কল্কির জয়" )

কলি। (বিস্মিত ভাবে) ওকি নেপথ্যে ও কিসের কোলাহল হ'চ্ছে? দূত। আগে তুই দেখে আয় যে, কোন্ দুর্ব্বৃত্তেরা কোলাহল ক'রে, আমার শান্তিভঙ্গ ক'রছে

দূত। যে আজ্ঞা মহারাজ। ( কিঞ্চিৎ গমন )

কলি। দূত। শোন্।

দূতের পুনরাগমন

কলি। যদি কোনও শত্রু হয়,—(স্বগতঃ) না—তাই বা হবে কি ক'রে। আমার আবার শত্রু কে? (প্রকাশ্যে) না দূত। তুই যা।

( দূতের প্রস্থান )

( নেপথ্যে "জয় দেব কল্কির জয়" )

কলি। ওকি, কল্কির জয় ঘোষণা ক'রছে কারা? কল্কি আবার কে? না শুনতে ভুল হ'ল। কলির জয় শুনতে কি কল্কির জয় শুনলেম?

সবেগে দূতের পুনঃ প্রবেশ।

কলি। ( দূতকে কাঁপিতে দেখিয়া ) কি দূত। অত কাঁপছিস্ কেন?

দূত। মহারাজ। সর্ব্বনাশ। সর্ব্বনাশ।

কলি। বলি, কিসে সর্ব্বনাশ হ'ল?

দূত। তুমুল কাণ্ড, মহারাজ। তুমুল কাণ্ড।

কলি। আরে ব্যাপারটা কি বল্‌না ?

দূত মহারাজ! ক'ল্কে অবতার, ক'ল্কে অবতার।

কলি। কি বলে, পরিষ্কার ক'রে বল্‌না ?

দূত। মহারাজ. কি ব'লব, ভয়ে যে গাঁ ডোল দিয়ে উঠ্‌ছে।

কলি। আরে, এযে মহাবিপদে প'ড়লেম, কি হ'য়েছে, তা কিছুই ব'ল্‌বে না। শোন্‌ দূত. কি হ'য়েছে শীঘ্র বল্‌ নইলে তোকে প্রহার ক'রব।

দূত। আজ্ঞে, আজ্ঞে, ধর্ম্ম-অবতার! কোথাকার বিষ্ণুযশার ছেলে এসেছে, সবাই ব'ল্লে, ক'ল্কে অবতার। মহারাজ! সেই ক'ল্কে অবতারের সঙ্গে, পালে পালে, সৈন্যগণ এসে, আমাদের সৈন্য মধ্যে এসে প'ড়েছে, আর যেন সব—কলার চারা কেটে যাচ্ছে। মহারাজ. রক্তে একেবারে নদী ব'য়ে যাচ্ছে, আর আমাদের পক্ষের সৈন্যসব—বাপ্‌রে বাপ্‌রে ক'রে, যে দিক দেখ্‌ছে, সেই দিকে একেবারে ভোঁ দৌড় দিচ্ছে আমি দূরে থেকে ঐ কাণ্ড দেখেই, মহারাজ! ছুটে আপনার কাছে খবর দিতে এসেছি।

কলি। আচ্ছা, আমার প্রধান সৈন্য—'কোক বিকোক' কোথায় ?

দূত। মহারাজ! কোক বিকোক, দুভাই কোঁক্‌ কোঁক্‌ ক'রে না[illegible]খাবি খাচ্ছে।

কলি। তুই এর মধ্যে এত সংবাদ পেলি কোথায় ?

দূত। মহারাজ! সেনাপতি মশাই, আমাকে এ সব ব'ল্লেন।

কলি। দূর হ—নির্ব্বোধ।

(দূতের প্রস্থান)

দ্রুতবেগে সেনাপতির প্রবেশ

কলি। সেনাপতি! অকস্মাৎ এরূপ ভীষণ কোলাহলের কারণ কি ? এবং কল্কির জয় ঘোষণাই বা হ'চ্ছে কেন ?

সেনাপতি মহারাজ। ওদিকে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত।

কলি কার্ সঙ্গে যুদ্ধ সেনাপতি! আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে এরূপ যোদ্ধা কি অদ্যাপি ধরাধামে কেউ আছে?

সেনাপতি। মহারাজ! সম্ভলপুরের বিষ্ণুযশার পুত্র কল্কি, ভ্রাতৃগণ সঙ্গে এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত মিলিত হ'য়ে, সহসা মহারাজের সৈন্যশিবির আক্রমণ ক'রেছে, এবং প্রবল পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ ক'রে, অনেক সেনা সংহার ক'রে ফেলেছে।

কলি। বিষ্ণুযশার পুত্র কল্কি যে ভণ্ড বিষ্ণুযশার ভিক্ষা বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'য়েছিল? সেই ভিখারী-পুত্র কল্কির এত সাহস?

সেনাপতি। মহারাজ! সে ভিখারী-পুত্র হ'লেও, তার রণ-কৌশল অতীব আশ্চর্য্য। আপনার প্রধান সেনা কোক্ বিকোক্ তার হস্তে নিধন হ'য়েছে?

কলি বলি সেনাপতি! তুমি কেবলই দেখছি, বিপক্ষ পক্ষীয়—রণ-কৌশলের প্রশংসা ক'র্‌ছ? কেন, ভীত হ'য়েছ নাকি? আর কোক বিকোক বধ হ'য়েছে, তাতেই বা আশ্চর্য্যের বিষয় কি হ'ল? তোমার যদি নিতান্তই অন্তরে আতঙ্কের উদয় হ'য়ে থাকে, তাহ'লে এখনই কলির সম্মুখ হ'তে প্রস্থান পূর্ব্বক, অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করগে, নতুবা বিপক্ষের শরণাগত হওগে। কি আশ্চর্য্য! আমার সেনাপতি হ'য়ে, বিপক্ষ-দর্শনে ভীত? এ—ত বড়ই গ্লানির বিষয়।

সেনাপতি। মহারাজ! সেনাপতি ভীত হয় নাই, সেনাপতি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হ'য়েই আছে, কেবল আপনাকে, সকল বৃত্তান্ত জানাবার জন্য এবং আপনাকে সতর্ক থাকবার জন্যই সেনাপতি এসেছে। এখন আমি যুদ্ধার্থে বিদায় হ'লেম।

কলি। আচ্ছা, তুমি বিশেষ সতর্কের সহিত সমরে প্রবৃত্ত

হওগে। আমি আমার পার্শ্বরক্ষক সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হ'য়ে, শীঘ্রই যুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছি।

সেনাপতি। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

কলি। (স্বগতঃ) কি দুঃসাহস, সামান্য শৃগাল, আজ কেশরীর কেশর স্পর্শ ক'রতে অভিলাষ ক'রেছে? ধন্য দুরাশা। যা-হ'ক, যখন সেই ভিখারী-পুত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'য়েছে, তখন তাকে শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য। সামান্য তৃণাঙ্কুরও যদি চরণে বিদ্ধ হয়, তাহ'লেও তাকে উত্তোলন করা উচিত। (প্রকাশ্যে সৈন্যগণের প্রতি)

সাজ সৈন্যগণ। সামরিক সাজে,
রে বর্ম্ম চর্ম্ম অসি কর মাঝে,
দেখাও বীরত্ব বীরের সমাজে,
চল যুদ্ধে সবে বিচিত্র রথে।
াতি নব বলে আনন্দ অন্তরে,
খেলুক বিদ্যুৎ নয়ন মাঝারে,
হুহুঙ্কার ধ্বনি উঠুক অম্বরে,
প্রলয়ের কথা জাগাও জগতে
কাঁপুক মেদিনী কাঁপুক ভুজঙ্গ,
কাঁপুক পাতাল কাঁপুক বৈবঙ্গ,
রঙ্গে যথা বন উন্মত্ত মাতঙ্গ,—
তেমতি বিপক্ষে কর ছত্রভঙ্গ।
জীবন মরণ একরূপ গণি,
তাণ্ডব নর্ত্তনে নাচুক সেনানী,
রসাতল মাঝে যাউক মেদিনী,
দিওনা কদাচ সমরে ভঙ্গ।

উড়ি পদরেণু ঢাকুক গগন,
অস্তমিত হ'ক প্রচণ্ড তপন,
আঁধার হউক সকল ভুবন,
বিপক্ষ হৃদয়ে হউক বিস্ময়।

জ্বলুক শরাগ্নি ধক্ ধক্ ধক্,
করুক শিঞ্জিনী লক্ লক্ লক্,
ঝকুক্ কৃপাণ ঝক্ ঝক্ ঝক্,
অরাতির দল কর পরাজয়

শত্রু রক্ত স্রোত বহুক কল্ কল্,
পদ ভরে ধরা করুক টল্ মল্,
ক্রোধে রক্ত আঁখি হউক চল্ চল্
বিপক্ষ পক্ষের লাগুক কম্পন।

দৃঢ় বাঁধ বুক, ত্যজ মৃত্যুভয়,
জন্মিলে মরণ আছে সুনিশ্চয়,
এই মন্ত্রে কর দীক্ষিত হৃদয়,
"মন্ত্রেরসাধন কিম্বা শরীর পাতন"॥

যথা পঙ্গপালে আবরে অম্বর,
জলদে যেমতি নিরোধে ভাস্কর,
মধুচক্র যথা ঘিরে মধুকর,
তেমতি অরাতি কর আক্রমণ।

নির্ভয় অন্তরে কর এই পণ,
ভেদিব সকলে শত্রুর জীবন,
দ্বিগুণ উৎসাহে হওরে মগন,
চল যুদ্ধে এবে চল সৈন্যগণ॥

(প্রস্থান)

গীত।

সাজহে সাজ সৈন্য সবে,
ধর তীক্ষ্ণশর, বল মার মার, নাচ রং তাণ্ডবে।
বীর মদে মাতি চ'রে সকলে,
ভিখারী বালকে বধিতে সবলে,
বৈরঙ্গে, এ৩ঙ্গে, ঘোরাতঙ্কে ফেলহে অবিলম্বে।

---

তৃতীয় দৃশ্য।

(রণভূমি)

(যুদ্ধ করিতে করিতে কবি ও কলি সেনাপতির প্রবেশ এবং সেনাপতির পরাস্ত হইয়া পলায়নোদ্যোগ তৎক্ষণাৎ কবিকর্ত্তৃক গতিরোধ)

কবি। (সেনাপতির গ্রীবা ধারণ পূর্ব্বক) রে দুর্ব্বুদ্ধি ভীরু কাপুরুষ! প্রাণভয়ে পলায়ন ক'র্‌ছিস? হারে! কলির সেনাপতি হ'য়ে, রণভয়ে ভীত হ'য়েছিস? বলি, লজ্জাও হ'চ্ছেনা? আর মনে ক'রেছিস যে, পলায়ন ক'রে প্রাণ রক্ষা ক'রবি? ওরে ভ্রান্ত! এ কল্কির অগ্রজ কবির কর হ'তে কি, আর নিস্তার পবার সাধ্য আছে? তুই জানিসনে যে, তোদের পাপভারে ধরণী, নিতান্ত ভারাক্রান্তা হ'য়ে প'ড়েছেন; ধরণীর সেই পাপভার-লাঘব ক'রবার জন্যই, স্বয়ং ভগবান হরি, কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন। এখন আয় দুরাত্মন্ পুনর্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ, তোকে সংহার করি।

সেনাপতি। হারে বর্ব্বর! তুই দেখছি বাতুলের ন্যায় প্রলাপ

বক্‌ছিস। তোর এত সাহস যে, আমাকে বধ ক'রবি? আমি কি তোর ভয়ে ভীত হ'য়ে পলায়ন ক'র্‌ছিলেম? তা নয়, আমার ইচ্ছা ছিল যে, তোর মত সামান্য পিপীলিকাকে বধ না ক'রে, সেই কল্কিকে বধ ক'রব, কিন্তু তুই দেখছি বিপরীত ভাব ভেবে নিয়েছিস

কবি ওরে! নির্লজ্জ! পাপাধম! তুই সেই কল্কিকে বিনাশ ক'র্‌তে বাসনা ক'রেছিস? দুরাচার! সাধ্য কি যে, তুই তার একটী কেশ স্পর্শ ক'র্‌তে পারিস পামর! তোর ন্যায় পাপীর সঙ্গে আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, এই তোর গ্রীবা পরি-ত্যাগ ক'রলেম, এখন যুদ্ধে অগ্রসর হ।

সেনাপতি। নীচ মুখে উচ্চ কথা সহ্য নাহি হয়।
ভিখারী ব্রাহ্মণ-পুত্র—শৌর্য্যবীর্য্য হীন,
যুদ্ধ নাম শুনি হায় মূর্চ্ছা যায় যারা,
ফলমূলে ক'রে যারা ক্ষুধা নিবারণ,
ধনুর্ব্বাণ ধরি আজি যুদ্ধ করে তারা।
দেখে হাসি পায় এই অদ্ভুত ব্যাপার।

কবি। অহো! মতিচ্ছন্ন তোর এবে ঘটেছে নিশ্চয়।
নতুবা রে কেন এত প্রলাপ কাহিনী
মৃত্যুকালে বিপরীত বুদ্ধি হয় জানি,
তাই বুঝি সেনাপতি! মতিভ্রম তব?
কোদণ্ড ধরিনু এই তোরে বধিবারে,
ব্রহ্ম-বীর্য্য আছে কিনা দেখিবি সাক্ষাতে।
বীর-শ্রেষ্ঠ শুদ্ধোদন বিখ্যাত সংসারে,
বধিয়াছি তোরে আমি মুষ্টির প্রহারে

সেনাপতি। তাই বুঝি এত দম্ভ হ'য়েছে বর্দ্ধিত?
সামান্য গোষ্পদ তরি, ভেবেছিস্ মনে,

অকুল জলধি পার হবি অবহেলে ?
বৃথা আশা শোন্ কবি। ভিখারী কুমার।
প্রাণ নিয়ে পলায়ন কর নিজ দেশে।
পতঙ্গ সমান কেন জ্বলন্ত অনলে—
ঝাঁপ দিয়ে হারাবি রে সাধের জীবন ?

কবি বৃথা বাক্য-আড়ম্বর মণ্ডুকের প্রায়,
হারে রে বিধর্ম্মী পাপ নরকের কীট
তোর রক্তে কলুষিত করিতে এ কর—
তিল মাত্র নাহি সাধ হয়।
কিন্তু—কি করিব,
ধরণীর দশা, হেরে সহ্য নাহি হয়;
তাই তোরে বধিব পামর।

সেনাপতি। আর না সহিতে পারি মশক-দংশন,
আয় তবে রণ সাধ মিটাই এবার।
কি কার্য্য ধরিয়া অস্ত্র মশক নাশিতে,
অঙ্গুলে পিষিয়া তোরে করিব সংহার।

কবি। আয় তবে পাপাধম বিলম্বে কি ফল,
অবিলম্বে বুঝা যাবে যার যত বল।

(যুদ্ধারম্ভ ও সেনাপতির পতন)

কবি। কেমন পামর, রণসাধ পূর্ণ হয়েছে ত ? (স্বগতঃ) যাই, আর সব কলি-সৈন্য কোথায় আছে দেখিগে।

(প্রস্থান)

## চতুর্থ দৃশ্য।

উন্মত্ত কলি ও তৎপশ্চাৎ মন্ত্রীর প্রবেশ

কলি (মন্ত্রীর প্রতি)

হের মন্ত্রি! সত্য মিথ্যা আমার বচন
ঐ দেখ শূন্য পথে ভাগ্যলক্ষ্মী মোর,
সকরুণ দৃষ্টিপাত করি মোর প্রতি,—
চলি যায় ত্যজি মোরে জনমের মত
ঐ শুন বজ্রনাদ কড়্ কড়্ রবে
ঐ দেখ উল্কাপাত হয় অবিরাম
হের ঐ রবি শশী নক্ষত্রমণ্ডলী,
খসি পড়ে ভূমিতলে গ্রহদল সহ।

মন্ত্রী মহারাজ আপনি প্রকৃতিস্থ হ'য়ে দর্শন করুন, ও সব কিছুই নয়, আপনার চিত্ত-বিকার উপস্থিত হ'য়েছে ব'লে, কেবল অলীক ভীতি সূচক দৃশ্য দর্শন ক'র্ছেন।

কলি। (মন্ত্রীর বাক্যে মন না দিয়া)

মন্ত্রি! মন্ত্রি.
দেখ পুনঃ চাহি ঊর্দ্ধ মুখে,
কি ভীষণ কাণ্ড ঐ হ'তেছে অম্বরে।
অন্ধকার পূর্ণ স্থান পূতি গন্ধময়,
কৃমিকীট কত শত না হয় গণন।
বিষ্ঠাপূর্ণ কুণ্ডে সব নারকীর দল,
পরিত্রাহি ডাকে ঐ বিষ্ঠাপূর্ণ মুখে।
চৌদিকে কৃতান্ত দূত ভীম-দরশন,
বিকট দশন রাজি করি বহির্গত,
খল্ খল্ হাসে হের কিবা ভয়ঙ্কর।

তাথৈ তাথৈ নাচে প্রমথের দল,
বেতালে সঙ্গীত গায় শ্রবণ কঠোর।
(সভয়ে) ওকি ওকি!! ওকি।
তপ্ত তৈল-পূর্ণ ঐ কটাহ মাঝারে,
কারা ঐ ছট্‌ফট্ করে?
তুলিলে মস্তক ঐ কটাহ হইতে,
প্রচণ্ড ডাঙ্গস্ করে, কৃতান্ত কিঙ্কর,—
সবলে আঘাত করে নারকীর শিরে।
কোন্ পাপে হয় এই নরকে গমন,
জানিতে বাসনা মম।
ঐযে র'য়েছে লেখা জ্বলন্ত অক্ষরে,
"কুম্ভীপাক কুণ্ড এই
সতীত্ব হরণ, বিধবা গমন,
কিম্বা করে—নরহত্যা যারা,
তাদের আবাস এই হ'য়েছে নির্ম্মিত।
চিরদিন এইভাবে কাটিবে তাদের,
না হবে উদ্ধার কভু কুম্ভীপাক হ'তে।"

তবে উপায়, উপায়, আমার উপায়? আমিও ত ঐ কুম্ভীপাকের উপযুক্ত নারকী আমাকেও কি ঐরূপে, ঐ ভীষণমূর্ত্তি যম-দূতগণ, তপ্ততৈলপূর্ণ কটাহ মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে, ঐরূপ ডাঙ্গস্-দ্বারা প্রহার ক'রবে? উপায়, উপায়, এ নরক হ'তে উদ্ধারের উপায়? ঐ যে, ঐ যে, তীক্ষ্ণ শলাকা দ্বারা নির্দ্দয়গণ, পাপীগণের চক্ষুদ্বয় বিদ্ধ ক'রে দিচ্ছে। ঐ যে, অসংখ্য কুক্কুর দল, ফেরুপালসঙ্গে একত্র হ'য়ে, নারকীগণের গলিত অঙ্গ মাংস ভক্ষণ ক'রছে ঐ যে, পাপীগণের সর্ব্বাঙ্গ হ'তে, কৃমিমিশ্রিত রুধিরধারা নির্গত হ'চ্ছে আবার পিপাসার জল অভাবে, ঐ রুধিরধারাই পান ক'রছে

না, না, না, দে'খবনা, দে'খবনা মন্ত্রি! মন্ত্রি! কোথায় তুমি? ঐ দেখ, যম কিঙ্করগণ, ঐ ভীষণ নরকার্ণবে ডুবাবার জন্য, আমাকে নিতে আসৃছে আমাকে এখন রক্ষা ক'রবার উপায় দেখ। মন্ত্রি! তোমাকে মিনতি ক'রে ব'ল্ছি, আমাকে রক্ষা ক'রবার উপায় দেখ

মন্ত্রী (স্বগতঃ) ওহো! কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ একেবারে উন্মত্ত ওদিকে কল্কি-করে সব—ছার খার হ'ল এদিকে মহারাজের এই চিত্তবিকার উপস্থিত; এখন কি উপায় করি! (প্রকাশ্যে) মহারাজ! স্থির হউন, আপনি যদি এরূপ অবস্থায় অবস্থান করেন, তাহ'লে যে, সব দিক যায় তাই বল্ছি, হে নরনাথ! স্থির হ'য়ে উপস্থিত বিপদ হ'তে পরিত্রাণের উপায় নিরূপণ করুন।

কলি। একি! আবার ভূমিকম্প, ভূমিকম্প। গেল, গেল, ভুবন রসাতলে গেল। (স্থির ভাবে) না, না, না, কোথায় ভূমিকম্প, সবই ত পূর্ব্ববৎ স্থির ভাবেই আছে

একটী পল্লব নাহি নড়িছে পবনে।
প্রশান্ত, গম্ভীর, স্থির র'য়েছে সকল।
ঐ যে আমার চারু প্রমদ কাননে,
বিকসিত ফুলরাশি হাসিছে সুন্দর।
মৃদুল হিল্লোলে বহে মলয় সমীর।
গুঞ্জরিছে মধুকর প্রতি পুষ্প-দলে
সুন্দরী ললনাকুল প্রেমানন্দে মাতি,—
সঙ্গীত-লহরী ধারা ঢালিছে শ্রবণে।
ঐ যে দুরুক্তি মম প্রাণের ভগিনী
ওষ্ঠাধরে হাসি মাখি সপ্রেম নয়নে,

কটাক্ষ করিছে মোরে আলিঙ্গন তরে।
যাই, যাই, যাই তবে প্রিয়া-সম্ভাষণে।
(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সভয়ে)
একি, একি, একি, কার এ মূরতি হেরি!
স্পর্শিছে গগনতলে বৃহৎ মস্তক
আরক্তিম নেত্রদ্বয় করিছে ঘূর্ণন,
ভ্রূকুটি ভঙ্গিমা তাতে, কি ভয়াল! কি ভয়াল!
প্রতি দৃষ্টিপাতে ঐ অনল উগরে।
বিকট্ দশনপংক্তি কড মড় করি,
প্রচণ্ড ঐ অট্টহাসি হাসিছে অধরে।
সুবিশাল বক্ষঃস্থল ভীম দরশন।
দৃঢ় মুষ্টি বদ্ধ অসি, কি ভয়াল! কি ভয়াল!
শতকোটী সূর্য্য তেজ ভাতিছে শরীরে।
বিরাট পুরুষ ঐ কি ভয়াল. কি ভয়াল।
ঐ যে———
ভীম পদ ভরে ধরা করি টল্ মল্,
আসিছে আমার পানে হুহুঙ্কার করি।

ও আবার কি! বিরাট পুরুষের পার্শ্বদেশে, ভৈরবীরূপিণী ও আবার কে! ঐ যে, আবার অঙ্গুলি দ্বারা আমাকে লক্ষ্য ক'রে দেখাচ্ছে। ও—চিনেছি, চিনেছি, সেই বিধবা রমণী, যার সতীত্ব-নাশের জন্য আমি চেষ্টা ক'রেছিলেম, পিতা ব'লে সম্বোধন ক'র্লেও, যাকে আমি প্রেমসম্ভাষণ ক'রেছিলেম যে আমার কর হ'তে নিস্তার পাবার জন্য, আত্মহত্যা ক'রেছিল, ও—সেই রমণী। আজ সময় পেয়ে, তার প্রতিশোধ নিতে এসেছে। রমণি! রমণি! আমাকে ক্ষমাকর। আমি তখন কামান্ধ হ'য়ে, সতীত্ব-মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্তে পারি নাই; আজ বুঝ্‌তে পে'রেছি

আজ আমি স্বচক্ষে সতীত্বাপহারীর পরিণাম চিত্র, নরক পটে দর্শন ক'রেছি। তুমি আমায় রক্ষাকর। ঐ দেখ, ঐ দেখ, বিরাট পুরুষ আমাকে বধ ক'রবার জন্য, করাল কৃপাণ উদ্যত করলে; নিষেধ কর, নিষেধ কর, রমণি তুমি নিষেধ কর করলে না? করলে না? নিষেধ ক'রলে না? তবে—গেল, গেল, আমার পাপ মুণ্ড দ্বিখণ্ড হ'য়ে গেল। আর উপায় নাই, উপায় নাই? কে আছ কোথায়—কলিকে রক্ষা কর। মন্ত্রি! মন্ত্রি! ঐ দেখ, আমাকে বধ ক'রতে আসছে, আমাকে রক্ষা কর কি। কেউ আমার কথা শুনলে না। আজ কলির কথা কেউ গ্রাহ্য ক'রলে না! পাপীর সাহায্য বুঝি ক'রতে নাই। তবে যাই কোথায়। ঐ অস্ত্রাঘাত ক'রলে, অস্ত্রাঘাত ক'রলে, পালাই, পালাই (পলায়নোদ্যোগ) হায়! হায়! কোন্ পথে পালাই. যে দিকে যাই, সেই দিকেই ঐ ভৈরবীসঙ্গে কৃপাণহস্তে, ভৈরবমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, যেদিকে দৃষ্টিপাত করছি, সেই দিকেই ঐ বিরাটমূর্ত্তি। হায়। হায়। আজ বুঝি তবে প্রাণ গেলরে।

( নেপথ্যে বারংবার হরিধ্বনি )

ও আবার কি। বিকট ধ্বনি। ও ধ্বনি যে, বজ্রধ্বনি হ'তেও ভীষণ! আমি কোথায়। আমি কি সেই নরকে। ওঃ—ওঃ কি দুর্গন্ধ, নাসারন্ধ্র যে জ্ব'লে গেল। ঐ যে, সেই অসংখ্য কৃমিকীট আমার সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন ক'রলে, কি ঘৃণ, কি ঘৃণা, এইবার ডুবালে, এইবার ডুবালে, এইবার আমাকে সেই পুরীষপূর্ণ নরকমধ্যে ডুবালে। ঐ সেই ভয়ঙ্কর ডাঙ্গস্ প্রহার। এই যে, আবার জ্বলন্ত অনলপূর্ণ লৌহমূর্ত্তি রমণীকে এনে, আমার বক্ষঃস্থলে রক্ষা ক'রলে সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ শলাকা দ্বারা আমার নেত্রদ্বয় বিদ্ধ ক'রছে। ওঃ ওঃ, জ্ব'লে মলেম, জ্ব'লে মলেম, হৃদয়-তন্ত্রী ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেল। আমি অন্ধ হ'লেম। কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে; কেবল প্রজ্বলিত

অগ্নিশিখার ধূ ধূ ধ্বনি, আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ ক'রছে, আর এই লৌহমূর্ত্তি-রমণীর তীব্র অঙ্গ-তাপে, আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে অসহ্য, অসহ্য, নিতান্ত অসহ্য অভ্যন্তরে সহস্র বৃশ্চিক-দংশন, বহির্ভাগে অনলদাহ। না, আর পারাযায়না বুঝলেম, সেই উপদেষ্টা ব্রাহ্মণের কথা সত্য হ'ল যায়, যায়, প্রাণ যায়। আর স্থির থাক্‌তে পা'রলেম্ না ওঃ ওঃ ওঃ—

( মূর্চ্ছিতভাবে পতন )

## গীত।

প্রাণ যায় প্রাণ যায় রে আমার এত দিনে হায়,
নিস্তার না দেখি কি হবে উপায়।
অনন্ত নরকানলে, নিতান্ত এ প্রাণ জ্বলে,
কৃতান্ত-কিঙ্করদলে দলেবে আমায়।
অবশ হইল অঙ্গ হেরি যেন সব শূন্যময়
অসহ্য হ'ল যন্ত্রণা, হ'লনারে সান্ত্বনা,
কিসে যাবে এ যন্ত্রণা জ্ব'লে মলেম হায়।
কে আছে দেয় সুমন্ত্রণা, নিস্তার পেতে যাতনায়

কলি। ( গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ) আমরি মরি কিরূপরে,—কি ভুবন-ভুলান রূপরে!

কে তুমি হে ভুবন মোহন!
রাঙ্গা পায়ে নূপুর-শোভন,
নব দূর্ব্বাদলনিভ অঙ্গের বরণ,
আজানুলম্বিত বাহু, সুন্দর বদন,
মৃদু মৃদু হাসি কিবা চিত্তবিনোদন,
শ্রবণে কুণ্ডল, পদ্মপলাশলোচন,
কে তুমি হে ভুবন মোহন!
জুড়াল নয়ন, রূপ করি দরশন।

অগ্নি-হ্রদ হ'তে আসি শান্তির সলিলে,
অবগাহি প্রাণ মম হ'ল সুশীতল
এরূপ কোথায় ছিল, কে আনিল রে ?
হেন মনোহর রূপ কে আনিল রে ?
তুচ্ছ ও রূপের কাছে অতুল বিভব।
তুচ্ছ গণি বাসবের নন্দন কানন।
শান্তির সরসী এযে তব তব ববে,
বিমোহিল আজি মোর অশান্ত হৃদয়।
পাইনু শান্তির দেখা এত দিন পরে,
শুষ্ক মরু হৃদে মম বহে প্রস্রবণ।

ওকি! ওকি. অমন ভুবন-মোহনের করে ওকি? করবাল নয়? তাই বটে, করবালই বটে। বলি হাঁহে ভুবনমোহন! অমন কোমল করে, আবার করাল করবাল ধারণ ক'রেছ কেন? না, না, ও তোমার শোভা পায় না। কমলে কণ্টক, নীরদে চপলা-চমক, চন্দ্রে কলঙ্ক, এ বড় কলঙ্কের কথা। তাই বল্‌ছি, হে ভুবন-মোহন! ও করবাল পরিত্যাগ কর, আমি প্রাণ ভ'রে তোমার ঐ শান্তিময় মনোহর রূপ দর্শন করি। আজ আমি অনু-তাপের প্রবল বৃশ্চিক দংশনে নিতান্ত জর্জ্জরিত আজ আমার হৃদয়ে অশান্তির অনন্ত উৎস প্রবাহিত; তাই তোমার ঐ রূপ-সর-সীর সুশীতল সলিল পান ক'রে যন্ত্রনা নিবারণ ক'রছি,—তুমি তাতে নিরাশ ক'রনা এই সংসার-মরুভূমির মরীচিকা দর্শনে উদ্‌ভ্রান্ত পথিককে, শান্তি-বারি দানে বঞ্চিত ক'রনা। করযোড়ে মিনতি ক'রে বল্‌ছি, তুমি ঐ ভীতি-প্রদর্শক করবাল পরিত্যাগ কর, আমি নয়ন ভ'রে, তোমার ঐ মোহনরূপ দর্শন করি। আর একবার এস, শান্তিময়! একবার এই কলির ব'ক্ষে এস তোমার শ্যামাঙ্গ স্পর্শ ক'রে, আজ এই সন্তপ্ত হৃদয়ের প্রবল তাপ নিবারণ করি।

( অগ্রসর হইয়া কোলে বসিতে গিয়া ) ওকি! অসি উত্তোলন ক'রছ কেন? আমাকে বধ ক'রবে? বাল পারবেত? ঐ স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে, আমাকে বধ ক'রতে পারবে? আচ্ছা, বধ ক'রবার পূর্ব্বে, একবার তোমার পরিচয় প্রদান কর,। ( শুনিয়া সক্রোধে ) কি বল্‌ছিস্ তুই কল্কি? আমার পরম শত্রু কল্কি? ওরে! তুই কি, আমার সোনার রাজ্যকে মুহূর্ত্ত মধ্যে শ্মশান ক'রে ফেলেছিস্? তোর ঐ হস্তেই কি, আমার সৈন্যসামন্তগণ জীবলীলা শেষ ক'রেছে? আচ্ছা, তবে—আর তোর রক্ষা নাই এই দেখ, সামান্য মুষ্ট্যাঘাতেই তোর মস্তক চূর্ণ করি। ( মুষ্ট্যাঘাত করিতে গিয়া সভয়ে ) ও কি ওকি! আবার সেই বিভীষিকাময়ী বিরাটমূর্ত্তি আবার সেই অট্টহাস! পুনর্ব্বার সেই অসি উত্তোলন! বধ ক'রনা, ক'রনা। বিরাট পুরুষ! আমায় ক্ষমা কর, আমাকে বধ ক'রনা তোমার ও ভীষণমূর্ত্তি সংবরণ কর। ( কিঞ্চিৎ পরে ) আহা আহা! আবার সেই মধুর মূর্ত্তিরে! প্রাণ শীতল হ'ল ( করযোড়ে ) কল্কি চিনেছি, তুমি কে—এবার চিনেছি। তুমি সেই গোলোকবিহারী হরি! তুমি এই ভবনদীর কাণ্ডারী হরি আহা. কি মধুর নাম যে। হরি, হরি, হরি।

দাও হরি দাও—অনন্ত রসনা,
প্রাণ-ভ'রে বলি, হরি, হরি, হরি।
কত সুধা ক্ষরে ও দুটী অক্ষরে,
এক মুখে আমি বর্ণিতে না পারি
কোথা মন্ত্রি। এস তুমি;
দুইজনে মিলি, প্রেমানন্দে মাতি,
প্রাণ ভ'রে বলি হরি, হরি, হরি।
ঐ শুন, পাখী শাখায় বসিয়া,

হরি বোল বলে সুমধুর স্বরে ।
ঐ দেখ মন্ত্রি গগন প্রাঙ্গনে,
হরিনাম যায় উধাও হইয়ে
কুসুমস্তবকে, পবনহিল্লোলে,
তরু পত্রে কিম্বা সরিৎ সলিলে,
যে দিকে নেহার, দেখিতে পাইবে,
হরিনাম সুধা র'য়েছে মাখান ।
তাই বলি, এস, দুজনে মিলিয়া,
প্রাণ ভ'রে বলি হরি, হরি, হরি ।
দাও হরি ! দাও—অনন্ত রসনা,
প্রাণ ভ'রে বলি হরি, হরি, হরি ।

মন্ত্রী । ( স্বগতঃ ) না—আর রক্ষা নাই এতদিনে বিশসনপুর শ্মশান হ'ল । যে স্থানে থ'লে, এ ং প্রেমরসে পুলকিত হ'ত, যথায় জন কোলাহলে, দিবারাত্র দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হ'ত, সেই বিশসনপুর—আজ যে ন অশান্তি পাবকে পরিপূর্ণ । কেবল শৃগাল কুক্কুরের উচ্চ চীৎকার ভিন্ন, অন্য কোন শব্দই—শ্রুতিগোচর হ'চ্ছে না আর মধ্যে মধ্যে লুণ্ঠন-কারী কল্কি সৈন্যগণের জয়-ধ্বনিতে, দিগন্ত পরিপূর্ণ হায় ! হায় ! এর'তে আর দুঃখের বিষয় কি আছে ! ইচ্ছা ছিল মহারাজকে রক্ষা ক'রব, তাও পারছিনা, মহারাজের যেরূপ উন্মত্তভাব দেখছি, এতে আর মহারাজকে রক্ষা করা যায় কিরূপে ।

( নেপথ্যে 'জয় কল্কিদেবের জয়' )

মন্ত্রী ( স্বগতঃ ) ঐ বুঝি বিপক্ষগণ আস্‌ছে আর কি ক'রব, পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই । নইলে দুর্দান্তগণ এখনই এসে নিধন ক'রবে । হায় রে ! আজ বিপদে প'ড়ে. মহারাজকেও পরিত্যাগ ক'রে যেতে হ'ল দেখি আর একবার মহারাজকে ব'লে , যদি

সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! মহারাজ. না—কিছুই উত্তর নাই, সম্পূর্ণ উন্মাদ, তবে আর উপায় কি! মহারাজকে ত্যাগ ক'রেই যেতে হ'ল বুঝলেম, কলির আর নিস্তার নাই অ জ কলির সর্ব্বনাশ হবে ব'লেই, কাল-রজনী প্রভাত হ'য়েছিল ওঃ কি সর্ব্বনাশ

(প্রস্থান)

গীত।

কি সর্ব্বনাশ ঘটিল আজ এই বিশসনপুরে,
সুখ-চন্দ্র অস্তমিত, হ'ল চিরদিনের তরে
কেন হেন পরমাদ, ঘটিল বিষম বিপদ,
রাজায় হেরি উন্মাদ, আতঙ্কে প্রাণ শিহরে
এমন সোনার পুরী, শ্মশান সমান হেরি,
বিপদ সলিলে আজি ভাসে নগরী ;
উপায় না দেখি আর, কিসে করি প্রতীকার,
করিল সব অন্ধকার, শোকের কাল তিমিরে।

কলি। কৈ মন্ত্রী। এলেনা? আমার কথা গ্রাহ্য ক'র্‌লে না? তা ক'রবে কেন? এমন মধুর হরিনাম ক'রবে কেন? আরে ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, আমি কর্‌ছি কি, যার নাম শুন্‌লে, আমার শরীর উত্তেজিত হ'য়ে উঠে, যারা ঐ নাম করে, তাদের পর্য্যন্ত স্বহস্তে সংহার করি আজ আমি নিজেই আবার সেই নাম উচ্চারণ ক'রে রসনাকে কলুষিত ক'রছি। যে—আমার পরম শত্রু, যে—আজ আমার, সহায় সম্পদ বিনাশ ক'রে ফেলেছে, তারই আবার স্তুতিবাদ ক'রছি ধিক্ আমাকে না—আর অপেক্ষা ক'রবন এখনই কল্কিকে সংহার ক'রব কৈ? সে যাদুকর কোথায় গেল? আমার ভয়ে কোথায় পালাল? তা যেখানেই পালাক না, আমার হস্তে কিছুতেই নিস্তার নাই কোথা সৈন্যগণ. মা, না, সৈন্যগণ

কি আর আছে যে, যদের জন্য ত দেশ ক'রব সবই যে, সেই কল্কির নিকটে তখন হ'বে ত আমি সম্যক এখানেই এই ভুবনের সম্রাট্ হ'বে, অজ আমি সমস্ত পৃথিবীর রাজা। যার ক্রোধ-কটাক্ষে সংসার বিচলিত হ'ত, অসংখ্য অসংখ্য যোদ্ধৃগণ, যার আদেশ পালন জন্য, সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত হ'যে থাক্‌ত, আজ সেই কলি কিনা, শত্রু ভয়ে নিতান্ত ভীত হ'যে, সাহায্যের জন্য অন্যের প্রার্থনা ক'রছে। সংসার-স্রোতের গতিই এইরূপ। বুঝলেম, কেউ কারুর সঙ্গী হয় না। যার যে পথ, সে- সেই পথের অনুগামী হয়। কারুর জন্য কেউ অপেক্ষা করে না এ সংসারে কেবল একা আসা, আর একা যাওয়া। জগতের রীতি। আজ আমার দৃষ্টান্তে মনে স্থির কর, যে, কেবল একা আসা, আর একা যাওয়া না, আর বৃথা চিন্তার সময় নাই, আগে শত্রু-সংহার ক'রে আসি।

( সবেগে পলায়নোদ্যোগ এবং সম্মুখে অসিহস্তে কল্কির প্রবেশ )

কল্কি ( কলির প্রতি ) কোথায় যাও কলি ! এস সমর-সাধ পূর্ণ করি।

কলি। ভাল হ'ল, আর শিকারের অনুসন্ধান ক'রে বেড়াতে হ'ল না, শিকার আপনা হ'তেই সম্মুখে উপস্থিত।

কল্কি হবে কলি ! এ শিকারকে, শিকার করা, তোর মত শিকারীর কাম নয়।

কলি কল্কি ! তুই দেখছি, নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য শিশু, তোর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বীরত্বে কলঙ্কারোপ ক'রতে ইচ্ছা হয় না। আর তোর সঙ্গে, অস্ত্রধারণ ক'রে যুদ্ধই বা ক'রতে হবে কেন ? সামান্য ফুৎকার দ্বারাই যে, তোর জীবন শেষ ক'রতে পারি

কল্কি। ওরে জ্ঞানান্ধ কলি। তুই সামান্য চর্ম্মচক্ষে আমাকে দুগ্ধপোষ্য বালক ব'লেই মনে ক'রছিস্ ; কিন্তু, তোর যদি জ্ঞান-চক্ষু থাক্‌ত, তাহ'লে দেখ্‌তে পেতিস যে, আমার এই ক্ষুদ্র অঙ্গের

প্রতি লোমকূপে, তোর মত—কত শত শত কলি বিরাজ ক'রছে।

কলি কি উৎপাত, কি উৎপাত, ভণ্ড ব্রাহ্মণবংশে কি, আবালবৃদ্ধ সকলেই বায়ুরোগ গ্রস্ত? ওরে বাতুল দর্শন ক'রবে—তাতে আবার, চর্ম্ম চক্ষু, জ্ঞান চক্ষু কি রে? সকলেও যে চ'ক্ষে দর্শন করে, আমিও সেই চক্ষে দর্শন ক'রছি। ভাল, তোর যদি জ্ঞান চক্ষু থাকে, তাহ'লে আমাকে একবার দেখাদেখি

কল্কি হারে অজ্ঞান সে দিব্যচক্ষু দেখতে হ'লেও যে, দিব্যচক্ষুর প্রয়োজন, তুই সে চক্ষু পাবি কোথায়?

কলি। বুঝলেম, অতি অল্পসময় মধ্যেই তোর হৃদয়ে, বেশ অজ্ঞানাঙ্কুর উৎপন্ন হ'য়েছে, আচ্ছা বল্ দেখি বাতুল! তুই দিব্য-চক্ষুদ্বারা আমার সম্বন্ধে কি দর্শন ক'রছিস্?

কল্কি। তোর সম্বন্ধে, যা দেখবার—ত অনেক দিন পূর্ব্বেই দেখে রেখেছি, আর আবার নূতন ক'রে আজ কি দেখব।

কলি। বহুদিন পূর্ব্বেই দেখে রেখেছিস্? রাম না হ'তে যেমন রামায়ণের সৃষ্টি হ'য়েছিল, সেইরূপ তুইও, আমার ভবিষ্যৎ-ঘটনা, পূর্ব্ব হ'তেই দেখে রেখেছিস্? বল্‌রে বালক বল্, তোর ঐ হাস্যজনক কথা গুলি, তোর মুখে শুনতে বড় ভাল লাগছে

কল্কি কলি। তুই আমায় বিদ্রূপ ক'রছিস্, তা কর্। আমি তোর—ও বিদ্রূপে বিরক্ত হ'চ্ছিনে। সামান্য লোকের বিদ্রূপে বিরক্ত হয় কারা? যারা—অভিমানী, অহং জ্ঞানে—যাদের হৃদয় পরিপূর্ণ, তারাই। তুই আমাকে বাতুলই বল্, আর যাই বল্, আমি তাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হ'চ্ছিনে।

কলি। আর বিচলিত হ'লেই বা, তোর কি ক'রবার শক্তি আছে?

কল্কি। কলি! তুই দেখ্‌ছি, কেবল জ্ঞানান্ধ ন'স, সাধারণ দৃষ্টি শক্তিও দেখ্‌ছি, তোর বিলুপ্ত হ'য়েছে। নইলে, আমার—কি শক্তি আছে না আছে, সেকথা জিজ্ঞাসা ক'রবি কেন? ভাল, তোর দৃষ্টি-শক্তি নাই থাক্‌, শ্রবণশক্তি ত আছে? তুই কি শুন্‌তেও পাস্‌ নাই? যে, তোর সৈন্য সামন্ত প্রভৃতি, আজ কার্‌ শক্তিতে চিরদিনের মত শক্তিহীন হ'য়ে, ধরাতলে লুণ্ঠন ক'রছে? বলি! বাতুল আর কাকে বলে? যার বুদ্ধির স্থিরতা নাই, পূর্ব্বাপর বিবেচনা নাই, তাকেই ত বাতুল বলে, এ সব লক্ষণ ত, তোতেই বিদ্যমান দেখ্‌ছি।

কলি। (সক্রোধে) কি! কি আমি বাতুল?

কল্কি। আর এও—এক বাতুলের প্রধান লক্ষণ; বাতুলকে বাতুল ব'ল্‌লে, তার তখনই ক্রোধের সঞ্চার হয়। বলি, তুই ও ত, আমায় বাতুল ব'লে সম্বোধন ক'রেছিস্‌, বল্‌ দেখি, আমি তাতে ক্রোধ ক'রেছি কিনা?

কলি। বলি, তাতে আর পুরুষত্বের কথা কি হ'ল। পুরুষ-প্রকৃতিতে যদি, ক্রোধ না থাকে, তবে—সে পুরুষে আর অবলা রমণীতে পার্থক্য কি?

কল্কি। কলি! পুরুষত্ব বুঝি, ক্রোধের দ্বারাই প্রকাশ পায় ব'লে স্থির ক'রে রেখেছিস্‌?

কলি। পুরুষের পুরুষত্ব, ক্রোধ ভিন্ন, আবার কিসে প্রকাশ পাবে?

কল্কি। সে তোর নিতান্ত ভুল সংস্কার, ক্রোধ যে, একজন প্রবলরিপু, তাকে দমন করাই যে, পুরুষত্বের কার্য্য।

কলি। সে তোদের ন্যায় হীনবীর্য্য দ্বিজগণের পক্ষে।

কল্কি। কলি! তুই আমাকে সামান্য হীনবীর্য্য মনুষ্য ব'লেই স্থির ক'রে রেখেছিস্‌?

কলি। মনুষ্য হ'তেও অধম, সামান্য বন্য পশু ব'লে, স্থির ক'রে রেখেছি।

কল্কি কলি! আমি যে পশু, সে কথা মিথ্যা বলিস নাই। কারণ, হিরণ্যাক্ষকে বধ ক'রবার সময়, আমাকে বরাহরূপ ধারণ ক'রতে হ'য়েছিল, আর আমি যখন, সকল ভূতেই বিদ্যমান র'য়েছি, তখন কেবল পশু কেন,—পশু,পক্ষী, কীট,পতঙ্গ এ সকল জীবেই আছি। তাতে আমার ঘৃণার বিষয় কিছুই নাই। আর তুইও কি পশু ন'স? যার অন্তরে, ধর্ম্ম জ্ঞান নাই, যার কোনও হিত অহিত বিবেচনা শক্তি নাই, সেই ত পশু তাতেই ত ব'ল্‌ছি, ওরে পশু! আজ আমি তোর সেই পশুত্ব দূর ক'র্‌তেই এসেছি। তুই আমাকে দুগ্ধপোষ্য শিশু ব'লে বিবেচনা করিস না, আমি জগতের শুভাশুভ ফল-দাতা দৈব।

গীত।

নইরে বালক, আমা হ'তে লোক, শুভাশুভ ফল লভিছে,
আমারই সৃজন যত জীবগণ,
এ মহীমণ্ডলে ভ্রমিছে
আমি ভিন্ন কি আছে অন্য ভবে, জন্ম মৃত্যু সব আমাতে উদ্ভবে,
আমি দৈব সব— আমার প্রভাবে,
পাতকী নরকে তরিছে

কলি। কি দুর্দ্দৈব! তুই আবার দৈবও হ'য়েছিস্। সকলের শুভাশুভ ফল তুই-ই দান ক'রে থাকিস্? আর তরুশাখায়, যে ফল দেখা যায়, সে ফলও কি, তুই প্রদান ক'রে থাকিস্?

কল্কি। আমি ভিন্ন আবার কে প্রদান ক'রবে?

কলি। তা হ'লে, আমার শুভাশুভ ফলও তুই দান ক'রবি?

কল্কি। নিশ্চয়ই।

কলি। ভাল, আমায় কোন ফল প্রদান ক'রবি বল্ দেখি?

কল্কি পাপের প্রতিফল দান ক'রব; তোর সে প্রতিফলের অপর নাম হ'চ্ছে—জীবন্তে নরক। ? মর! এখন উপহাস ক'রছিস্, কিন্তু, যখন সেই ফলভোগ ক'রতে হবে, তখন আবার আমাকেই স্মরণ ক'র্‌তে আস্‌বি দুরাচার। তোর ন্যায় মহাপাপী কি আর এই ধরাধামে কেউ আছে? সতীর সতীত্ব, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব, এসবই তুই বিনষ্ট ক'রেছিস্ তোর জন্যই সংসার আজ পাপের স্রোতে পরিপূর্ণ তোর জন্যই ধর্ম্মের এমন দুর্গতি। তোর পাপ-ভারে ধরণীদেবী নিতান্ত ক্লান্তা হ'য়েছেন; আমি সেই ধরার ভার লাঘব ক'রব ব'লেই, এই ধরাধামে এসে কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছি। বৌদ্ধ, ম্লেচ্ছ, শবর, কাম্বোজ, এসবই আমি সংহার ক'রেছি পাপ, হিংসা, মিথ্যা, প্রভৃতি সকলই পৃথিবী হ'তে পলায়ন ক'রেছে, এখন কেবল—তুই অবশিষ্ট আছিস্। তোকে দমন ক'র্‌তে পারলেই, আমার অবতার-গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হয়

কলি. ক্ষান্ত হবে শিশু তুই।
আর না শুনিতে পারি উন্মত্ত-প্রলাপ
জ্ঞান হীন তুই, তোর সনে বাক্যে কিবা কায,

কল্কি। বুঝিয়াছি বহু দিন আমি,
তোর যেবা পরিণাম
শোন্ কলি।
দর্প চূর্ণ হবে তোর আজ।

কলি করিলাম এই পণ, বধি তোর ওজীবন,
জুড়াব হৃদয়জ্বালা মুহূর্ত্তের তরে

কল্কি কি সাধ্য আছেরে তোর, জীবন বধিবি মোর,
বৃথা আশা কলি, কেন করিস অন্তরে॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যদি হয় একত্রিত,
তথাপি বধিতে মোরে না পারিবে কেহ।
কি ছার করিস্ গর্ব্ব, কলি পাপাধম!
তোর মত কত কলি চক্ষের পলকে,
সৃজিতে নাশিতে পারি ইচ্ছা যদি হয়।

কলি। অসহ্য, অসহ্য, তোর বিষবাক্য বাণ।
এখনও বলি কল্কি! হ রে সাবধান।
জীবন রাখিতে যদি ইচ্ছা হয় মনে,
পলায়ন কর তবে আপন ভবনে।

কল্কি। হারে মূঢ় দুরাচার অস্থিরপ্রতিজ্ঞ!
এই না করিলি পণ বধিবি আমারে?
মুহূর্ত্তের মাঝে তুই ভাঙ্গিলি সে পণ
ধিক্ তোরে শত ধিক্ ঘৃণিত পামর.

কলি। তবে রে প্রস্তুত হ করিব সমর।

কল্কি। প্রস্তুত র'য়েছি তুই হ অগ্রসর

কলি। বন্ধু বান্ধবের মুখ কর্‌রে স্মরণ।

কল্কি কখনও না কার মুখ হই বিস্মরণ॥

কলি। তোর সনে অস্ত্র-যুদ্ধ নাহি শোভা পায়।

কল্কি। সেই যুদ্ধ কর্, তোর যেবা মনে লয়॥

কলি। মল্লযুদ্ধ করি তোরে বধিব নিশ্চয়।

কল্কি। ভাল, ভাল, তাই কর্ বিলম্ব না সয়॥

(যুদ্ধারম্ভ ও কলির পলায়ন)

কল্কি। সৈন্যগণ! তোমরা কলির পশ্চাৎগামী হও, এবং দুরাত্মাকে অনলদ্বারা দগ্ধ কর কারণ কলি—অমর, ওর মৃত্যু নাই, ব্রাহ্মণ বিধবাবালার অভিশাপ আছে যে, কলির মুখ দগ্ধ হবে। অতএব সত্ত্বর গিয়ে কলিকে দগ্ধ কর

(কতিপয় সৈন্যের প্রস্থান)

কল্কি (স্বগতঃ)

অহো কার সাধ্য নিয়তির করিবে অন্যথা,
[illegible] আছে [illegible] অদৃষ্টে যেমন,
নিশ্চয় ভুঞ্জিতে হবে সেইরূপ ফল
যে কলি ভুঞ্জে পরিতাপে,
[illegible] হ'য়েছিল [illegible]।
[illegible] সংসার,
কত [illegible] পদতলে,
[illegible] এই [illegible],
তার আজি কি দুর্দশা নিয়তির বলে।
[illegible] আমার খেলা, আমি বাজীকর ;
কর্ম্ম সূত্র ধরি, এই ভব-রঙ্গালয়ে,
নাচাই নিয়ত জীব পুত্তলিকাগণে
কেহ সাজে রাজা, কেহ সাজে প্রজা,
কেহ বা ভিক্ষুক সাজি ভ্রমে দ্বারে দ্বারে।
কেহ কাঁদে, কেহ হাসে, কেহ গীত গায়,
কেহবা উন্মাদবেশে শ্মশানে বেড়ায়।
পাপ, পুণ্য পথ দুটী পরীক্ষার তরে,
রাখিয়াছি আমি এই সংসার মাঝারে
প্রবৃত্তির অনুসারে সংসার-পথিক,
ভ্রমে এই দুই পথে দিবস রজনী

ঐ যে কলি অগ্নিদগ্ধ হ'য়ে, রোদন ক'রতে ক'রতে এইদিকে আসছে দেখি, কলির অনুতাপ উপস্থিত হ'য়েছে কি না।

দগ্ধ শরীরে ও অনুতাপে কলির প্রবেশ

কলি (আবেগের সহিত)

দেখ তরু, দেখ লতা! দেখ পত্র ফল!

দেখরে দিবসন থ সহস্রকিরণ
চক্ষু মেলি চেয়ে দেখ অনন্ত আকাশ ।
কলির পাপের ফল হ'য়েছে কি অন্ধ
দেখরে জগৎবাসী পুরুষ নিকর
হেরি মোরে শিক্ষালাভ কর এইবার,
আপাত মধুর পানে মজে যেই জন,
'তার পরিণাম ফল কলির মতন'
কামনেত্রে হেরে যেই নারীর বদন,
'দৃষ্টিহীন হয় সেই কলির মতন'
গেছে রাজ্য, গেছে ধন, গেছে পরিবার,
সাজিয়াছি আজি আমি পথের কাঙাল ।
শ্মশানের ধূ ধূ চিতা জ্বলিছে অন্তরে,
হ'য়েছিরে দগ্ধ আজি জ্বলন্ত অনলে ।
কোথা যাই, কোথা পাই, শান্তির কুটীর ।
কোথা গিয়ে জুড়াইব সন্তপ্ত-হৃদয় ।
নাহি স্থান এ সংসারে এহেন পাপীর,
যথায় দারুণ জ্বালা করিব নির্ব্বাণ ।
পাপ-কীটে অবিরত দংশিছে অন্তরে,
মৃত্যু নাই ভাগ্যদোষে হ'য়েছি অমর
দাও ব'লে দয়াবান্ । কে আছে কোথায়,
কোথা পাবে হতভাগ্য শান্তি নিকেতন ।
নাই কি রে এ আঁধারে পথ প্রদর্শক ?
লয় মোরে হাত ধরি আলোকের দেশে ।
ঐ যে শাখায় বসি গাহিছে বিহঙ্গ,
'পরম অধর্ম্মাচারী কলি দুরাচার'
ঐ বায়ু ব'য়ে যায় [illegible],

ব'লে যায় 'পাপাচারী কলি মূঢমতি'।
ঐ বুঝি নাচি নাচি পল্লী-বালকুল,
দেয় করতালি সবে আমাকে হেরিয়া।
টীট্‌কারী দেয় মোরে পশু পক্ষীগণ।
হায়রে এ হ'তে আর কি আছে লাঞ্ছনা।
হা দৈব! এতদিনে মানিলাম তোরে।
হা ধর্ম্ম! বুঝিলাম মর্ম্ম তোর আজি।
কর্ম্মদোষে আমি দুরাচার,
পাইলাম উপযুক্ত ফল
কোথা হরি! এ সময় দাও দরশন।
দুস্তরে নিস্তার কর ভব-কর্ণধার!
আমি মূঢ দুরাচার, তোমার মহিমা,—
কি জানিব। নারায়ণ রক্ষা কর মোরে।
কর্ম্মদোষে ডুবেছি হে এ পাপ তুফানে
দেহ হরি কৃপাকরি শ্রীপদ-তরণী।

## গীত।

দেহি নরকার্ণবে শ্রীপদ তরী,
( তব পদ বিনে, ) ( বল এ দুদিনে, )
কিসে হবি বল তরি
কর্ম্মদোষে এ দুর্গতি, দিতেছ হে জগৎপতি,
( এখন কৃপাকর ) ( ওহে কৃপানাথ )
আর বঞ্চিত ক'রনা হরি।
কোথা হে শ্রীমধুসূদন, একবার আসি দাও দরশন,
( ঐরূপ হেরি ) ( ভুবন ভুলান )
আর মুখে বলি হরি হরি।

কল্কি। (স্বগতঃ) হাঁ, এইবার কলির জ্ঞানোদয় হ'য়েছে। অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনল দ্বারা যেমন, মুহূর্ত্তমধ্যে তৃণরাশি ভস্মসাৎ হয়, অনুতাপানলে কলিরও তেমনি—অল্পকাল মধ্যে, পাপরূপতৃণরাশি ভস্মীভূত হ'য়েছে য'হ'ক, এখন কলিকে, আর যন্ত্রণা দিতে পারি না। (প্রকাশ্যে) কলি। বলি, কর্ম্মফলে বিশ্বাস হ'য়েছে ত? দেখ দেখি, পাপের পরিণাম কি ভীষণ? স্বয়ং পদ্মযোনি ব্রহ্মা তোমাকে, এই ভবিষ্যৎ বিপদ হ'তে ত্রাণ ক'রবার জন্য, উপদেষ্টারূপে তোমার নিকট আগমন ক'রেছিলেন, এবং তোমাকে সৎপথে আনয়ন করবার জন্য অনেক যত্ন ক'রেছিলেন, কিন্তু, তখন তুমি তাঁর উপদেশবাক্য উপেক্ষা ক'রে, তাঁকে বধ পর্য্যন্ত ক'রতে গিয়েছিলে, শেষে দৈববাণী-ছলে, ব্রহ্মা তোমাকে—যে কথা ব'লে গিয়েছিলেন, দেখ দেখি, আজ সেই ব্রহ্মবাক্য যথার্থ হ'ল কিনা?

কলি। কে তুমি? কল্কি? কল্কিদেব! আজ আমি অন্ধ। তোমাকে দর্শন ক'রবার শক্তিও আজ আমার নাই। আমার সে শক্তিও তুমি হরণ ক'রেছ। মধুসূদন এ পাতকীর প্রতিফল দান করা কি এখনও শেষ হয় নাই? শেষ না হ'য়ে থাকে ত, আর কি বাকী আছে,—তাও কর। হরি! আমাকে আজ পাপী ব'লে যন্ত্রণা দিচ্ছ, কিন্তু বল দেখি, সে দোষ কি আমার? তুমিই ত—মায়াদ্বারা আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে, পাপকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত ক'রেছ ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছাতেই ত, আজ আমার এ দুর্গতি। তুমি যদি আমাকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান ক'রতে, তা হ'লে কি তোমাকে আমি বিস্মৃত হ'তেম? না, এই পাপকীটের বিষম দংশনে আজ জর্জ্জরিত হ'য়ে কালযাপন ক'রতেম। লীলাময়! নিজের লীলা প্রকাশ ক'রতে হ'লে কি, একজন অজ্ঞানকে এই-রূপে অধঃপতনের অন্ধকূপে নিমজ্জিত ক'রতে হয়?

কল্কি। কলি! তুমি আমায় অন্যায় তিরস্কার ক'রছ? তোমাকে মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলেম ব'লে, আমাকে দোষ দিচ্ছ। কিন্তু হাঁহে! তুমি কি জান না যে, এই কলিযুগের রাজত্ব পালন জন্যই তোমার সৃষ্টি?

কলি। প্রভো! বুঝলেম, এই কলিযুগের রাজ্যভার বহন ক'রবার জন্যই আমার উৎপত্তি। তাহ'লে তুমিই ত ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে সেই পাপভার বহন করাচ্ছ, তবে আবার আমাকে সেই পাপের জন্য এখন যন্ত্রণা দেবার প্রয়োজন কি?

কল্কি। কলি! আমার ইচ্ছাতেই যে, তুমি পাপভার বহন ক'রছ, সে কথা সত্য, কিন্তু কর্ম্মফল খণ্ডন করা ত আমার সাধ্য নয়, সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুসারে, যে ফলভোগ ক'রতে হবে, সে ফল খণ্ডন করবার সাধ্য কারুরই নাই। আমি নিজেই যখন কর্ম্মফল ভোগ হ'তে অব্যাহতি পাই না, তখন আর অন্যের কথা কি?

কলি। হরি! কর্ম্মফল খণ্ডন করবার শক্তি তোমার নাই থাক; কিন্তু, কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিবার শক্তি ত তোমার আছে? তবে তুমি আমাকে কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি না দিয়ে, সুকর্ম্মে প্রবৃত্তি দিলে না কেন?

কল্কি। তা হ'লে আর কলিযুগের মাহাত্ম্য কি হ'ল? রাজাই যদি পুণ্যাত্মা হয়, তাহ'লে কি আর প্রজাগণ কুপথগামী হ'তে পারে? সংসারকে পাপার্ণবে ডুবাবার জন্যই যে, কলিযুগের উৎপত্তি, এ কথা ত তোমায় পূর্ব্বেই ব'লেম।

কলি। সংসারকে পাপার্ণবে নিমগ্ন ক'রে কি লাভ হয়?

কল্কি। লোকশিক্ষা দেওয়া হয়। পাপের পরিণাম কি ভয়ঙ্কর, সেই ভয়ঙ্করচিত্র, সংসারকে দেখাবার জন্যই সংসারকে পাপার্ণবে নিমগ্ন করা।

কলি। কেন হরি। পাপের ভয়াবহ পরিণাম প্রদর্শনদ্বারাই বা, লোক শিক্ষার প্রয়োজন কি? পাপের সৃষ্টি না ক'রে, কেবল ধর্ম্মের দ্বারাই ত সংসার পূর্ণ ক'রলে হ'ত। তা হ'লে আর লোক শিক্ষারও আবশ্যক হ'ত না রোগ থাকলেই ঔষধির প্রয়োজন? রোগই যদি না থাক'ল, তবে আর ঔষধিরই বা আবশ্যক কি?

কল্কি কলি! ত হ'লে, সৃষ্টিলীলার কোন বৈচিত্র থাকত না যদি পাপের সৃষ্টি না হ'ত তা হ'লে সকলেই পুণ্যাত্মা হ'য়ে, স্বর্গরাজ্য অধিকার ক'রত; তাহ'লে আর—স্বর্গে মর্ত্তে প্রভেদ থাকতনা। আর পাপ না থাকলে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মও কেউ বুঝতে পে'তনা তিক্ত দ্রব্য আছে বলেই, মিষ্ট দ্রব্যের অত সুস্বাদ, দুঃখ র'য়েছে ব'লেই, সুখের সুখত্ব উপলব্ধি হয়। অমাবস্যা ছিল ব'লেই পূর্ণিমার অত সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায়। আর তাহ'লে আমার সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটী গুণ ধারণ ক'রবার প্রয়োজন কি? কারণ—সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার এ তিনটীই, এই ত্রিগুণের কার্য্য। এই পাপ পুণ্যের সৃষ্টি আছে ব'লেই ত, আমি ত্রিগুণময়

কলি। বুঝলেম হরি বুঝলেম, তোমার লীলার ভাব এখন বিশেষরূপে বুঝতে পারলেম, একদিকে পাপের ঘোর অন্ধকার, অন্যদিকে ধর্ম্মের জ্বলন্ত আলোক প্রদর্শন করাই, তোমার খেলার উদ্দেশ্য তবে আর কেন? আম দ্বারা তোমার যে প্রয়োজন ছিল, তা ত সাধন করা হ'য়েছে, তবে আর এখন আমাকে অন্ধ ক'রে রাখা কেন? চর্ম্মচক্ষু ত নষ্ট হ'য়েছেই, এখন দাও হরি! জ্ঞানচক্ষু দাও, তোমার ঐ ভুবনভুলান নবজলধররূপ হৃদয় মাঝে দর্শন করি। আর সহ্য ক'রতে পারিনা। এ দুর্ব্বল দ্বারা তুমি অনেক ভার বহন করিয়েছ এখন দাসকে অব্যাহতি দাও। এই পতিতকে উদ্ধার ক'রে পতিতপাবন নামের গুণ প্রকাশ কর

রাধাবল্লভ হে! আর নারকীকে কষ্ট দিও না। তোমার ঐ যুগল পদপল্লব একবার আমার মস্তকে দাও, আমি এই প্রবল যন্ত্রণা হ'তে নিষ্কৃতি লাভ করি।

গীত।

দেহি পদ পল্লব রাধাবল্লভ মুরারি,
পতিতে না তার যদি, (কেন নাম ধ'রেছ,)
(পতিতপাবন)
তবে নাম কেন লবে, নামে যে কলঙ্ক হবে,
বিপদে প'ড়ে কেউ আর ডাক্‌বেনা;
(গতি কি হবে হরি!) (অগতির)
(এই পাতকীর)
যদি কর দণ্ড বিধি, তবে এই কর বিধি,
মোক্ষ কারাগারে বন্দী করহে আমায়,
আর আস্‌তে দিওনা ফিরে, এভব সংসারে মোরে,
থে'ক দ্বারে তুমি হে প্রহরী,
(জীবন ফুরাব হরি!) (মুক্তি-কারাগারে)
(নাম-সুধাপানে)

কল্কি। কলি! তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে; আর বাকী নাই, এই তোমায় আমি দৃষ্টিশক্তি প্রদান ক'রলেম, এবং তোমার মস্তকে চরণ দিলেম (কলির মস্তকে চরণ প্রদান)

কলি। (করযোড়ে স্তব)

মাধব মরণহর মুকুন্দমুরারি,
বেদোদ্ধারকারী ত্বং হি মীনরূপধারি।
কেশব কমলাকান্ত কৃতান্তবারণ,
কূর্ম্মরূপে কর পৃষ্ঠে ধরণী ধারণ।

দশনে দুরন্ত দৈত্য-দলনকারক,
নমামি বরাহরূপী পৃথিবীপালক।
হিরণ্যকশিপু বপু বিদারণকারি,
ভীষণদর্শনরূপ নমঃ নরহরি।
বলি গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারি বামনরূপিণং,
নমঃ ত্রিবিক্রম দেব ছলনা কারিণ!
ভৃগুবংশাবতংস প্রতিজ্ঞা-পালক,
নমামি পরশুরাম ক্ষত্র সংহারক।
দুষ্ট দশানন দশমুখ বিনাশন,
নমঃ রামচন্দ্ররূপ রাজীবলোচন।
বৃন্দাবন বিচারণ চিত্ত বিনোদন,
নমামি শ্রীকৃষ্ণ রাম কংশ নিসূদন।
"অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" প্রচার কারক,
নমঃ বুদ্ধরূপ হরি মায়া নিবারক।
করবাল কর সর্ব্ব বিধর্ম্মি নাশক,
নমঃ 'কল্কিরূপ' হরি কলিনির্ব্বাসক।

কল্কি কলি। এখন তুমি পৃথিবী হ'তে প্রস্থান কর, আমি পুনরায় ধর্ম্ম-সংস্থাপন করি।

কলি হরি! তবে—কলি আজ বিদায় হ'ল।
দাও হরি! তবে অনন্ত বসনা,
প্রাণ ভ'রে বলি হরি, হরি, হরি।

(প্রস্থান)

কল্কি। (স্বগতঃ) কলিকে ত সংসার হ'তে নির্ব্বাসিত ক'র্লেম, এখন সত্য এবং ধর্ম্মকে, পৃথিবীতে স্থাপন পূর্ব্বক, পুনরায় সত্যযুগের প্রবর্ত্তন ক'রতে হবে (সত্য ও ধর্ম্মকে আসিতে দেখিয়া) এই যে সত্য ও ধর্ম্ম উভয়েই আস্ছেন আহা! কি স্থ

অত্যাচারে, উভয়ের কি দুরবস্থাই হ'য়েছে। উভয়ের মলিন বদন দর্শন ক'র্‌লে, হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যায়।

সত্য ও ধর্ম্মের প্রবেশ।

উভয়ে, (করযোড়ে)

নমঃ নমঃ জগৎপতে, অগতির গতি।
নমঃ সত্য সনাতন ত্রিলোকের পতি
পাপ তাপ নিবারণ গোলোকবিহারী।
নমি পদে অভাজনে রক্ষহে মুরারি।

(প্রণাম)

কল্কি। এস এস,—সত্য। ধর্ম্ম। এস

সত্য। দয়াময়। আজ তোমার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ক'রে ধন্য হ'লেম।

ধর্ম্ম। গোলোকনাথ। আজ ভূলোকে তোমার এই নরবেশ দর্শন ক'রে, আমিও ধন্য হ'লেম।

কল্কি। বৎস সত্য, ধর্ম্ম। আজ আমিও, তোমাদের পুনরায় ধরাধামে দর্শন ক'রে ধন্য হ'লেম, এবং আমার অবতার-গ্রহণের উদ্দেশ্যও আজ সফল হ'ল। আর তোমাদের ভয় নাই। কলি নির্ব্বাসিত হ'য়েছে, এখন তোমরা—শ্রদ্ধা শান্তি দয়া প্রভৃতি পরিবারবর্গের সহিত একত্র হ'য়ে, সংসারে বাস কর—এবং আপন আপন আধিপত্য বিস্তারপূর্ব্বক, এই নরক-সম সংসারকে, আবার স্বর্গরূপে পরিণত কর দান, ধ্যান, তপ, জপ দ্বারা, সংসার পুনরায় পরিপূর্ণ হ'ক। যজ্ঞাগ্নি হ'তে উত্থিত ধূমশিখা—পুনরায় মেঘরূপে পরিণত হ'য়ে, পৃথিবীকে শস্যশালিনী করুক দস্যু, তস্কর, প্রবঞ্চক প্রভৃতি পাপীগণের নাম, আজ হ'তে বিলুপ্ত হ'য়ে যা'ক। বিপ্রতেজ আবার প্রদীপ্ত হ'য়ে, ধর্ম্মকে আশ্রয় করুক। সংসার আনন্দ হরি-নাম ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হ'ক। অকালমৃত্যু আজ হ'তে

যেন আর সংসারে প্রবেশ ক'রতে না পারে। রোগ, শোক, পরিতাপ, বন্ধন, ব্যসন এ সকলভয়—সংসার হ'তে অস্তমিত হ'ক। আজ হ'তে সংসার—পুনবায় শান্তির সুশীতল স্রোতে ভাসমান হ'ক।

গীত।

শান্তি-নীরে সুশীতল হউক পুনঃ ধরাতল,
প'লুক পুলকে সবে, সত্য ধর্ম্ম সদাকাল।
রোগ, শোক, জ্বালা আদি, ঘুচিবে ব্যসন ব্যাধি,
হবে সবে সত্যবাদী পূতচিত নিরমল
রবি সুত-দূত-করে, হবে মুক্ত চিরতরে,
বলরে অঘোর বদনভ'রে, হরেকৃষ্ণ হরিবোল।

সত্য। মায়াময়। তোমার মায়া বুঝে, কার সাধ্য। তুমি কখনও এই ত্রিভুবনকে একার্ণবীক'রে, নিজেই আবার সেই কারণ-বারিতে, বটপত্রে ভাসমান হ'চ্ছ, আবার কখনও, সেই একার্ণবীকৃত সংসারকে, পুনবায় জীবসৃষ্টি দ্বারা জীবপূর্ণ ক'রছ, কখনও সত্য এবং ধর্ম্ম দ্বারা, সংসারকে স্বর্গরূপে পরিণত ক'রছ, আবার কলির দ্বারা, সেই সত্য ধর্ম্মকে কখনও বা নিগৃহীত ক'রে, সংসারকে নবকার্ণবে ডুবাচ্ছ লীলাময় হরি! তোমার এ লীলারহস্য বুদ্ধির অগোচর।

কল্কি। সত্য! তোমার ন্যায় জ্ঞানবান্ পবিত্রচেতা আর কে আছে? তোমাদের জন্যই ত, আমার এত গৌরব। সত্য! সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা, তুমি শ্রেষ্ঠ কেননা "নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।" সত্য হ'তে আর ধর্ম্ম নাই তোমাকে যে, স্থিরভাবে পালন ক'রতে পারে, তার আর কোন ধর্ম্মই পালন ক'রতে হয় না। (ধর্ম্মের প্রতি) আর ধর্ম্ম! তোমার মহিমাই বা কত ব'লব।

তুমিই জীবের স্বর্গ মোক্ষাদির একমাত্র সোপান। তোমার তেজ [illegible]ও বিলুপ্ত হবার নয়। কেননা—"যতোধর্ম্মস্ততোজয়" যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়।

ধর্ম্ম। দীননাথ! দীনের প্রতি তোমার কৃপা আছে ব'লেই, এই দীন-হীন ধর্ম্ম, পুনরায় স্ব পদ প্রাপ্ত হ'ল। তুমিই আমাদের একমাত্র সহায়, যেখানে ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত হয়, তুমি তখনই সেইস্থানে অবতীর্ণ হ'য়ে, ধর্ম্মকে রক্ষা কর। কৃপাময়! সত্য ধর্ম্মের প্রতি যেন চিরদিনই তোমার এইরূপ কৃপা থাকে।

কল্কি। ধর্ম্ম! সেজন্য তোমাদের চিন্তা নাই। আমি কখন [illegible]ধর্ম্ম ছাড়া হই না। তবে এখন আমি চ'ল্লেম আমার এখনও অনেক কার্য্য অবশিষ্ট আছে। এখান হ'তে ভল্লাট নগরে গিয়ে, যুদ্ধ-প্রসঙ্গে, পরম বৈষ্ণব শশিধ্বজকে মোক্ষ প্রদান ক'রতে হবে, এবং তাঁর কন্যা রমাকে পরিণয় ক'রে, সম্ভলপুরে প্রস্থান ক'রব। পরে—মরু ও দেবাপিকে, পৃথিবীর রাজ্যভার প্রদান পূর্ব্বক, আমার জনক জননীকে মুক্তি প্রদান ক'রব। এই সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হ'লে, আমি গোলোকে প্রস্থান ক'রব। তোমরা [illegible] নিশ্চিন্তমনে স্ব কার্য্য সাধন কর।

ধর্ম্ম দয়াময় এত দয়াই যদি ক'র্‌লে, তবে আর একটী বাসনা পূর্ণ কর। তোমার সেই মধুর বৃন্দাবনবেশ একবার দেখাও, তাহ'লেই আমাদের সকল আশা পূর্ণ হয়

সত্য। (ধর্ম্মের প্রতি) ভাই ধর্ম্মরে! তুইই যথার্থ ভক্ত। নইলে তোর হৃদয়ে, এ বাসনার উদয় হবে কেন? (কল্কির প্রতি) নারায়ন দাঁড়াও, একবার শ্রীরাধাকে সঙ্গে ক'রে, বামপদের উপর, দক্ষিণপদ খানি রেখে দাঁড়াও মোহনচূড়া বেঁধে বনমালা গলায় দাও। আর সেই রাধানাম-সাধা বাঁশীটি বাজাও। তাহ'লেই আমরা ধন্য হই।

কল্কি ভক্তপ্রবর! আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ ক'রছি। এই দেখ, আমার রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখ।

( সহসা কল্কিদেবের "রাধাকৃষ্ণ" মূর্ত্তিধারণ, উভয় পার্শ্বে দিব্যাঙ্গনা-চামরধারিণীদ্বয় দণ্ডায়মান ও চামর ব্যজন। সম্মুখে সত্য ও ধর্ম্মের কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান )

## দ্বৈত সঙ্গীত।

উভয়ে   সবাই নয়ন ভরি, দেখ্‌রে একবার যুগল মাধুরী।
        শ্যাম নবঘন-পাশে শোভে, রাধা সৌদামিনী রে
১ম     শ্যামের চরণে নূপুর রুণুঝুনু বাজে
২য়     রাধা-পদ, শ্যামের আবার করতলে রাজে রে
১ম।   শ্যামের কোটীতে কিবা পীতধড়া শোভে।
২য়     রাধার এই নীলাম্বরী শ্যাম-মন লোভে রে।
১ম     শ্যামের করেতে কিবা মোহন বাঁশরী
২য়     রাধানামে সাধা বাঁশী, তাই এত মাধুরী রে
১ম।   শ্যামের চাঁচর চুলে শোভে কিবা ছবি।
২য়।   এ'লোকেশে শোভে কেমন, রাধিকা সুন্দরী রে
১ম।   শ্যামের চূড়াতে চারু দোলে শিখিপাখা।
২য়।   আছে সে চূড়ার মাঝে, রাধানাম লেখা রে॥
১ম।   ভাব-তরঙ্গে ভাসে 'অঘোর' যুগল নেহারি।
২য়     বদন ভরিয়ে সবাই বল হরি হরি হরি রে

সম্পূর্ণ।